উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,০৬৫.৭৫ (+৪৮৫.৩৫)

নিফটি : ২৫,৮৬৭.৩০ (+১৭৩.৬০)

সেলিম আশ্বাস দিয়েছেন : হুমায়ুন ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৯°	১৩°	২৯°	১২°	২৯°	১২°	২৫°	১৪°

১০ বছরেই চাঁদে ঘরবাড়ি মাস্কের ৭

বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে ম্যাচ খেলতে রাজি অবস্থান বদল পাকিস্তানের ১২

শিলিগুড়ি ২৭ মাঘ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 10 February 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 262

চূড়ান্ত তালিকা অনিশ্চিত

শুনানিতে আরও সাতদিন

নবনীতা মণ্ডল ও অরূপ দত্ত

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর-এ বাধা দেওয়া যাবে না নির্দেশ দিলেও মাইক্রো অবজার্ভারদের ক্ষমতায় লাগাম টেনে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল, ভোটার তালিকা সংশোধন বা কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া সংক্রান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা মাইক্রো অবজার্ভারদের নেই। শেষ কথা বলবেন শুধু ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ইআরও-রা (এইআরও)।

শুনানির সময়সীমা ১৪ ফেব্রুয়ারির পর আরও সাতদিন বাড়িয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে বাংলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ফেব্রুয়ারির শেষেও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এতে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে রাজ্যে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চের আসার সম্ভাবনা নেই বলে সোমবার জানিয়ে দিলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়া-র বেঞ্চের নির্দেশে দিয়েছে, ভোটারদের নথি পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথাযথ ও ন্যায়সংগতভাবে করতে ভোটার তালিকার যাচাই ও আপত্তি-নিষ্পত্তির সময়সীমা ১৪ ফেব্রুয়ারির পর অন্তত আরও সাতদিন বাড়াতে হবে।

ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্বাচন কমিশনের হাতে যে ৮,৫০৫ জন গ্রুপ-বি অফিসারের তালিকা তুলে দিয়েছে, তাঁদের মঙ্গলবার বিকাল পাঁচটার মধ্যে জেলা কালেক্টরেট বা সংশ্লিষ্ট ইআরও-র দপ্তরে যোগ দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এক থেকে দু'দিনের সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ শেষে দক্ষতা ও পারফরমেন্স বিচার করে নির্বাচন কমিশন ঠিক করবে, কীভাবে তাঁদের কাজে লাগানো হবে।

প্রয়োজনে কমিশন মাইক্রো অবজার্ভারদের বদলে গ্রুপ-বি অফিসারদের ব্যবহার করতে পারবে বলে শীর্ষ আদালতের নির্দেশ। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের মতে, মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা শুধুমাত্র সহায়কের। তাঁরা নথি যাচাইয়ে সাহায্য করতে পারবেন, কিন্তু ভোটারের নাম রাখা বা বাদ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ইআরও-রা।

কোনও ভোটার শুনানিতে হাজির না হলেও তাঁর জমা দেওয়া নথি বা তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা আপত্তি আইন অনুযায়ী বিবেচনা করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই কাজের দায়িত্বও ইআরও-দের। যদিও কমিশনের মতে, মাইক্রো অবজার্ভারদের নিয়োগ বাতিল বা তাঁদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে কি না, তা স্পষ্ট করেনি আদালত। ফলে ৮১০০ জন মাইক্রো অবজার্ভার বহালই রয়েছেন।

আদালতের নির্দেশে মঙ্গলবার রাজ্যের ৮৫০৫ জন আধিকারিক কাজে যোগ দিলে তাঁদের কী কাজ দেওয়া হবে, তা নিয়ে বিভ্রান্ত কমিশন। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সোমবার বলেন, 'আমার কাছে কোনও তালিকা নেই। মঙ্গলবার কোন জেলায় কতজন যোগ দিলেন, তার রিপোর্ট পাওয়ার পর ওই আধিকারিকদের অন্তত দু'দিন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। পরে তাঁদের যোগ্যতামান দেখে নিযুক্ত করা হবে।'

কমিশনের এক কর্তা বলেন, আসলে রাজ্যের কাছে ইআরও, এইআরও নিয়োগের জন্য যে

এরপর দশের পাতায়

সুপ্রিম বাণ

- রাজ্য সরকারের তরফে যে ৮,৫০৫ জনের তালিকা দেওয়া হয়েছে কমিশনকে, সেই গ্রুপ-বি অফিসারদের মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ডিইও ও ইআরও-দের কাছে রিপোর্ট জমা করতে হবে। তাঁদের তথ্য খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, কাকে কাজ দেওয়া হবে।
- মাইক্রো অবজার্ভাররা শুধুই ইআরও-দের সাহায্য করবেন। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে ইআরও-রা। যেসব নথির কথা বলা হয়েছে, সেগুলি ইআরও-দের গ্রহণ করতে হবে।
- নথি খতিয়ে দেখার জন্য অতিরিক্ত সময়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হচ্ছে না। আরও সাতদিন সময় দেওয়া হল স্ক্রুটিনির জন্য।
- রাজ্যে এসআইআর সংক্রান্ত ফর্ম পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কোনও এফআইআর নথিভুক্ত হয়নি বলে অভিযোগ। এর জন্য রাজ্যের পুলিশের ডিজি-কে শোকজ করল আদালত।

বুলেটের গতিতেই হবে বুলেট ট্রেনের পথ

রেলমন্ত্রক চাইছে দেশের বাকি ৭টি হাইস্পিড রেলওয়ে করিডরের কাজও শুরু করে দিতে। ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) পুনর্বিবেচনা করে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সরকারি প্রকল্পের চেনা ছবি মানেই লাল ফিতের ফাঁস আর দীর্ঘসূত্রতা। কিন্তু এবার সেই ট্র্যাডিশন ভাঙতে চাইছে কেন্দ্র। লক্ষ্য যখন 'বুলেট ট্রেন', তখন কাজের গতিও হতে হবে বুলেটের মতোই ক্ষিপ্র। দেশের অন্য ছয়টি হাইস্পিড রেলওয়ে করিডরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এবার শিলিগুড়ি-বারাণসী করিডরের কাজও যুদ্ধকালীন তৎপরতায় শুরু করতে চলেছে রেলমন্ত্রক। সোমবার রেল বোর্ডের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের নির্যাস অন্তত তেমনই ইঙ্গিত দিচ্ছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'ভবিষ্যতে এই করিডর গুয়াহাটি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, অসম সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতের শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটনে জোয়ার আসবে।'

চলতি বছরেই মুম্বই-আহমেদাবাদ হাইস্পিড করিডরের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু রেলমন্ত্রক চাইছে, একটি প্রকল্পের জন্য অপেক্ষা না করে

সমান্তরালভাবে বাকি করিডরগুলির কাজও শুরু করে দিতে। এদিনের বৈঠকে ন্যাশনাল হাইস্পিড রেল কর্পোরেশন লিমিটেডকে (এনএইচএসআরসিএল) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) পুনর্বিবেচনা করে চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। রেলের এই আগ্রাসী মনোভাবে আশায় বুক বাঁধছে উত্তরবঙ্গ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে শিলিগুড়ি তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের বাণিজ্যিক ও পর্যটন মানচিত্রে আমূল পরিবর্তন আসবে।

বাজেট পেশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়েছিলেন, সাতটি নতুন করিডরের জন্য প্রায় ১৬ লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে। যার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি-বারাণসী রুট। এটিই হতে চলেছে বাংলার প্রথম বুলেট ট্রেন রুট। এদিনের বৈঠকে এনএইচএসআরসিএল এবং ভারত আর্থমুভার লিমিটেডের শীর্ষকর্তাদের উপস্থিতিতে করিডরগুলির টেকনিকাল ও অপারেশনাল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে, প্রতিটি করিডরের জন্য আলাদা 'কোর গ্রুপ' তৈরি করা হবে।

প্রায় ৭১১ কিলোমিটার দীর্ঘ শিলিগুড়ি-বারাণসী করিডর চালু হলে উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব ঘটবে। *এরপর দশের পাতায়*

প্রেমের টেডির দুনিয়ায়

মঙ্গলবার টেডি ডে। তার আগে কেনাকাটা শিলিগুড়িতে। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যুতে তোলপাড়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রশিক্ষণ নিতে এসে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ল শিলিগুড়িতে। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে ডাবগ্রাম ১২ ব্যাটালিয়নের দপ্তরে। মৃতের নাম পঙ্কজ বর্মন। তিনি মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা। স্থানীয় থানায় সিভিক ভলান্টিয়ারের পদে কর্মরত ছিলেন পঙ্কজ। এই ঘটনার পর সিভিক ভল্টান্টিয়ারদের ওপর মানসিক চাপ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। বিক্ষোভকারীদের আরও দাবি, প্রশিক্ষণ নিতে এসে খাবার খরচ দিতে হচ্ছিল তাঁদের।

রাত থেকেই দেহ আটকে রেখে ব্যারাকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন বাকিরা। সোমবার সকাল ১০টা পর্যন্ত পরিস্থিতি উত্তপ্ত ছিল। পরবর্তীতে রাজ্য পুলিশের ডিআইজি (সশস্ত্র বাহিনী) ডেভিড ইভান লেপচা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভরত সিভিক ভলান্টিয়ার এবং মৃতের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

- রবিবার রাতে অসুস্থ বোধ করেন পঙ্কজ
- অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্স ও চিকিৎসকের খোঁজ করেও মেলেনি
- মানসিক চাপের তত্ত্ব খাঁড়া করে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়
- সোমবার সকালে আলোচনায় বসেন রাজ্য পুলিশের কর্তারা

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে পঙ্কজের। মৃতের জামাইবাবু অশোককুমার রায় বলছিলেন, 'কেন সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসক আনা হল না, কেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল না- আমরা বুঝতে পারছি না। ওঁর একটা ভাই আছে। তার কী হবে এখন!' মৃতের খুড়তুতো ভাই মুকেশ বর্মনের কথা, 'আমরা এসে শুনলাম, অ্যাম্বুল্যান্স নাকি অনেকক্ষণ পরে এসেছে। গাফিলতি নিশ্চয়ই আছে।'

ঘটনার পর এলাকায় যান ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিখার কথায়, 'আমাকে তো ওরা সিভিকদের সঙ্গে কথাই বলতে দিতে চাইছিল না। অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। ছেলেটা ভালোভাবে এলো আর নিথর হয়ে ফিরল। মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছিল। এসবের হিসেব হবে।' রাজ্যের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক ডঃ শংকর ঘোষও। দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গান্ধিমূর্তির পাদদেশে অবস্থান বিক্ষোভ করেন তিনি। শংকরের কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত। অতিরিক্ত কাজ ও প্রশিক্ষণে চাপের জেরে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে।'

এরপর দশের পাতায়

টাকা কই, জনতার জানার অধিকার নেই

বিশেষ সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : গণতন্ত্রের পীঠস্থান সংসদ। জনতা জনার্দনের ভোটে নির্বাচিত সাংসদরা সেখানে সরকারকে প্রশ্ন করবেন, পাই-পয়সার হিসাব চাইবেন- এটাই দস্তুর। কিন্তু সেই 'মন্দির'-এর দরজাতেই এবার ঝুলল প্রকাণ্ড এক 'না' সাইনবোর্ড! সোজাসাপটা কথা- পিএম কেয়ারস, প্রধানমন্ত্রীর জাতীয় ত্রাণ তহবিল এবং জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিল নিয়ে সংসদে আর কোনও প্রশ্ন করা যাবে না। সাংসদদের মুখ বন্ধ রাখতে হবে, কারণ খোদ প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর (পিএমও) থেকে লোকসভা সচিবালয়কে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে- এসব 'সরকারি' ব্যাপার নয়, তাই এসব নিয়ে প্রশ্নও 'অবাঞ্ছিত'।

ব্যাপারটা ঠিক কী? সম্প্রতি পিএমও জানিয়েছে যে, সংসদের ৪১(২)(viii) এবং ৪১(২)(xvii) ধারা অনুযায়ী এই তহবিলগুলো নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় না। যুক্তিটা বেশ মোক্ষম। এই তহবিলগুলোর টাকা ভারতের 'কনসলিডেটেড ফান্ড' বা সরকারি কোষাগার থেকে আসে না। পুরোটাই নাকি 'স্বেচ্ছায় দান'। আর যেহেতু সরকারি কোষাগারের টাকা নয়, তাই ভারত সরকার এর জন্য সরাসরি দায়বদ্ধও নয়। সোজা কথায় 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি'। ট্রাস্টির মাথায় প্রধানমন্ত্রী থাকবেন, কিন্তু দায় সরকারের নয়!

আমজনতার কপালে চিন্তার ভাঁজ এখানেই। পিএম কেয়ারস ফান্ড তৈরি হয়েছিল ২০২০ সালের মার্চে, কোভিডের ভয়াবহতার সময়। সরকারি ওয়েবসাইট বলছে, ২০২৩-এর মার্চ পর্যন্ত এই তহবিলে জমা পড়েছে প্রায় ৬,২৮৩ কোটি টাকা। এখন প্রশ্ন হল, এই বিপুল টাকা এল কোথা থেকে? সাধারণ মানুষের দান তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলো তাদের কর্মীদের বেতন থেকে কোটি কোটি টাকা এই তহবিলে দিয়েছে। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি বা বিভিন্ন কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতার টাকাও এখানে এসেছে।

এখন আমআদমি যদি প্রশ্ন করে 'রেল বা কয়লাখনির মতো সরকারি সংস্থার কর্মীরা যে টাকা দিলেন, *এরপর দশের পাতায়*

শিলিগুড়ির 'শিক্ষা প্রতারণা' মালবাজারেও

শমিদীপ দত্ত ও অভিষেক ঘোষ

শিলিগুড়ি ও মালবাজার, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ির রেশ কাটতে না কাটতেই এবার মালবাজারে বৃত্তিমূলক শিক্ষার আড়ালে বড়সড়ো প্রতারণার অভিযোগ সামনে এসেছে। একটি বেসরকারি প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট ও সেটির কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে পড়ুয়ারা সরব হয়েছেন। এই ঘটনায় পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক জানান, গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে, শালবাড়িতে একটি প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউট হঠাৎ করে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টারে পরিণত হওয়ার ঘটনায় সিকিম সরকার সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে। প্রতারিতদের মধ্যে ১০০-রও বেশি সিকিমের পড়ুয়া রয়েছেন। সিকিম সরকারের একটি প্রতিনিধিদল সোমবার শিলিগুড়ির সিকিম গেস্টহাউসে এসে পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে এবং পরে পুলিশ কমিশনার সি সুধাকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। সিকিমের শাসকদল 'সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চা'-র মুখপাত্র জেকব খলিং একটি প্রেস রিলিজ জারি করে জানিয়েছেন, 'আমাদের ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষায় কোনও

এরপর দশের পাতায়

- বৃত্তিমূলক শিক্ষার নাম করে মালবাজারে নার্সিং ইনস্টিটিউটে বড়সড়ো আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ
- পড়ুয়ারা এ নিয়ে এদিন বিক্ষোভ দেখান, পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে
- অন্যদিকে, শালবাড়ির ঘটনায় সিকিম সরকারের একটি প্রতিনিধিদল পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে

মায়ের কোল থেকে ছিটকে মৃত্যু শিশুর

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : ১১ মাসের শিশুকন্যাকে নিয়ে মা বাজারে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় দ্রুতগামী এক বাইক মহিলাকে ধাক্কা মারার পর সেই বাইকের নীচে চাপা পড়ে ওই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হল। সোমবার বিকেলে চোপড়া থানার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লালুগছ এলাকার ঘটনা। ফারিহা নাজ নামে ওই শিশুর বাবা একজন পরিযায়ী শ্রমিক। কাজের সূত্রে তিনি এদিন কেরলে ছিলেন। খবর পাওয়ার পর রাতেই তিনি বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। চোপড়া থানার পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, লালুগছ এলাকার বাসিন্দা সালমা খাতুন তাঁর সন্তানকে নিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র কিনতে এদিন তিনমাইল বাজার এলাকায় গিয়েছিলেন। কেনাকাটা শেষ করে বাড়ি ফেরার

এরপর দশের পাতায়

মৃত্যুভয় এড়িয়ে অরণ্যের ধন্বন্তরি

শুরু হয়ে গিয়েছে ভালোবাসার সপ্তাহ। এই সময়জুড়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের পাতায় থাকছে ভালোবাসা নিয়ে নানা অভিনব কাহিনী। আজ জলপাইগুড়ির সেরকমই এক গল্প।

ভালোবাসার গল্প

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ২০২৩ সালের ঘটনা। গরুমারা অভয়ারণ্যের ধূপঝোরার পিলখানায় কুনকি হাতি কিরণ রাজের তখন হঠাৎ মস্তি উঠেছে। সামলাতে গিয়ে ডাঃ শ্বেতা মণ্ডল গুরুতর আহত হন। মাহুত ও বনকর্মীদের তৎপরতায় সেবার বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়। তবে গরুমারার এই পশু চিকিৎসক কিন্তু দমেননি। কাজের প্রতি টান এতটাই বেশি যে, এরপরও সমানতালে তাতে প্রাণ সঁপেছেন। বন্যপ্রাণীর চিকিৎসা

হস্তীর সঙ্গে 'দোস্তি' ডাঃ শ্বেতা মণ্ডলের। (ডানে) ব্যস্ত চিকিৎসায়।

করতে গিয়ে বিষাক্ত পোকার ছোঁয়া চোখে লাগায় টানা প্রায় ৪৫ দিন সংক্রমণে ভুগেছেন। জঙ্গলের রাস্তায় বাইসনের ধাক্কায় গাড়ি উলটে জখম হয়েছেন। বিপদের আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে রেখে আবারও বন্যপ্রাণের সেবায় ছুটে গিয়েছেন। বাড়িতে চার বছরের সন্তান। কিন্তু পরিবারের টান মানুষটির কাজের প্রতি ভালোবাসায় এতটুকুও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

জাতীয় উদ্যানে কাজ করা তিনিই প্রথম মহিলা বন্যপ্রাণী চিকিৎসক। নিষ্ঠার পথে পারদর্শিতা আসে। শ্বেতার ক্ষেত্রেও অন্যথা হয়নি। তাই আম্বানিদের চিড়িয়াখানা বনতারায় জোনাকির প্রসব জটিলতার সময় সেখানকার চিকিৎসকরা গভীর রাতে শ্বেতাকে ফোন করে তাঁর পরামর্শ চান। সেই পরামর্শ বিফলে যায়নি। অন্তঃসত্ত্বা হাতিটি ভালোমতোই নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। বন্যপ্রাণীদের প্রতি এই নিষ্ঠা ও অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে শ্বেতা জাতীয় স্তরেও সম্মানিত হয়েছেন। ভালোবাসার সপ্তাহে বন্যপ্রাণ তথা কাজের প্রতি একজনের এমন টান আক্ষরিক অর্থেই সুবাস ছড়ায়।

অসুস্থ এক মা হাতি ও তার শাবককে বাঁচাতে সঙ্গীদের নিয়ে শ্বেতা দিনের পর দিন ধরে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চলে পড়ে থেকেছেন। শেষপর্যন্ত মা হাতিটিকে বাঁচানো সম্ভব না হলেও নয় মাসের শাবকটিকে সুস্থ করে তোলেন- যা এক অনন্য নজির হয়ে রয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

গবেষক হীরাচরণকে 'সিঞ্চুলা' সম্মান

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সিঞ্চুলা সম্মানে ভূষিত হলেন ইতিহাসবিদ হীরাচরণ নার্জিনারি। সোমবার শামুকতলা সিধো কানহো কলেজ ক্যাম্পাসের আমলকী বনে আয়োজিত একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তাঁর হাতে স্মারক সম্মান তুলে দেন তিস্তাপক্ষ স্টাডি সার্কেল সংস্থার সম্পাদক কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন বোড়ো লিটারারি রিসার্চ ফোরামের সম্পাদক ডাহান খুঙ্গুর নার্জিনারি, অসিত বোড়ো, সিধো কানহো কলেজের অধ্যক্ষ আশুতোষ বিশ্বাস, কুরুখ ভাষার সাহিত্যিক বিমলকুমার টোপ্পো প্রমুখ।

আলিপুরদুয়ার তালেশ্বরগুড়ির বাসিন্দা হীরাচরণ বোড়ো জনগোষ্ঠীকে নিয়ে বহু বছর ধরে গবেষণা করছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্র 'In Search of Identity the Mech'। এই মুহূর্তে বোড়ো সভ্যতার ইতিহাস নিয়ে তিনি একটি বই লিখছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সেটি প্রকাশিত হবে। ৮১ বছর বয়সেও হীরাচরণ লাইব্রেরিতে সময় কাটাতেই ভালোবাসেন। হীরাচরণ ষষ্ঠ ব্যক্তিত্ব, যিনি এই পুরস্কার পেলেন।

সমাজবিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যাচর্চার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী অবদানের জন্য ১৯৮৭ থেকে তিস্তাপক্ষ স্টাডি সার্কেল সিঞ্চুলা সম্মান প্রদান করে আসছে। কৃষ্ণপ্রিয় জানাচ্ছেন, হীরাচরণের আগে মোট পাঁচজন এই সম্মান পেয়েছেন। তালিকায় রয়েছেন পরিবেশকর্মী জগন্নাথ বিশ্বাস (১৯৮৭), লোকসংস্কৃতি গবেষক সুনীল পাল (১৯৮৮), সাংবাদিক তুষার প্রধান (১৯৯৬), উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক সুহাসচন্দ্র তালুকদার (২০০৩) এবং বিমলকুমার টোপ্পো (২০১৯)।

হীরাচরণ নার্জিনারির হাতে স্মারক তুলে দিচ্ছেন কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য।

পরিকাঠামোর উন্নয়ন/আধুনিকীকরণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১২৫/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখ: ০৫-০২-২০২৬। ... ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
Central Bank of India
"CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

REGIONAL OFFICE : COOCHBEHAR

TENDER NOTICE

Sr. No.	WORKS	The deadline for submission of tender and Place	Contact Number for bidders
1.	Furnishing work (Furniture, Electrical, & Data cabling) at Central Bank of India, Dalimpur Branch under our Coochbehar Region	04.03.2026 upto 3 PM through online mode.	9304906885 (Mr. Santosh Kumar) 6289216801 (Mr. Aranya Biswas)

The final date for submission is 04.03.2026 .
The said information and required documents are available in our bank's website: http://www.centralbankofindia.bank.in/en/active-tender & https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/

সীমান্ত সড়ক সংস্থা
প্রকল্প দন্তক-এর ১৯ বিআরটিএফ-এ সাপ্লায়ার/ফার্মের নিবন্ধীকরণ/নবীকরণ
সিএটি 'এ'/'বি' জিনিসে ২০২৬-২৯ সালের জন্য

যোগ্যতাসম্পন্ন বিআরও (BRO)-তে তালিকাভুক্ত সাপ্লায়ার এবং অন্যান্য সরকারি দপ্তরগুলিতে কাজ করা তালিকাভুক্ত/তালিকাভুক্ত নয় সাপ্লায়ার যারা দোকানগুলি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় নথি গুলিতে উল্লেখিত যোগ্যতার মাপকাঠি পূরণ করতে পারছে তাদের আবেদনপত্র পূরণ করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে।

২০২৬-২৯ সালের জন্য সাপ্লায়ার/ফার্মগুলিকে নিবন্ধীকরণ/নবীকরণের জন্য আবেদনপত্র পূরণের আহ্বান করা হচ্ছে। আগ্রহী ফার্মগুলিকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, উল্লেখিত শ্রেণিগুলিতে নিম্নে উল্লেখিত নথিপত্রের সহিত আবেদন করার জন্য ঃ

হার্ডওয়ার, ইলেকট্রিকাল, স্যানিটারি, স্টেশনারি/কম্পিউটার স্টেশনারি, কনস্ট্রাকশনাল স্টোর, টেনটেজ এবং টারপলিন, সিএটি 'এ' স্টোর টায়ার/টিউব, ব্যাটারি এবং বিবিধ সামগ্রীর শ্রেণি বিভাগে আবেদন করা যাবে। তালিকাভুক্ত ফার্ম (গুলি)/ সাপ্লায়ারদের মুখ্য ইঞ্জিনিয়ার (প্রকল্প) দন্তক-এর পক্ষপাতে জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের মাধ্যমে স্থিতিশীল সিকিউরিটি ডিপোজিট ব্যাংক গ্যারান্টি বন্ড রূপে অথবা এফডিআর রূপে ৫০,০০০.০০ টাকা ঃ (টাকা পঞ্চাশ হাজার মাত্র) জমা করতে হবে।

(ক)	ফর্ম নম্বর ০৩ নিবন্ধীকরণ ফর্ম	ভুটানিজ ফার্মগুলির জন্য প্রযোজ্য নয়।
(খ)	ডিলারশিপ সার্টিফিকেট, যদি থেকে থাকে	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মগুলির জন্য প্রযোজ্য।
(গ)	ট্রেড লাইসেন্সের অনুলিপি	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মগুলির জন্য প্রযোজ্য।
(ঘ)	ইনকাম ট্যাক্স প্যান কার্ড	ভুটানিজ ফার্মগুলির জন্য প্রযোজ্য নয়।
(ঙ)	ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ন যাচাইকরণ ফর্ম	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(চ)	আইজিএসটি নিবন্ধীকরণ	ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য নয়।
(ছ)	ফার্মে নিবন্ধীকরণের নিবন্ধিকরণ পত্র	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(জ)	অংশীদারিত্বের ছবি	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(ঝ)	মালিকানার স্বাক্ষর	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(ঞ)	সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ম্যানডেট ফর্ম	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(ট)	শুধুমাত্র আসল ফার্মের শংসাপত্র এবং কোনও সিস্টার ফার্ম নিবন্ধীকরণ প্রক্রিয়ায় আবেদন করছে না	ভারতীয় এবং ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(ঠ)	এডি কোড (অথরাইজড ডিলার কোড) যেটি ব্যাংকের দ্বারা জারি করা হয়েছে	ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য নয়।
(ড)	আইইসি কোড (আমদানি/রপ্তানি কোড)	ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য নয়।
(ঢ)	এলইউটি অথবা বন্ড পেপার	ভুটানিজ ফার্মের জন্য প্রযোজ্য।
(ণ)	এইচএসএন কোড (হারমোনিক সিস্টেম) যখন জিনিসটি সরবরাহ করা হয় তার পার্ট নম্বর এটি (চালানের রসিদটি প্রয়োজনীয়)	চালানের রসিদটি প্রয়োজন।

উপরে উল্লেখিত সকল বিস্তারিত নথি সঙ্গে নথিগুলির সফট কপি ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ এর পূর্বে কার্যালয় পরিচালনা পর্ষদ যেটি এইচকিউ ১৯ বিআরটিএফ, ফুন্টশোলিং (ভুটান)-এ অবস্থিত সেখানে জমা করতে হবে। উপরে উল্লেখিত সকল নথি একত্রে জমা করতে হবে এবং নথির খণ্ড খণ্ড অংশ জমাকে গ্রহণ করা হবে না। ফার্মের সফল তালিকাভুক্তিকরণের জন্য সকল নথি জমা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

প্রিসাইডিং অফিসার
ওসি, ১০৫৫ এফডি ডব্লিউকেএসপি
(জিআরইএফ)

CBC 10901/11/0054/2526

পি. ওয়ে কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ১২৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৫-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে, টেন্ডার নং : ৪১-এপি-III-২০২৫; কাজের নাম : নিউ মাল জংশন-আলিপুরদুয়ার জংশন (এসএল)-টিএসআর(পি)- ৬৫.৮০ টিকেএম। টেন্ডার মূল্য: ২৩,৭৭,৯৭,৪০৬.১৩/- টাকা; বায়না মূল্য: ১৩,৩৯,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১২৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৫-০২-২০২৬। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পরিকাঠামোগত কাজের উন্নয়ন

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : সিনিয়র.ডিইই/এলএমজি/৫১ অফ ২০২৫-২৬; তারিখ: ০৪-০২-২০২৬ ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (জি/ওএইচই), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সরকারি ব্যবহারের জন্য এসি গাড়ির ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ... http://www.GeM.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে এসএন্ডটি সম্পর্কিত কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ... www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং.: ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪০৭, তারিখ: ০৫-০২-২০২৬। ... MLD-319/2025-26

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইয়ার্ড উন্নয়নের জন্য সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ... http://www.ireps.gov.in ...

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য আউটসোর্সিং টিমের ব্যবস্থা

ডাক সংখ্যা. আর_ইএল_টিআরডি_৬৪_২৫-২৬বি তারিখ: ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

আউটসোর্সিং স্টাফ-এর ব্যবস্থা

বিড নং.: আরই_ইএল_টিআরডি_৬৩_২৫-২৬, তারিখ: ০২-০২-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: কাজের নাম: (পিটি-বি)-ডিইই/টিআরডি/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে কাটিহার ডিভিশনের ডালখোলা, আলুয়াবাড়ি রোড, নিউ জলপাইগুড়ি এবং বাগডোগরা-এ ওএইচই ডিপোর ওএইচই সরঞ্জামের রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, সেকশনের দৈনিক ফুট প্যাট্রোলিং এবং যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করার জন্য ২৪ মাসের নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ কাজের আউটসোর্সিং স্টাফ-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ১,৮১,৫৪,৯০৯.২৮ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪০,৮০০.০০ টাকা। বিড শেষ হওয়ার তারিখ ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং বিড খোলার তারিখ ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রোড ওভার ব্রিজের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং নিমূর্লের জন্য সমীক্ষা ও বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ১২৭/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ০৪-০২-২০২৬। ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬১০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৯০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৯১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Block Development Officer, Alipurduar-I Dev. Block invites tender from the bonafied contractor for development works vide- N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/20/2025-2026. (2nd Call) Dt. 09.02.2026 Details may be obtained from website www.wbtenders.gov.in. and from office of the undersigned on any working days. Any corrigendum or addendum may be looked at the corresponding notices at the office of the undersigned (tender). No notices regarding these will be published in the news paper.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar- I Dev. Block

WALK-IN INTERVIEW
For Retired Government Employees

Post	Date & Time of interview at Office of the District Magistrate, Cooch Behar
Contractual Clerk	On 26.02.2026 At 11.30 A.M.

Terms & conditions at www.coochbehar.gov.in

Sd/- District Magistrate, Cooch Behar

Abridge Copy of e-Tender for Notice and Corrigendum-I being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide e-NIT No- 20/APD/WBSRDA/PDM/2025-26, Dated- 09.02.2026 and 19/APD/WBSRDA/PR/2025-26 (2ND CALL), Dated- 28.01.2026 respectively Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV

WALK-IN INTERVIEW

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

কাজটা কী
উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ

প্রাথমিক যোগ্যতা : চটপটে, নিজেকে গুছিয়ে উপস্থাপিত করতে পারা এবং আত্মবিশ্বাস

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক

কর্মক্ষেত্র : বৃহত্তর শিলিগুড়ি। শূন্য পদের সংখ্যা : দুই

যোগ্য ও আগ্রহীরা সরাসরি চলে আসুন
মঙ্গলবার, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সাড়ে বারোটায়

ঠিকানা: উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি
বাগরাকোট, শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গ সংবাদ
uttarbangasambadofficial
www.uttarbangasambad.com

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স - 35, পুরুষ বা মহিলা, Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : No. 9474481309. (C/120566)

বিক্রয়

আলিপুরদুয়ার জেলার এথেলবাড়ির জাগিঝড়া বাড়াবক মৌজায় 20 বিঘা জমি বিক্রি আছে NH 17 ফালাকাটা রোডের উপরে ডিমডিমা নদীর ধারে। Call:-96790 90000. (C/120431)

কর্মখালি

NJP-তে হোটেলে কাজের জন্য কম্পিউটার জানা, গ্র্যাজুয়েট রিসেপশনিস্ট চাই। বেতন :- 14,000/- M : 9434479413. (C/113690)

•

শিলিগুড়িতে গ্যাস কোম্পানির মার্কেটিং এবং ডেলিভারির জন্য ছেলে মেয়ে প্রয়োজন। M : 9735192309. (C/120423)

অ্যাফিডেভিট

আমি সফিকুল ইসলাম আমার সমস্ত নথিপত্রে পিতার নাম ভুল বসত তমিজদ্দীন মহঃ আছে গত 07/11/2025 তারিখে J.M . 2nd Court Jalpaiguri হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা তমিজদ্দীন আহমেদ এবং তমিজদ্দীন মহঃ এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচত হইলেন। (C/120261)

•

আমার ভোটার ID No. TSX1648211, আধার কার্ড নং 4152 6209 4906, PAN Card No. HDQPB7233E আমার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 9-2-26 নোটারি পাবলিক সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Lovely Bibi, Lovely Khatun এবং Lavely Biwi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। স্বামী:Amjad Hossain, বড়ো আঠারো কোঠা, থানা: কোতোয়ালি, জেলা:কোচবিহার, পিন: 736170. (C/119550)

E-Tender Notice

Sealed online tender are invited for **NIT NO:01/FSA/e Tender /2025-26/3rd call dated: 09.02.2026.** Construction of ACR for Foskadanga Sarna Adibasi High School Chis.) at Alipurduar-I Block under Alipurduar District. Last Date and Time of submission of Bid 24.02.2026 Time 14:00 Hours. The details are available of Website:**www.wbtenders.gov.in**.

অ্যাফিডেভিট

আমি Pitrus Oraon, পিতা Egnis Oraon গ্রাম মালিভিটা পোঃ শিমুলবাড়ি, সুকনা, জেলা - দার্জিলিং আমার Driving Licence (WB-732003 0254516)-এ আমার নাম ও পিতার নাম ভুলবশত Pitru Kishan ও পিতার Bhikha নথিভুক্ত হয়েছে। তাই গত 03/02/26 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে Affidavit করে আমার ও পিতার নাম সংশোধন করে Pitru Kishan থেকে Pitrus Oraon ও Bhikha থেকে Egnis Oraon করা হল। (C/120564)

•

আধার কার্ড নং 9770 5539 2553 আমার নাম ভুল থাকায় গত 09-2-26 নোটারী পাবলিক, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Murshid Alom এবং Marshid Alom এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Murshid Alom ঘোষণা করতে এই হলাফনামা পেশ করলাম। দয়ালের ছড়া, হাঁড়িভাঙ্গা, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119547)

•

আমার স্কুল অ্যাডমিট কার্ড (Board of Secondary Education, Assam, Guwahati) বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 07-02-26 J.M. (1st Class), 3rd Court, Sadar, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Brajakishore Saha এবং Brojo Kishore Saha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Papiya Roy, R. R. N. Road, Ward No. 20, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119548)

•

আমি Sarajit Barman, S/o- Baburam Barman, গ্রাম+পোস্ট - উত্তর শিবকাটা, থানা- শামুকতলা, জেলা- আলিপুরদুয়ার, আমার ছেলের জন্ম সার্টিফিকেটে (Reg. No. 101/09, Dt. 20-05-2009) ছেলের নাম (Sagnik Barman), ভুল থাকায় গত 06-02-2026 তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ছেলের নাম Sagnik Barman থেকে Rahul Barman করা হইল। যাহা উভট ব্যক্তি এক ও অভিন্ন। (C/120567)

•

আমি Moni Karati, 2002-এর ভোটার লিস্টে ID No. KZC1 265255 SL. No. 301 আমার পিতার নাম Ganesh Mandal আছে। গত 03.02.2026 তারিখে J.M 2nd কোর্ট, জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে পিতা Ganesh Karati এবং Ganesh Mandal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলেন। (C/120259)

আজ টিভিতে

বাড়িতে লুকিয়ে নাচ প্র্যাকটিসের সময় অনুভবের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে মুশকিলে লাজু! **কনে দেখা আলো** রাত ৯.৩০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ওয়ার্ল্ড ফেমাস লাভার (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১.১৫ রাখী পূর্ণিমা, বিকেল ৪.১৫ দাদা, সন্ধে ৭.১৫ কেলোর কীর্তি, রাত ১০.১৫ অরুন্ধতী

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ আমার শপথ, বেলা ১১.৩০ সিঁদুর নিয়ে খেলা, দুপুর ২.৩০ দান প্রতিদান, বিকেল ৫.০০ পুত্রবধূ, সন্ধে ৭.৩০ জোয়ার ভাঁটা, রাত ১০.০০ মায়ের অধিকার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হুল্লোড়, দুপুর ১.০০ ফাইটার মারবো নয় মরবো, বিকেল ৪.৩০ লে হালুয়া লে, সন্ধে ৭.৩০ সেদিন দেখা হয়েছিল, রাত ১০.৪৫ দেবতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ পালঙ্ক

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ কুরুক্ষেত্র

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.৪০ স্ত্রী, বিকেল ৩.২০ সওতন, রাত ১০.১৫ বাগি-টু

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২৬ লেজেন্ড অফ দ্য নাগা পার্লস, দুপুর ১.৩৬ সিটিমার, বিকেল ৪.০৯ অপহরণ, সন্ধে ৭.৩০ মুম্বই কি কিরণ বেদি, রাত ১০.০৪ ইচ্ছাধারী কিং কোবরা

জি বলিউড : বেলা ১১.০৮ আদমি, দুপুর ২.০৯ অবতার, বিকেল ৫.১৩ ইনসাফ কওন করেগা, সন্ধে ৭.৫৯ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১১.৩৭ জোড়িদার

স্টার গোল্ড থ্রিলস : বেলা ১১.১০ কারস-থ্রি, দুপুর ১.১২ জঙ্গল ক্রুজ, বিকেল ৩.৪৭ ফল, রাত ৮.৪৫ দ্য লায়ন কিং, ১১.০০ কিংসম্যান দ্য সিক্রেট সার্ভিস

ভ্যালেন্টাইন্স স্পেশাল পর্বে আজ স্বাগতা শীল চন্দ এবং সুভাশিস চন্দ শেখাবেন মাটন ইন লভ। **রাঁধুনি** দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

পালঙ্ক দুপুর ২.৩০ **ডিডি বাংলা**

লে হালুয়া লে বিকেল ৪.৩০ **কালার্স বাংলা সিনেমা**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কাউকে যেচে উপকার করতে অপমানিত হতে পারেন। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র খুব দেখেশুনে রাখুন। অর্থনৈতিক সমস্যা কাটবে। বৃষ : উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাত্রার সম্ভাবনা। অংশীদারি ব্যবসায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে। মিথুন : দিনের শুরুতেই খুব ভালো খবর পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক কারণে বাইরে যেতে হতে পারে। সর্দিকাশিতে ভোগান্তি। কর্কট : আপনার সামান্য কথার কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। বহুদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন আজ। সিংহ : কর্মপ্রার্থীরা বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। জমি-বাড়ি কেনাবেচায় বিপুল অঙ্কের টাকা লাভ করতে পারেন। কন্যা : সামান্য ভুলে বড় কাজ হাতছাড়া হতে পারে। আপনার প্রেমের সম্পর্ক বাড়িতে মেনে নিতে পারে। আর্থিক সমস্যা কাটবে। তুলা : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ খুললেও ব্যয়ের মাত্রা আরও বাড়বে। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সুপারিশে ভালো চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃশ্চিক : পারিবারিক অশান্তি আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। এর জেরে আপনার বাসস্থান পরিবর্তনও করতে হাতে পারে। রাস্তাঘাটে আজ একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। ধনু : ব্যক্তিগত কোনও জটিল কাজ বন্ধুর দ্বারা সমাধান হওয়ার সম্ভাবনা। বাড়িতে আনন্দানুষ্ঠানে প্রচুর আত্মীয়স্বজনের আগমন। মকর : পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। প্রেমে দোলাচল কাটবে। কুম্ভ : ব্যবসায় টাকা লগ্নি করা নিয়ে বাবার সঙ্গে মতবিরোধ। গবেষণায় যুক্ত ব্যক্তিদের বিদেশ যাত্রায় সুযোগ। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। মীন : সুবক্তা হিসেবে সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করার চেষ্টা করুন। কর্মসূত্রে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ২১ মাঘ, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২৭ মাঘ, সংবৎ ৮ ফাল্গুন বদি, ২১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৫।২৬। মঙ্গলবার, অষ্টমী দিবা ৭।৪৪। বিশাখানক্ষত্র দিবা ৮।৩৩। ধ্রুবযোগ রাত্রি ২।২৪। কৌলবকরণ দিবা ৭।৪৪ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৮।৪৮ গতে গরকরণ। জন্মে-বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ৮।৩৩ গতে দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা। মৃতে-ত্রিপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, দিবা ৭।৪৪ গতে পূর্ব্বে। বারবেলাদি ৭।৪২ গতে ৯।৫ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।২ গতে ৮।৩৯ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম্ম-নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৮।১৭ গতে ১০।৩৭ মধ্যে ও ১২।৫৭ গতে ২।৩০ মধ্যে ও ৩।১৭ গতে ৪।৫০ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৬ মধ্যে ও ৮।৫৪ গতে ১২।২২ মধ্যে ও ১।৫০ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

পড়ুয়া নিখোঁজে অপহরণের অভিযোগ

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : মাটিগাড়ার শিমুলতলা এলাকায় দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে অপহরণের অভিযোগ উঠল এলাকারই এক তরুণের বিরুদ্ধে। গত শনিবার থেকে ওই ছাত্রের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ওই ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় বছর পঁচিশের এক তরুণ এই ঘটনার পিছনে রয়েছে। সোমবার থানায় গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন নিখোঁজ ছাত্রের মা। তিনি বলেন, 'শনিবার রাত থেকে ফোন বন্ধ। বন্ধুদের কাছেই শুনলাম ওকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল।' এদিকে তদন্ত কোন দিকে এগোচ্ছে জানতে শিমুলতলার বাসিন্দারা সোমবার রাতে মাটিগাড়া থানায় হাজির হন। তবে অভিযুক্ত তরুণের দিদি বলেন, 'আমরা ভাইয়ের বিষয়ে কিছুই জানি না।' অভিযুক্ত তরুণ ও নিখোঁজ ছাত্রের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

এই ঘটনার পিছনে ত্রিকোণ প্রেম আছে বলে মনে করছেন নিখোঁজ ছাত্রের দাদা। তাঁর কথায়, 'একটি মেয়েকে নিয়ে দুজনের ঝামেলা হয়েছে। এটা আমরা জানতে পেরেছি। আমাদের আশঙ্কা, ওই তরুণ বদলা নিতেই এই কাজ করেছে।'

অভিযোগ, শনিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ওই ছাত্রকে ফোন করে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় ওই তরুণ। রাত ১০টার পর থেকে ওই ছাত্রের মোবাইল ফোন সুইচড অফ হয়ে যায়। পরিবারের সদস্যরা সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও তার হদিস পাননি। ছেলের খোঁজ না পেয়ে ওই ছাত্রের বাবা-মা মাটিগাড়া থানার দ্বারস্থ হন। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত তরুণ পলাতক। এই ঘটনায় পুলিশ তার এক বন্ধুকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

মাটিগাড়া থানার এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, 'ওই তরুণের মোবাইল ফোনের লোকেশন ট্র্যাক করে রবিবার মাথাভাঙ্গায় তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে হানা দিয়েছিল মাটিগাড়া থানায় পুলিশের একটি দল। তবে পুলিশ সেখানে গিয়েও ওই তরুণকে পায়নি।

হাসপাতালে পরীক্ষা ছাত্রীর

নকশালবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার নকশালবাড়িতে মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা চলাকালীন অসুস্থ হয়ে পড়ল এক ছাত্রী। পরে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষা দেয় সে। এদিন নকশালবাড়ির নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের মানঝা চা বাগানের ছাত্রী অনন্যা টোপ্পো। সে বেলগাছি হিন্দি হাইস্কুলের ছাত্রী। তবে তার মাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র পড়েছিল নন্দপ্রসাদ বালিকা বিদ্যালয়ে। পরীক্ষার মাঝে তার পেটে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হয়। পরে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। হাসপাতালেই ওই ছাত্রীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এ নিয়ে সেন্টার ইনচার্জ তথা নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজল দে বলেন, 'আজ পরীক্ষা চলাকালীন এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অসুস্থতার জন্য তাকে অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছিল। ওই ছাত্রী যদি আগামীকালও হাসপাতালে ভর্তি থাকে, সেক্ষেত্রে হাসপাতালেই পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে।'

আটক তরুণ

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার সোনাপুর বাজার এলাকায় সোমবার একটি শিশুকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগে এক তরুণকে আটকে পুলিশের হাতে তুলে দেন স্থানীয়রা। তবে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েনি। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, ওই তরুণ কৃষ্ণনগরের কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা। তিনি গাড়ির খালাসি হিসাবে কাজ করেন। তবে মতানৈক্যের জেরে তাঁকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন চালক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে কালী মন্দিরে প্রণাম। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শোকজ নেতাকে, নিন্দার ঝড় দলে

দাদাগিরির অভিযোগ, বালি পাচারেও যোগ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সিগারেটের দোকানে যুব নেতার তাণ্ডবের খবর প্রকাশ্যে আসতেই তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। অভিযোগ, দলেরই নকশালবাড়ির এক দাপুটে নেতার শাগরেদ অভিযুক্ত। তিনি আবার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন। বালির ঘাট থেকে শুরু করে ডাম্পারের হিসাব, এই শাগরেদের মাধ্যমে নজরদারি চলে বলে অভিযোগ। তিনি সব জায়গায় 'আমি দাদার লোক' বলে নিজেকে জাহির করে দাপট দেখান। ধারে জিনিসপত্র নিয়ে শোধ করেন না। টাকা চাইলে হুমকি দেন। শুক্রবার মধ্যরাতে দোকানে তাণ্ডবের ঘটনার এক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হতেই দলের অন্দরে অসন্তোষ ছড়ায়। দ্রুত ওই যুব নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ওঠে। তৃণমূল যুবর দার্জিলিং জেলা সভাপতি জয়ব্রত মুখুটির বক্তব্য, 'ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখেছি। আমরা এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করছি না। পার্থসারথী মুখোপাধ্যায় ওরফে মান্টা কেন এমন কাণ্ড করেছেন, জানতে তাঁকে শোকজ করা হয়েছে। তিনদিনের মধ্যে জবাব চেয়েছি। জবাব পাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' ওই যুব নেতা সোমবার রাতে সামাজিক মাধ্যমে নিজের পেজে লাইভে এসে এই ঘটনার জন্য হাত জোড় করে ক্ষমা চান। তবে তিনি দাবি করেন, প্রথমে তাঁর ওপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করা হয়। যদিও তিনি সোমবার রাত পর্যন্ত থানায় অভিযোগ দায়ের করেননি।

শুক্রবার রাতে নকশালবাড়ি বাজারের একটি দোকানে গিয়ে ধারে সিগারেট চান ওই যুব নেতা। তাঁর

■ নকশালবাড়ির এক দোকানদার ধারে সিগারেট দিতে না চাওয়ায় তৃণমূলের এক যুব নেতা তাণ্ডব চালান

■ বালির ঘাট থেকে শুরু করে ডাম্পারের হিসাব, সব কিছুতেই তিনি নজরদারি চালান বলে অভিযোগ

■ ওই যুব নেতাকে শোকজ করে তিনদিনের মধ্যে জবাব চেয়েছে তৃণমূল

সঙ্গে বাগডোগরার আরও দুই যুব নেতা ছিলেন। দলীয় সূত্রে খবর, ওই তিনজন হাতিঘিসা টোল প্লাজা সংলগ্ন একটি ধাবায় রাতের খাবার খেয়ে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় নকশালবাড়ি বাজারের দোকানে গিয়েছিলেন। দোকানদার ধারে সিগারেট দিতে অস্বীকার করায় কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসে দোকান ভাঙচুর করেন ওই যুব নেতা এবং তাঁর সঙ্গীরা। দোকানের সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সহ একাধিক ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ভাঙচুর করার সময় তাঁরা রীতিমতো টলছিলেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আমার নাম মান্টা। আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা। শেষ দেখে ছাড়ব।'

এই ঘটনার পরেই পুলিশ অভিযুক্তদের আটক করে। পরে তাঁদের ছাড়াতে রাত ২টো নাগাদ মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ সহ তৃণমূল নেতারা থানায় যান বলে অভিযোগ। পুলিশ অভিযুক্তদের রাতে ছাড়তে রাজি হয়নি। শনিবার সকালে ফের তৃণমূল নেতারা থানায় গিয়ে ব্যক্তিগত জামিনে অভিযুক্তদের ছাড়িয়ে আনেন।

এই ঘটনার খবর সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হতেই হইচই পড়ে যায়। দোকান ভাঙচুরের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়। ওই ব্যক্তি কীভাবে দলের জেলা সম্পাদক পদে ঠাঁই পেলেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। অভিযোগ, নকশালবাড়ির এক দাপুটে নেতা তথা জনপ্রতিনিধির মদতেই ওই যুব নেতার বাড়বাড়ন্ত। মহকুমার বিভিন্ন নদী থেকে রয়্যালটি ছাড়াই প্রতিদিন কয়েকশো ডাম্পার, ট্র্যাক্টরে রাতের অন্ধকারে বালি তুলে বিহারে পাচার হচ্ছে। 'দাদা'-র হয়ে পুরো কারবার এই যুব নেতা দেখভাল করেন বলেও অভিযোগ।

তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কোর কমিটির সদস্য পাপিয়া ঘোষ বলছেন, 'দোকানে আক্রমণের ভিডিওগুলিও দেখলাম। এটা গুরুতর অপরাধ। আমরা এই ধরনের ঘটনাকে সমর্থন করি না।'

পুলিশকে তথ্য দেবে ভূমিরক্ষা কমিটি

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : পুলিশের মাধ্যমে জমিদাতাদের তালিকা ও তথ্য শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-র কাছে তুলে ধরতে চাইছে কাওয়াখালি পোড়াঝাড় ভূমিরক্ষা কমিটি। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনিচ্ছুক কৃষকরা জমি ফেরতের দাবিতে এবং সব কৃষকের পুনর্বাসনের দাবিতে কাওয়াখালি মাঠে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন। গত শুক্রবার এসজেডিএ অফিসে গিয়ে দাবি পূরণের জন্য সাতদিনের সময়সীমা দিয়ে এসেছেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে, সেই সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই দাবি পূরণ করতে পুলিশের মাধ্যমে নিজেদের এসজেডিএ-র কাছে তালিকা তুলে ধরতে চাইছেন বিক্ষোভকারীরা। তাতেও যদি দাবি পূরণ না হয়, সেক্ষেত্রে আন্দোলনকে অন্য পর্যায়ে তাঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন। বিষয়টি নিয়ে ভূমিরক্ষা কমিটির সদস্য মিঠুন সরকার বলছেন, '৩৫০ জন জমিদাতা ফ্ল্যাট পাবেন। ৪৭ জন জমিদাতা প্লট পাবেন। কিন্তু এত বছর হয়ে গেলেও সেই ক্ষতিপূরণ আমরা পাচ্ছি না। পুলিশ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। দুই-একদিনের মধ্যে থানায় গিয়ে আমরা সমস্ত তথ্য পুলিশের কাছে তুলে ধরব। দাবি পূরণ না হলে অন্য ধরনের আন্দোলন হবে।' খুব তাড়াতাড়ি সমস্যার সমাধান হবে বলে আবারও দাবি করেছেন এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার। তবে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সেই সমস্যা সমাধান হবে কি না, তা নিয়ে দিলীপ স্পষ্টভাবে কিছু বলতে চাননি। গোটা বিষয়টি নিয়ে এসজেডিএ কর্তৃপক্ষ যে খুব সামলে চলতে চাইছে, তা স্পষ্ট। দিলীপের কথায়, 'জমিদাতাদের দাবি পূরণ নিয়ে আমরা আশাবাদী। খুব শীঘ্রই এই সমস্যার সমাধান হবে।'

ক্যানালে দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহানন্দা ক্যানাল থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের জালাস নিজামতারা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝমকলালজোত সংলগ্ন মহানন্দা ক্যানালে মৃতদেহটি ভেসে আসতে দেখেন মাছ ধরতে যাওয়া কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা। মৃতের বয়স আনুমানিক ৫৫ বছর। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠায়। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

প্রশিক্ষণ

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার অফ ফ্লোরি কালচার অ্যান্ড এগ্রি বিজনেস ম্যানেজমেন্টে (কোফাম) সোমবার থেকে শুরু হয়েছে চারদিনের কৃষক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ভাস্কর বিশ্বাস।

দলীয় কর্মসূচির চাপ, মানছেন বিরোধীরাও

অফিসে দেখা নেই জনপ্রতিনিধিদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : এখনও বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়নি। তবে এখনই দলীয় কর্মসূচির কারণে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অফিসে আসা কার্যত বন্ধ করে দিয়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। মহকুমা পরিষদে তৃণমূলের বোর্ড রয়েছে। অভিযোগ, সভাধিপতি, সহকারী সভাধিপতি কিংবা কর্মাধ্যক্ষরা কেউই অফিসে ঠিকঠাক যান না। সোমবারও অফিসে গিয়ে সেভাবে কারও দেখা পাওয়া যায়নি। এমনকি দলীয় কর্মসূচির কারণ দেখিয়ে বিরোধী দলনেতা বিজেপি-র অজয় ওরাওঁ মহকুমা পরিষদের অফিসে আসা অনেকদিন কার্যত বন্ধ করে দিয়েছেন। অফিসে কী কাজকর্ম হচ্ছে তা জানা নেই বলে স্বীকারও করে নিয়েছেন অজয়।

তৃণমূলের উন্নয়নের সংকল্প কর্মসূচি নিয়ে প্রচারে শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরা বিভিন্ন গ্রামে ঘুরছেন। এসআইআর-এর শুনানি ক্যাম্পে গত ৭ ফেব্রুয়ারির আগে পর্যন্ত তাঁরা বসেছেন। তার ওপর দলের মিটিং, মিছিল তো রয়েছেই। এসবের মাঝে মহকুমা পরিষদের অফিসে আর যাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এতে নাগরিক পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন প্রাক্তন সভাধিপতি তাপস সরকার। তাপস বলছেন, 'জনপ্রতিনিধিদের গাড়ি দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা নিয়মিত অফিসে আসতে পারেন। কিন্তু তাঁরা জনগণের করের টাকা খরচ করে গাড়ি চরে দলীয় কাজ করে বেড়াচ্ছেন। এটা পাশাপাশি জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া কিছুই নয়। নাগরিক পরিষেবা দেওয়ার পর দলীয় কাজ বিকাল পেরোলে করা যেতেই পারে।'

যদিও সিপিএমের প্রাক্তন সভাধিপতির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিতে চাননি বর্তমান সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। তিনি বলছেন, 'সব জনপ্রতিনিধি নিয়মিত অফিসে

■ দলীয় কর্মসূচির জন্য মহকুমা পরিষদের অফিসে কার্যত আসা বন্ধ করেছেন জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই

■ জনপ্রতিনিধিরা অফিসে নিয়মিত না আসায় কাজকর্ম ব্যাহত হচ্ছে বলে অভিযোগ

■ যদিও অভিযোগ মানতে চাইছেন না সভাধিপতি

আসেন। দরকার হলে উনি সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখে নিন।'

তাপসের সংযোজন, 'বহু মানুষ নানারকম শংসাপত্র সম্পর্কিত সমস্যা নিয়ে মহকুমা পরিষদে আসেন। সেই সমস্যা শোনার লোক কোথায়?'

এ নিয়ে অরুণ বলছেন, 'বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে জনপ্রতিনিধিদের যেতে হয়। সিপিএম আমলে ওঁনারা কাজ করতেন না, তাই অফিসে বসে থাকতেন। কিন্তু আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ দেখা, কাজের উদ্বোধন করার জন্য বিভিন্ন প্রান্তে যেতে হয়।'

জনপ্রতিনিধিরা অফিসে নিয়মিত আসছেন বলে সভাধিপতি দাবি করলেও এদিন চিত্রটা ছিল অন্য। সহকারী সভাধিপতি, কর্মাধ্যক্ষ, বিরোধী দলনেতা সকলের ঘরই ফাঁকা ছিল। কর্মাধ্যক্ষদের ঘরের আলোও নেভানো ছিল। এদিকে, নিয়মিত যে মহকুমা পরিষদের অফিসে যান না, তা মেনে নিয়েছেন সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা। তিনি বলেন, 'মাঝমধ্যে অফিসে যাই। গ্রামে ভোটাররা সরকারি সুযোগসুবিধা ঠিক করে পাচ্ছেন কি না, তা দেখার জন্য বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরতে হচ্ছে। এই কাজ করতে গিয়ে অফিসে যাওয়া সম্ভব হয় না।'

নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেলে দলীয় কাজের কারণে অফিসে যাওয়া যে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তা বলছেন কৃষি, সেচ, সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ আইনুল হক। যদিও বন, ভূমি সংস্কার কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ বলছেন, 'দলীয় কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তবে অফিসে গিয়ে কাজ করি। মঙ্গলবার আবার অফিসে যাব।'

এমনকি বিরোধী দলনেতা অজয় বলছেন, 'দলের তরফে আমাকে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে বিভিন্ন এলাকায় যেতে হচ্ছে। পরিবর্তন সংকল্প চলছে। তাই অফিসে যেতে সময় পাই না।'

সরব সাংসদ

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : খড়িবাড়ি ব্লকের বিন্নাবাড়িতে রেলের আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে সংসদে সরব হলেন রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। তাঁর বক্তব্য, 'আন্ডারপাস হলে হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে কৃষকরা উপকৃত হবেন।'

বিন্নাবাড়ি থেকে খড়িবাড়ি যাতায়াতে রাস্তার মাঝখান দিয়ে রেললাইন গিয়েছে। বর্তমানে এই রেললাইন হয়ে প্রচুর ট্রেন চলাচল করে। ফলে দীর্ঘ সময় লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকছে। এর ফলে ভুক্তভোগী হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সোমবার সংসদে দাঁড়িয়ে শ্রিংলা বলেন, 'ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের খুবই সমস্যা হচ্ছে। রেললাইনের জেরে তাঁদের খড়িবাড়ি বাজারে পৌঁছাতে অনেকটাই ঘুরপথে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এর ফলে কৃষিপণ্য পরিবহণের খরচ বাড়ছে এবং কৃষকরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এমনকি, রেললাইন পেরোতে গিয়ে স্কুল পড়ুয়া, রোগী এবং সাধারণ মানুষও ঝুঁকির মুখে পড়ছেন। সময়মতো রোগী নিয়ে হাসপাতালেও পৌঁছাতেও সমস্যা হচ্ছে।' এই সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে বিন্নাবাড়িতে একটি রেল আন্ডারপাস নির্মাণ করার দাবি জানান তিনি।

খাবারের খোঁজে। শিলিগুড়িতে। ছবি : দীপেন্দু দত্ত

সার্কাস মাঠে ফুড জোন নয়

কোচবিহার, ৯ ফেব্রুয়ারি : কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী রাসমেলার সার্কাস মাঠে ফুড জোন তৈরির পরিকল্পনা থেকে কোচবিহার পুরসভা শেষপর্যন্ত পিছিয়ে এল। ফুড জোন তৈরি নিয়ে পুরসভার খবর প্রকাশ্যে আসতেই শহরের বিভিন্ন মহলে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল। বিশেষ করে বেশ কিছু রাজবংশী সংগঠন এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা শুরু করে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, ভোটের মুখে পুর প্রশাসন কোনও বড় বিতর্কে জড়াতে চায় না। তাই জনরোষের আশঙ্কায় এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা বলেন, 'আমরা পরিকল্পনা করেছিলাম। কিন্তু জমিটা আমাদের নয়। বিভিন্ন মহল থেকে এটা নিয়ে প্রতিবাদ হয়েছে। ফুড জোন অন্য কোথাও করা যায় কি না, তা নিয়ে আমরা পরে ভাবনাচিন্তা করব।'

এই প্রতিবাদের সামনের সারিতে ছিল গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের নেতা বংশীবদন বর্মন হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'রাসমেলার সার্কাসের মাঠটা ঐতিহ্যবাহী মাঠ। এই মাঠে এ ধরনের ফুড জোন কোনওভাবেই হতে দেব না। এই নিয়ে আন্দোলনে নামব। পুরসভা ওখানে ফুড জোন করতে গেলে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেব।' অন্যদিকে, কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণ বলছেন, 'পুরসভা সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। ঐতিহ্যকে আগলে রেখে উন্নয়ন হোক।'

যদিও তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি অভিষেক চন্দ মনে করেন, 'সার্কাসের মাঠটা বছরের পর বছর ধরে যেভাবে ভাগাড়ের মতো হয়ে পড়ে রয়েছে এবং সেখানে দিনরাত যেভাবে শৌচকর্ম চলছে, তার তুলনায় ওখানে ফুড জোন হলেই ভালো হত। এতে শহরে যেমন কিছু কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হত, তেমনই জায়গাটা ভালো থাকত। এতে পর্যটকদেরও আকর্ষণ বাড়ত।' কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ ঘোষ বলেন, 'পুরসভার উচিত সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নিয়ে করা।'

পুরনিগমের 'হাতে' বৈতরণি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শহরের কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাট তো রয়েইছে, এবার পুরনিগমের হাতে এল সাহুডাঙ্গির বৈতরণি শ্মশান। জমি পেলে পুরনিগম আরও একটি বৈদ্যুতিক শ্মশান তৈরি করবে বলে আশ্বাস মেয়রের। এক বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিষেবা বন্ধ থাকার পর সোমবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সাহুডাঙ্গির শ্মশানটি পরিচালনার জন্য পুরনিগমের হাতে তুলে দেয় শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। এক সপ্তাহের মধ্যে শ্মশানঘাটের পরিষেবা পুনরায় চালু হবে বলে পুরনিগমের তরফে জানানো হয়েছে। দায়িত্ব হস্তান্তর পর্বের অনুষ্ঠানে ছিলেন মেয়র গৌতম দেব, এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা রায় প্রমুখ।

মেয়র বলেন, 'এবার মানুষের হয়রানি অনেকটা কমবে। এই শ্মশানঘাটটি পুরনিগমের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। সাতদিনের মধ্যে পরিষেবা চালু করা হবে। শিলিগুড়িতে আরও একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি তৈরি করা হবে। জমি খোঁজা হচ্ছে।' তবে সাহুডাঙ্গির ওই শ্মশানঘাটের দায়িত্বভার শিলিগুড়ি পুরনিগমের হাতে যাওয়ায় আপত্তি তুলেছিলেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত এলাকার শ্মশান কীভাবে পুরনিগম পরিচালনা করে, সেই প্রশ্ন তুলেছিলেন শিখা। তা নিয়ে মেয়র এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

সাহুডাঙ্গিতে শ্মশান হস্তান্তরের অনুষ্ঠানে মেয়র। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শ্মশানঘাটের দায়িত্ব হস্তান্তর পর্বের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই ঠাকুরনগর রেলগেট এলাকায় ফ্লাইওভার এখনও গড়ে না ওঠা প্রসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নেন মেয়র। বলেন, 'ফ্লাইওভার খুবই জরুরি। আমরা যে পরিকল্পনা নিয়েছিলাম, তা রেলের সঙ্গে শেয়ার করব।' শিলিগুড়ির পরিধি বৃদ্ধির বিষয়েও ইতিবাচক ইঙ্গিত দেন। তাঁর কথায়, 'শহর লাগোয়া মাটিগাড়া সহ পাথরঘাটা, ডাবগ্রাম ও ফুলবাড়ির কিছু এলাকা পুরনিগমের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কি না, তা নিয়ে আলোচনা চলছে। শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া কিছু এলাকা পুরনিগমের মধ্যে নেওয়ার সময় এসেছে। এনিয়ে সরকারি পর্যায়ে আলোচনা হচ্ছে। আশা করব, নতুন সরকার দায়িত্বে এলে নিশ্চয় এনিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।' সমস্ত কিছুই আলোচনা ও সহমতের ভিত্তিতে হবে বলে জানান।

এদিকে, শিখা বলেন, 'ফ্লাইওভার ইস্যুতে আমরা কী কী পদক্ষেপ করেছি, তা কি উনি জানেন? আমাদের বিধায়ক ও সাংসদের কাজ করতেই দেওয়া হচ্ছে না। আর শহরের বহর বাড়ানোর আগে উন্নয়ন নিশ্চিত করা হোক। বিজেপি ক্ষমতায় এলে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি পুরসভা হবে।'

তৃণমূলের সভা

গোয়ালপোখর, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোয়ালপোখর ব্লকের গোয়াগাঁও ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কারবালা মাঠে সোমবার তৃণমূলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি সহ দলের স্থানীয় নেতৃত্ব।

মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পের সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, স্বাস্থ্য সাথী সহ একাধিক প্রকল্পের সুবিধা এখন সাধারণ মানুষ সরাসরি পাচ্ছেন। এই প্রকল্পগুলি মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও আর্থিক স্বনির্ভরতায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।'

বটবৃক্ষ দাদার ছায়া হারালেন সংকোচ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ৯ ফেব্রুয়ারি : বাবা-মাকে আগেই হারিয়েছেন। বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন দাদা পঙ্কজ বর্মন। বটবৃক্ষের মতো ভাইকে আগলে রেখেছিলেন তিনি। সিভিক ভলান্টিয়ার পঙ্কজের সামান্য উপার্জনে কোনওরকমে দুই অবিবাহিত ভাইয়ের পেট চলছিল। সিভিক ভলান্টিয়ারের আকস্মিক মৃত্যুতে দিশেহারা ভাই সংকোচ বর্মনের (৩০)। সোমবার সন্ধ্যায় পঙ্কজের কফিনবন্দি দেহ মাথাভাঙ্গা থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানান পুলিশ আধিকারিক ও সহকর্মীরা।

সকাল থেকেই দোলাপাড়ায় মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের ভিড় জমেছে। সবার চোখের কোণেই জল চিকচিক করছিল। চোখের জল মুছতে মুছতে এক আত্মীয় বলছিলেন, মায়ের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের আগেই ভাইকে একা করে পঙ্কজ চলে গেল! ছোট ভাই অনাথ হয়ে গেল।

শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম ১২ ব্যাটালিয়নে বিভাগীয় প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে সোমবার ভোরে সেখানেই সিভিক ভলান্টিয়ার পঙ্কজ বর্মনের (৩৪) মৃত্যু হয়। দাদাকে হারিয়ে কূলকিনারা পাচ্ছেন না সংকোচ। কীভাবে দিন চলবে, কে খেয়াল রাখবে, পরামর্শই বা দেবে কে, ভেবে পাচ্ছেন না সংকোচ।

পঙ্কজ-সংকোচদের বাড়ি নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের খাগড়িবাড়ির বড়দোলায়। মাথাভাঙ্গা থানায় কর্মরত ছিলেন পঙ্কজ। পাড়ার ছেলের এমন মৃত্যুতে থ-বনে গিয়েছেন প্রতিবেশীরা। ঘটনায় শোরগোল পড়েছে এলাকায়। মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

পাঁচদিনের প্রশিক্ষণে যোগ দিতে রবিবার শিলিগুড়ির ডাবগ্রাম ১২ ব্যাটালিয়নে পৌঁছেছিলেন পঙ্কজ। সেখান থেকে যে আর ফিরে আসবেন না তিনি তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি পাড়াপ্রতিবেশীরা। এদিন

মাথাভাঙ্গা থানায় পঙ্কজকে শেষ শ্রদ্ধা।

ভোরে পঙ্কজের ঘটনাটি জানানো হয় নয়ারহাটে পঙ্কজের বাড়িতেও। খবর পেয়ে একমুহূর্ত দেরি করেননি তাঁর ভাই। সংকোচ কয়েকজন প্রতিবেশীকে নিয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশে রওনা দেন। এদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর দেহ ভাইয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ফোনে যোগাযোগ করা হলে ভেজা গলায় সংকোচ বলেন, 'এবার কাকে নিয়ে বাঁচব? কীভাবেই বা দিন চলবে? দাদা বলে ডাকলে আর সাড়া দেওয়ার কেউ থাকল না, মুহূর্তের মধ্যে কী যে হয়ে গেল! এদিন ঘটনার খবর পাওয়ার পর থেকে কার্যত শোকস্তব্ধ ছিল গোটা এলাকা। প্রতিবেশী অজিত রায়ের বক্তব্য, 'দুই ভাইয়ের বিয়ে হয়নি। বেতনের টাকায় দুই ভাইয়ের কোনওরকমে দিন চলত। বছর তিনেকের ব্যবধানে বাবা-মাকে হারিয়ে দুজনে টেনশনে ভুগছিলেন। দাদার উপার্জনেই নির্ভরশীল সংকোচ। তাঁর দিন কীভাবে চলবে, ভেবে পাচ্ছি না।'

পঙ্কজের বাবা পরমেশ্বর বর্মন প্রায় সাড়ে তিন বছর আগে ক্যানসারে মারা যান। মা রেণুকাও একই রোগে আক্রান্ত হয়ে আট মাসে আগে মারা যান। কয়েক বিঘা জমি ছিল। বাবা-মায়ের চিকিৎসায় সব জমি বিক্রি করে দুই ভাইয়ের সর্বস্বান্ত দশা। প্রতিবেশী ধনঞ্জয় বর্মন বলছিলেন, 'ভালো ছেলে হিসাবে পঙ্কজের পরিচিতি ছিল। তাঁর এভাবে চলে যাওয়া মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে। তাঁর ভাইও চরম সংকটে পড়ল।' পরপর প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা সংকোচ কীভাবে সহ্য করবেন, সেটাই আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীদের কুরে-কুরে খাচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পশ্চিম মেদিনীপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিম মেদিনীপুর - এর একজন বাসিন্দা গোবিন্দ মন্ডল - কে 17.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97D 26887 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারিতে অন্যদের সফল হতে দেখা আমাকে আমার সুযোগ নিতে উৎসাহিত করেছে। সেই একক পদক্ষেপ আমার জীবনকে নতুন রূপ দিয়েছে এবং আজ আমি গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে এক কোটি টাকার জয় উদযাপন করছি।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমানিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পরীক্ষা দিয়ে মায়ের মুখাগ্নি নন্দিনীর

মাতৃহারা হওয়ার যন্ত্রণায় নন্দিনী প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনের জোর কমেনি। শেষপর্যন্ত পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৯ ফেব্রুয়ারি : জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা চলছে। তার মধ্যেই মাথার ওপর থেকে সরে গেল মায়ের ভালোবাসার হাত। কিন্তু শোকের সাগরে ডুবে গিয়েও হার মানেনি রায়গঞ্জ ব্লকের দানিগাছি গ্রামের অদম্য কিশোরী নন্দিনী বর্মন। মৃত মায়ের পা ছুঁয়ে আশীর্বাদ নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে পরীক্ষাকেন্দ্রে। একদিকে যখন বাড়িতে চলছিল মাকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি, অন্যদিকে তখন এক হাতে চোখের জল মুছে অন্য হাতে খাতার পাতায় অঙ্ক কষেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী নন্দিনী।

দীর্ঘদিন ধরেই শ্বাসকষ্ট ও ডায়াবিটিসে ভুগছিলেন নন্দিনীর মা, বছর চল্লিশের রেখা বর্মন। রবিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে রায়গঞ্জের নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। সোমবার ভোরে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই দুঃসংবাদ যখন বাড়িতে পৌঁছাল, তখন নন্দিনীর অঙ্ক পরীক্ষার প্রস্তুতি একেবারে শেষপর্যায়ে। মাতৃহারা হওয়ার যন্ত্রণায় সে প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু মনের জোর কমেনি। শেষপর্যন্ত পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। যাওয়ার আগে দেওয়ালে টাঙানো মায়ের ছবিতে প্রণাম করে আশীর্বাদও নেয় সে। নন্দিনী রায়গঞ্জ ব্লকের ভূপালচন্দ্র বিদ্যাপীঠের ছাত্রী। খবর পেয়েই তার বাড়িতে চলে

আসেন স্কুলের শিক্ষকরা। জেঠু পার্থ বর্মন ও জেঠিমা বিভা বর্মন তাকে বাইকে করে পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে যান।

নন্দিনীর সিট পড়েছে মাড়াইকুড়া ইন্দ্রমোহন হাইস্কুলে। সেই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশ্বজিৎ মণ্ডল বলেন, 'আমরা ওর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু নন্দিনী বাকি পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে বসেই পরীক্ষা দিয়েছে। বিশেষ পরিস্থিতিতে ওর বাড়ির লোকজন তাকে আগেই নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু তিন ঘণ্টার আগে তাকে ছাড়া যায়নি।'

পরীক্ষা শেষে কান্নাভেজা চোখে নন্দিনী বলে, 'মা চেয়েছিল আমি যেন মাধ্যমিকে ভালো ফল করি। তাই পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ করিনি। মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ আমাকে করতেই হবে।' পরীক্ষার সময় তাও কোনওরকমে চোখের জল আটকে রেখেছিল সে। কিন্তু একবার বাড়ি ফিরে আসার পর সেই অশ্রু আর বাঁধ মানেনি। মায়ের নিথর দেহ দেখে নন্দিনী কান্নায় ভেঙে পড়ে। সে জানায়, তার মা সবসময় চাইতেন মেয়ে যেন উচ্চশিক্ষিত হয়ে স্বনির্ভর হয়।

নন্দিনীর বাবা শ্যামল বর্মনও কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। বললেন, 'প্রায় দুই বছর ধরে অসুস্থ ছিল ওর মা। চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলতে অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। মেয়ে মা ছাড়া কিছুই বুঝত না। এদিন তো পরীক্ষা দিল। মঙ্গলবারও পরীক্ষা আছে। কীভাবে পরীক্ষা দেবে বুঝতে পারছি না।'

ছাত্রীর অদম্য জেদের প্রশংসা শোনা গেল নন্দিনীর স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক কাঞ্চিরাম রায়ের মুখে। বললেন, 'নন্দিনী পড়াশোনায় মাঝারি মানের হলেও আচার-ব্যবহারে অত্যন্ত নম্র, বিনয়ী। আমরা চাই ও সব পরীক্ষা দিক। আমরাও ওকে সাহস দিয়েছি।'

এদিন পরীক্ষা দিয়ে ফিরে শ্মশানের দিকে রওনা দেয় নন্দিনী। নিজের হাতেই মায়ের মুখাগ্নি করে সে। শোকস্তব্ধ গ্রামবাসী সাক্ষী থাকে তার লড়াইয়ের।

আন্দোলনে পার্শ্বশিক্ষকরা

চাকুলিয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : বর্ধিত ভাতাকে ভিক্ষা বলে প্রত্যাখ্যান করে সম্মানজনক বেতন কাঠামোর দাবিতে ফের আন্দোলনে নামতে চলেছেন পার্শ্বশিক্ষকরা। সোমবার চাকুলিয়া থেকে শতাধিক পার্শ্বশিক্ষক কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। মঙ্গলবার কলকাতার পিএনবি মোড়ে জমায়েতের পর মিছিল করে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থান ও বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করবেন তাঁরা।

চাকুলিয়া পার্শ্বশিক্ষক ঐক্য মঞ্চের ব্লক সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন জানান, দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত স্বল্প ভাতায় কাজ করছেন তাঁরা। এই ভাতায় সংসার চালানো অসম্ভব। রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে একযোগে এই আন্দোলনে শামিল হচ্ছেন হাজার হাজার পার্শ্বশিক্ষক। নির্মল দাস নামে আর এক পার্শ্বশিক্ষক জানিয়েছেন, সরকার যদি তাঁদের যৌক্তিক দাবি মেনে না নেয় তাহলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে। ধর্মঘট, অবরোধ সহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তাঁরা।

২৫টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোমবার ২৫টি মোষ উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে লরিচালক এক্রামুল হককে। ধৃত উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলার বাসিন্দা। এদিন ফাঁসিদেওয়ার বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্টে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে মোষবোঝাই লরিটি আটক করা হয়। চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি না থাকায় মোষবোঝাই লরি এবং চালককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে মোষগুলি অসমে পাচারের কথা স্বীকার করে নেয় লরিচালক। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানোর পাশাপাশি পাচারে ব্যবহৃত লরিটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিন মঞ্জুর করেন।

সিগারেট বাজেয়াপ্ত

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার দুপুরে বিপুল পরিমাণ বিদেশি সিগারেট বাজেয়াপ্ত করল বাগডোগরা থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। ট্রাকে করে কোরিয়ায় তৈরি ওই সিগারেট ইম্ফল থেকে বিহারে নিয়ে যাওয়ার সময় বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে-টু'এর সন্ন্যাসীস্থান চা বাগানের সামনে থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় ট্রাকচালক মহম্মদ সমীর আলি ওরফে চুমির এবং সহকারী মহম্মদ নইমুদ্দিনকে। দুজনেই অসমের বরপেটা এলাকার বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

স্মারকলিপি

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : ড্রাগ কন্ট্রোলের নাম করে গ্রামীণ চিকিৎসকদের অযথা হয়রানির অভিযোগ তুলে সোমবার ফাঁসিদেওয়ার বিএমওএইচ শাহিনুর ইসলামকে স্মারকলিপি দিল প্রগ্রেসিভ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)। সংগঠনের অভিযোগ, ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের আধিকারিকরা গ্রামীণ চিকিৎসকদের ভয় দেখাচ্ছেন ও জোরপূর্বক জরিমানা করছেন। স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সদস্য তপন রায়, বাবুলাল বৈঠা, আনসারুল হক, সুচিত্রা সরকার প্রমুখ। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দেন বিএমওএইচ।

বিজলি নদীর মাপজোখ

নকশালবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার বিজলি নদী পরিদর্শন করলেন শিলিগুড়ি সেচ দপ্তর এবং নকশালবাড়ি ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা। নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মিরজাংলাছাট এলাকায় বিজলি নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে নির্মাণকাজের অভিযোগ উঠেছিল। মণিপুর থেকে আসা বেশ কয়েকজন নদীর চর দখল করে জমি প্লটিং এবং বাড়িঘর নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল বলেও অভিযোগ ছিল।

গত ১৭ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজলি নদীতে অবৈধ নির্মাণকাজ নিয়ে খবর প্রকাশিত হয়। তারপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। প্রথমে গ্রাম পঞ্চায়েত আধিকারিকরা এলাকা পরিদর্শন

উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জের

করে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেন। সোমবার শিলিগুড়ি সেচ দপ্তর এবং নকশালবাড়ি ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের তরফে পরিদর্শন করা হয়। এদিন নকশালবাড়ির বিএলএলআরও দীপাঞ্জন মজুমদারের নেতৃত্বে একটি দল বিজলি নদী এবং নদীর চরের এলাকা মাপজোখ করেন। বিএলএলআরও বলেন, 'সেচ দপ্তরকে সঙ্গে নিয়ে এলাকায় মাপজোখ করেছি। বিজলি নদীতে যথেষ্ট খনন করা হয়েছে। গতিপথও পরিবর্তন হয়েছে। আশপাশে নির্মাণকাজও দেখা যাচ্ছে। সেচ দপ্তর থেকে রিপোর্ট নেব। যা যা আইনি পদক্ষেপ করার আমরা করব।'

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইকের বক্তব্য, 'গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিজলি নদীতে যে সব অবৈধ নির্মাণ হচ্ছে সেগুলির ব্যবস্থা আমরা নেব। কিন্তু পাশেই জিটিএ এলাকায় নদীর চরের গাছ কেটে জমি প্লটিং চলছে। সেটা দেখার কেউ নেই।' যদিও বিএলএলআরও জানান, বিজলি নদীর রাস্তা অপরদিকে মিরিক ব্লকের আওতায় পড়ে। সেটা নিয়ে তাঁদের কোনও কিছু করার নেই।

ছিনতাইয়ে বাদ সাধল বাইকের নিয়ন্ত্রণ

পুলিশের জালে দুই অভিযুক্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মোবাইল ছিনতাই করতে গিয়ে বাইক নিয়ে পড়ে গেল দুই দুষ্কৃতী। তরুণী ভয়ে চিৎকার করতেই পালানোর চেষ্টা করে তারা। কাছেই পুলিশের গাড়ি থাকায় পুলিশকর্মীরাও পিছু করেন ওই দুই দুষ্কৃতীকে। শেষমেশ ভক্তিনগর থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয় দুই দুষ্কৃতী। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ডন বসকো মোড়ে।

পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে উঠে এসেছে গত ছ'মাসে এভাবেই দশ জায়গায় মোবাইল ছিনতাই করেছে ওই দুই দুষ্কৃতী। তাদের মূল টার্গেট ছিল একা চলাফেরা করা মহিলারা।

অভিযুক্তরা আরও কোথায় কোথায় এই অপারেশন চালিয়েছে, সেই তথ্য সংগ্রহে শহর ও শহরতলির থানাগুলিতে খোঁজখবর নিচ্ছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ছিনতাইয়ের কারণ শুনেও কপালে কার্যত চিন্তার ভাঁজ পড়েছে তদন্তকারীদের। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ওই দুই দুষ্কৃতী দাবি করেছে, নেশার টাকা জোগাড়ের জন্যই তারা এই ছিনতাইয়ের পথ বাছত। এরপর সেই মোবাইল এক ব্যবসায়ীকে বিক্রি করে দিত।

বর্তমানে সেই মোবাইলগুলি মুর্শিদাবাদ, মালদা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়েছে বলে মনে করছে পুলিশ। মোবাইলগুলি উদ্ধার করতে সোমবার ওই দুই ধৃত অভিষেক থাপা ও পিন্টু সামন্তকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে বিচারকের নির্দেশে তিনদিনের

- রবিবার রাতে ডন বসকো মোড় পেরোতেই পথচলতি এক তরুণীর ফোন ছিনতাইয়ের চেষ্টা দুই দুষ্কৃতীর
- বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারাতেই পুলিশের জালে ওই দুই দুষ্কৃতী
- সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন

পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হয়েছে। গোটা বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে অণিমা কবিরাজ নামে ওই তরুণী ফোনে কথা বলতে বলতেই ডন বসকো রোড ধরে ডন বসকো মোড়ের দিকে আসছিলেন। যদিও ডন বসকো মোড়ে আসার পরেই ঘটে বিপত্তি। ওই তরুণীর অভিযোগ, 'হঠাৎ করেই পেছন থেকে একটি বাইক এসে আমার হাত থেকে মোবাইল ফোনটি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। আমি হাত সরানোর চেষ্টা করতেই ওরা বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।'

নিয়ন্ত্রণ সামলাতে না পেরে ওই দুই তরুণই বাইক নিয়ে পড়ে যায়। এদিকে, পুলিশের টহলদারি ভ্যান ঠিক সেই সময়ই ঘটনাস্থলে চলে আসায় আর কোনও রাস্তা না পেয়ে ছুটতে শুরু করে ওই দুষ্কৃতীরা। পুলিশকর্মীরাও পেছনে ধাওয়া করে তাদের পাকড়াও করেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিনের বন্ধু তারা দুজনেই পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা। দুজনেই মাদকাসক্ত। সেরকম কোনও কাজ না করায় নেশার টাকা জোগানের জন্যই এই ফন্দি এঁটেছিল। রবিবার রাতে পাকড়াওয়ের আগে পুলিশের খাতায় তাদের কোনও নামও ছিল না।

'প্যাড উওম্যান'কে বিশেষ সম্মান

ওদলাবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : চা বলয়ের কিশোরী ও তরুণীদের স্বাস্থ্য সচেতনতায় দীর্ঘ ১০ বছরের নিরলস সংগ্রামের স্বীকৃতি পেলেন ওদলাবাড়ির আদিবাসী কন্যা প্রীতি মিঞ্জ। চা বাগানের ঘরে ঘরে ঋতুকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও স্যানিটারি ন্যাপকিনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সচেতনতার বার্তা দিয়ে ইতিমধ্যেই এলাকায় 'প্যাড উওম্যান' হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন তিনি। প্রীতির এই মানবিক কাজের সম্মানস্বরূপ সোমবার খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর তরফে তাঁর বাড়িতে গিয়ে বিশেষ সম্মাননা ও শংসাপত্র তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

ডুয়ার্সের চা বলয়ে কিশোরী ও তরুণীদের মধ্যে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ব্রত নিয়ে গত ১০ বছর ধরে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নিরলস কাজ করে চলেছেন প্রীতি। তাঁর এই একক প্রচেষ্টায় কয়েক হাজার কিশোরী স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে এখন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রীতির এই নিঃস্বার্থ কাজের খবর পৌঁছে গিয়েছিল নবান্নে। সে কারণেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সম্মাননা ও শংসাপত্র প্রদান। প্রীতির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'সমাজ গড়ার কাজে প্রীতির মতো তরুণীরাই আসল শক্তি। চা বাগানের প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতনতার যে জোয়ার প্রীতি এনেছেন, তা আগামীদিনে উদাহরণ হয়ে থাকবে।' অন্যদিকে, বিশেষ এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত প্রীতি। মুখ্যমন্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমি কখনও পুরস্কারের কথা ভেবে কাজ শুরু করিনি। শুধু চেয়েছিলাম আমার বোনেরা যেন সুস্থ থাকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকৃতি আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।'

জীবনপথে।। *মাথাভাঙ্গার কুর্শামারিতে ছবিটি তুলেছেন মইনুল হক।*

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

গুন্ডাদের দল বলে কটাক্ষ বিজেপি বিধায়কের

মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা

বাগডোগরা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে তৃণমূল যুব নেতার বিরুদ্ধে মারধর ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। যা নিয়ে অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসকদল। এই ঘটনায় পুলিশেও অভিযোগ দায়ের হয়েছে। যদিও এখনও ওই যুব নেতার নাগাল পায়নি পুলিশ।

ঘটনা রবিবার রাতের। আঠারোখাইয়ের সাধন মোড় টোলের সামনে আঠারোখাই অঞ্চল পার্ট-টু-এর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি ধনঞ্জয় সিংহ সহ আরও তিনজন একটি ট্রাক আটকে তোলা নিচ্ছিলেন বলে অভিযোগ। সে সময় চারচাকা গাড়ি করে ফিরছিলেন অর্পণ সিংহ নামে এক ব্যক্তি। অর্পণের অভিযোগ, সাইড দিতে বললে তাঁকে মারধর করা হয়। বিষয়টি নিয়ে রবিবার রাতেই ধনঞ্জয় সহ চারজনের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

এদিকে, লিখিত অভিযোগের পর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও, এখনও পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। মাটিগাড়া থানার এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, 'অভিযোগ পাওয়ার পরেই মামলা রুজু করা হয়েছে। দোষীরা এখনও ধরা পড়েনি। তবে চেষ্টা চলছে।'

সূত্রের খবর, অভিযুক্ত ধনঞ্জয়, কমল সিংহ, শুভজিৎ সিংহ এবং বিশ্বজিৎ সিংহ ওই টোলের কর্মী। রবিবার রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ অর্পণের ওপর তাঁরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। অর্পণ বললেন, 'টোলের সামনের রাস্তা আটকে একটি ট্রাক থেকে টাকা তোলা নেওয়া হচ্ছিল। ট্রাকটিকে সাইড করতে বলা নিয়ে আমার সঙ্গে বিবাদ শুরু হয়। তখনই ওই চারজন আমার ওপর চড়াও হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা করে।'

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল যুবর মাটিগাড়া ব্লক সভাপতি জয়নন্দ সরকারের বক্তব্য, 'ধনঞ্জয় সিংহের বিরুদ্ধে মারধর ও তোলাবাজির অভিযোগ থাকে তাহলে তদন্ত হবে।

তোলাবাজরাই তৃণমূলের সম্পদ। সন্ত্রাস, গুন্ডামি যে যত করবে তাকেই দলে পদ দেবে।

আনন্দময় বর্মন
বিধায়ক, মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি

নিরপেক্ষ তদন্ত করে পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। দল এই ধরনের কাজকে সমর্থন করে না।' এদিকে, ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে আগেও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছিল বলে জানা গিয়েছে। এমনকি এই কারণে তাঁকে দল থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। মাটিগাড়া ব্লকের তৃণমূল যুব কংগ্রেস প্রাক্তন সভাপতি অনিমেষ মালাকার বলেন, 'আমি যখন ব্লক সভাপতি ছিলাম তখন তোলাবাজির অভিযোগে ধনঞ্জয়কে বহিষ্কার করেছিলাম।'

নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে ধনঞ্জয়ের বক্তব্য, 'অর্পণ এসে টোলে দাদাগিরি করছিল। আমাদের ওপরে হামলা করে। আমি টোলে কাজ করি। কেন অর্পণ দাদাগিরি করবে? কোনও তোলাবাজি করি না। আমিও অর্পণের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছি।'

এমন ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। তিনি বলেন, 'তোলাবাজরাই তৃণমূলের সম্পদ। সন্ত্রাস, গুন্ডামি যে যত করবে তাকেই দলে পদ দেবে। পুলিশের উচিত এই সব গুন্ডা, তোলাবাজদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করা।'

প্রেক্ষাগৃহের জোরালো দাবি চোপড়ায়

মনজুর আলম

চোপড়া, ৯ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া ব্লকে কোনও প্রেক্ষাগৃহ বা সাংস্কৃতিক মঞ্চ নেই। ফলে এলাকায় উন্নতমানের একটি স্থায়ী মঞ্চের দাবি জোরালো হচ্ছে। বছর তিরিশেক আগে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সদর চোপড়ায় তৈরি হয় একটি পাবলিক হল। তবে সেসময় বসার অংশ বাদে শুধুমাত্র মঞ্চ তৈরি করা হয়েছিল। তাও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে। ব্যবহার হয় না বললেই চলে। এখন হলটিকে প্রতিবছর সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এত জায়গা থাকলেও মুক্তমঞ্চে ধান কেনা হচ্ছে কেন? চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জিয়ারুল রহমান বলছেন, 'নিরাপত্তা ও ঝুটঝামেলা এড়ানোর জন্য কয়েকবছর আগে এখানে সহায়ককেন্দ্র করা হয়। মঞ্চটি ঢেলে সাজানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

এদিকে, এলাকাবাসীর দাবির কথা মাথায় রেখে বছরসাতেক আগে কালাগছ আলোড়নী সংঘের মাঠে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অডিটোরিয়ামের শিলান্যাস করা হয়। তবে জমিজটে শেষপর্যন্ত সেখানে কাজ শুরু করা যায়নি। ফলে, এলাকায় কোনও অনুষ্ঠান বা রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ভরসা বাঁশের তৈরি অস্থায়ী মঞ্চ। এভাবে মঞ্চ তৈরি করা সময় ও খরচ সাপেক্ষ। স্থানীয় পার্থ ভৌমিক বলছেন, 'ক্লাবের জমির হওয়াতে আপত্তি উঠেছিল। তবে সদর চোপড়া হোক বা কালাগছ, যে কোনও জায়গায় অন্তত একটি মঞ্চ জরুরি।'

চোপড়ার পাবলিক হলে বসেছে সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্র। -ফাইল চিত্র।

চোপড়া নাট্যকলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ রতন দত্ত বলছেন, 'প্রতিবছর চোপড়াতে নাট্য উৎসব হয়। শুধু মঞ্চ বানাতেই প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ হয়। এখানে মঞ্চ থাকলে এত খরচ লাগত না।' একমত চোপড়া নাট্য কলাকেন্দ্রের সদস্য সৌমিত্র চক্রবর্তী এবং চোপড়া রয়েল স্পোর্টিং ক্লাবের সম্পাদক কৌশিক পাল।

লোকশিল্পী সুবল গোপ বলেন, 'এই মুহূর্তে সদরে একটি ভালোমানের মুক্তমঞ্চ ভীষণ প্রয়োজন।' স্থানীয় কমল রায় বলেন, 'মঞ্চ না থাকায় বাধ্য হয়ে প্যান্ডেল তৈরি করতে বাজেটের অর্ধেক খরচ হয়ে যায়।' প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য লতিকা সিংহ রায়চৌধুরীর বক্তব্য, 'এলাকায় একটি মুক্তমঞ্চ চাই। না হলে যে পাবলিক হল রয়েছে সেটাকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া উচিত।' চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক অবশ্য বলেন, 'পাবলিক হল সংস্কারের চিন্তাভাবনা রয়েছে। সেরকম আর্থিক বরাদ্দ পেলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অন্তরালে রাজনীতি

সিপিএমের প্রধান এখন শুধুই বাগানকর্মী

২০০৪ সালে সিপিএমের প্রতীকে জয়ী হয়ে, আদিবাসী সমাজের প্রতিনিধি হিসাবে প্রথমবারের মতো প্রধান হয়েছিলেন স্বপন নাগাসিয়া। তবে মেয়াদকাল শেষ হতেই তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান। এখন তাঁর পরিচয় শুধুই চা বাগানের কর্মী।

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ২০০৪ সালে সিপিএমের প্রতীকে জয়ী হয়ে বেলগাছি চা বাগান এলাকা থেকে প্রথমবার কোনও আদিবাসী হিসাবে প্রধানের চেয়ারে বসেছিলেন স্বপন নাগাসিয়া। কার্যকালে এলাকায় বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিলেন। তাঁকে সামনে রেখে আদিবাসী অধ্যুষিত চা মহল্লায় সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়নও বেশ মজবুত হয়ে উঠেছিল। তবে, ২০০৯ সালে প্রধান পদ থেকে সরতেই রাজনীতির ময়দান থেকে স্বপন কার্যত উধাও হয়ে যান বলে অভিযোগ। ৫১ বছর বয়সি স্বপন বর্তমানে বেলগাছি চা বাগানের স্টাফ পদে কর্মরত। বাগানে কর্মরত অবস্থায় ২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেও ঘাসফুল শিবিরের কোনও কর্মসূচিতে সেভাবে দেখা যায়নি তাঁকে।

স্বপন বললেন, '২০১৬ সাল পর্যন্ত চা বাগানে সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়ন করেছি। বিভিন্ন মিটিং মিছিলে গিয়েছি। ধীরে ধীরে বাগান এলাকায় সিপিএমের ট্রেড ইউনিয়ন একেবারে দুর্বল হয়ে যায়। জেলার নেতারাও আর সেভাবে বাগানে আসত না। কেউ খোঁজও রাখেনি। দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে কোনও লাভ হচ্ছিল না। তাই ২০১৬ সালে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া আদায় করতে বাধ্য হয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নে যোগদান করি।' যদিও স্বপনের আফসোস সেখানেও কোনও লাভ হয়নি। তাঁকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি তৃণমূল। তাই রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে দূরে সরে নিজের কর্মজীবনকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। যদিও ভবিষ্যতে তৃণমূলের তরফে কোনও পদ দেওয়া হলে অবশ্যই যাবেন বলে জানিয়েছেন।

এদিকে, স্বপনকে নিয়ে এলাকায় নানা কথা প্রচলিত রয়েছে। পাঁচ বছর প্রধানের চেয়ারে থেকেও চা মহল্লায় তেমন উন্নয়ন তিনি করতে পারেননি বলে একাংশের অভিযোগ। বিষয়টি নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে। এমনকি দল পরিবর্তন করে নিজের স্বার্থকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন বলে অভিমত অনেকের।

বেলগাছি চা বাগানের বাসিন্দা বিজয় কুজুর বলেন, 'প্রধান থাকলেও স্বপন নাগাসিয়ার জনসংযোগ খুব একটা ভালো ছিল না। শুধুমাত্র অফিসের কাজেই নিজেকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। চা বাগানের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা তিনি এলাকায় গিয়ে কোনও দিন শোনেননি। আদিবাসী প্রধান ছিলেন ঠিকই তবে বেলগাছি চা বাগানের সমস্যার সমাধান তিনি করতে পারেননি। নিজের স্বার্থের জন্যই দল পরিবর্তন করে অন্য দলে নাম লিখিয়েছেন।'

যদিও সে সময়ে কংগ্রেস সমর্থক

স্বপন নাগাসিয়া।

তথা আশাপুর চা বাগানের বাসিন্দা লদীন রায়ের বক্তব্য, 'স্বপন নাগাসিয়া আদিবাসী প্রধান হিসেবে অনেক ভালো ছিলেন। চা বাগান এলাকা থেকে কেউ কোনও সমস্যা নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে গেলে ঘুরে আসতে হয়নি। তবে উন্নয়নমূলক কাজ তেমন হয়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতে যতটুকু কাজ বরাদ্দ হত ততটুকুই তিনি করতে পেরেছেন। গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইরে অন্য স্কিম থেকে তিনি এলাকার উন্নয়ন করেননি।' মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান গৌতম ঘোষ জানালেন, আজও স্বপন নাগাসিয়ার নাম-ডাক রয়েছে। কিন্তু সিপিএম তাকে কাঠের পুতুলের মতো ব্যবহার করেছে।

কবি অভিষেক

এসআইআর-এর বিরোধিতায় মুখ্যমন্ত্রীর আদলে কবিতা লিখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। 'আমি অস্বীকার করি' শীর্ষক কবিতায় এসআইআর-এর কারণে ১৫০ জনের মৃত্যুর উল্লেখ রয়েছে।

মন্ত্রীর আক্ষেপ

নিজের ওয়ার্ডে পরাজিত হওয়া নিয়ে আক্ষেপের সুর বোলপুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহার গলায়। দলের কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতা না করার নিদান দিলেন তিনি। অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে কটাক্ষ করছেন বিরোধীরা।

রেকর্ড পর্যটক

আগামী ৬ মাসের মধ্যে দিঘায় বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা লাখ পেরোবে বলে আশা করছেন ইসকনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। ডিসেম্বরের শেষেই জগন্নাথধামের দর্শনার্থীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়েছে।

যৌন নির্যাতন

প্রতিবেশী তরুণীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল হুগলির তৃণমূলের এক পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তকে সালিশি সভায় মারধর করেন স্থানীয়রা। তাঁকে আটক করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।

ডাক প্রাথমিক শিক্ষকদেরও

এসআইআর আবহে উচ্চমাধ্যমিকে সিদ্ধান্ত সংসদের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর আবহে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা পরিচালনা করা রাজ্যের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক এসআইআরের কাজে নিযুক্ত থাকায় উচ্চমাধ্যমিকের চতুর্থ সিমেস্টারে পরীক্ষা পরিদর্শকের অভাব কতটা হবে, সেই নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। সোমবার উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ সূত্রে খবর, ৫ হাজার জনের বেশি অতিরিক্ত পরিদর্শক প্রয়োজন হতে পারে এবারের পরীক্ষা পরিচালনার জন্য। সেই কারণে মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে অতিরিক্ত পরিদর্শকদের পরীক্ষার কাজে নিযুক্ত করতে পারেন জেলা প্রশাসকরা। মঙ্গলবার জয়েন্ট কনভেনার ও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকদের সঙ্গে এই সংক্রান্ত বৈঠকে বসবেন সংসদের কর্তারা।

সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, 'প্রয়োজন হলে মাধ্যমিক এমনকি প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষকদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হবে। এই নির্দেশিকা প্রতি বছরই থাকে। কিন্তু এবার সেন্টার ইনচার্জদের মধ্যে বেশিরভাগই এসআইআরের কাজে যুক্ত রয়েছেন। তাঁদের দায়িত্ব কাস্টোডিয়ানদের থেকে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ

- পুরোনো পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৬ পাতা ও চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষার্থীদের জন্য ২৪ পাতার উত্তরপত্র
- পুলিশের উপস্থিতিতে মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষার্থীদের চেকিং
- প্রশ্নপত্রে কিউআর কোড থাকবে, পুরোনো পরীক্ষার্থীরা সংসদ অনুমোদিত ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারবে

> **প্রয়োজন হলে মাধ্যমিক এমনকি প্রাথমিক স্তর থেকে শিক্ষকদের পরিদর্শকের দায়িত্ব দেওয়া হবে। নির্বাচনি দায়িত্বের জন্য যেন পরীক্ষার কাজে বাধা না পড়ে, সেটা ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তর নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে।**
>
> **-চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য**

করে তা সময় মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে সরবরাহ করা। মঙ্গলবারের বৈঠক থেকে সিদ্ধান্ত হবে, কতজন সরকারি কর্মীকে সেন্টার ইনচার্জের কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। নির্বাচনি দায়িত্বের জন্য যেন পরীক্ষার কাজে বাধা না পড়ে, সেটা ইতিমধ্যেই শিক্ষা দপ্তর নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছে। জেলা ও রাজ্য প্রশাসন সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যথেষ্ট সচেতন।' ২০ জন পরীক্ষার্থীপিছু একজন করে পরিদর্শক নিযুক্ত থাকবেন পরীক্ষায়। এবার চতুর্থ সিমেস্টার, তৃতীয় সিমেস্টারের সাপ্লিমেন্টারি ও পুরোনো ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক এই তিনটি পরীক্ষা একই সঙ্গে চলবে ১২ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তিনটি পরীক্ষার মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭,১০,৮১১। ছাত্রের তুলনায় ছাত্রী সংখ্যা ৭৯,৩৪৭ জন বেশি। গত বছরের তুলনায় এবারে পরীক্ষার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে। ফলে পরীক্ষার্থী অনুপাতে পরীক্ষক সংখ্যা অন্যান্য বছরের থেকে এবারে তুলনায় বেশি প্রয়োজন বলে মনে করছে সংসদ।

চতুর্থ সিমেস্টারের পরীক্ষা চলবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা চলবে দুপুর ১টা থেকে দুপুর ২টো ১৫ মিনিট পর্যন্ত। পুরোনো ব্যবস্থায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত। মোট ২১০৩টি কেন্দ্রে পরীক্ষা চলবে। সংসদ জানিয়েছে, শেষ মুহূর্তে প্রায় ৩ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষাj বসার আবেদন করেছেন। ২৩টি জেলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে মোট ৬,৮৩৭টি স্কুলে। পরীক্ষা চলাকালীন কোনও পরীক্ষার্থীর কাছে মোবাইল ফোন বা ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেট ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট সহ সকল পরীক্ষা বাতিল করা হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে সংসদ। পরীক্ষার্থীদের সকাল ৯টার মধ্যে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এবার স্পর্শকাতর কেন্দ্রের সংখ্যাও কমেছে। সংসদ সূত্রে খবর, পরীক্ষার সমস্ত প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে।

১২ কলোনিকে স্বীকৃতি রাজ্যের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : সরকারি ও বেসরকারি জমিতে থাকা উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য। ভোটের আগে উদ্বাস্তু ভোটব্যাংককে টার্গেট করেই এ পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ মিলিয়ে ১২টি কলোনিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ব্যাপারে নবান্নে ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে সেগুলি খতিয়ে দেখার কাজও শেষ। এবার স্বীকৃতির ছাড়পত্র মিলছে মন্ত্রীসভার বৈঠকে। তার আগে বাকি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগেই যাতে এই প্রস্তুতি পর্ব শেষ করা যায়, তা নিয়ে নবান্ন প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট মহলে জোর তৎপরতা শুরু হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে খবর, স্বীকৃতি পাওয়ার পথে উত্তর দিনাজপুরের বীরনগর কলোনি ও উত্তর ২৪ পরগনার দ্বিজহরি স্কোয়ার কলোনি, চাষিপাড়া কলোনি, নিউ ফরোয়ার্ড কলোনি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কামরা কলোনি, আনন্দময়ী পার্ক কলোনি, রামকৃষ্ণ পল্লি ও সুকান্ত পল্লি কলোনি। এছাড়া রয়েছে কলকাতা পুরসভা এলাকার আরও কয়েকটি কলোনি। সংশ্লিষ্ট সরকারি মহলের দাবি, উদ্বাস্তু কলোনিগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে রাজনীতি বা ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই। বরং মানবিক ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে রাজ্য সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। আইনি ও প্রশাসনিক জটিলতার কারণে স্বীকৃতি প্রক্রিয়া শেষ করতে সময় লেগেছে। শেষপর্যন্ত মন্ত্রীসভার অনুমোদন মেলায় প্রস্তুতির চূড়ান্ত কাজ শেষ করা গিয়েছে।

যদিও রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, রাজ্যের প্রায় সর্বত্র উদ্বাস্তু কলোনিগুলির অধিকাংশই বিরোধী দল বিজেপির শক্তঘাঁটি বলে পরিচিত। কলোনি ভোটব্যাংককে নিজেদের দিকে টানতে বরাবরই চেষ্টা চালিয়ে আসছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং এই ব্যাপারে তাঁর দলকে সক্রিয় হতে নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন। আর সেই লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার ভোটের আগে এই ১২টি কলোনিকে স্বীকৃতি দিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিল।

পরিযায়ী... *রবীন্দ্র সরোবরে সোমবার। ছবি- রাজীব মণ্ডল।*

সেলিম আশ্বাস দিয়েছেন : হুমায়ুন

রিমি শীল

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : নিউটাউনে তৃণমূলের সাসপেন্ডেড বিধায়ক তথা জেইউপি নেতা হুমায়ুন কবীর ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের বৈঠক বিতর্ক এখনও জিইয়ে রয়েছে। তারই মধ্যে সোমবার কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হুমায়ুন দাবি করেছেন, সেলিম তাঁর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ফোনালাপে তাঁকে আশ্বস্ত করেছেন। এদিকে এআইমিমের রাজ্য সভাপতিও দাবি করেছেন, প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সেলিমের দূত। ফলে হুমায়ুন ও এআইমিমের সঙ্গে জোট নিয়ে দীর্ঘ যে বিতর্ক তা ফের এদিন উসকে উঠেছে। যা নিয়ে ক্রমশ চাপ বাড়ছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের। এমনিতেই বৈঠকের পর বার বার প্রশ্নের মুখে পড়েছেন সেলিম। নতুন করে এই প্রেক্ষিতে এই দুই দলের দাবি তাঁর চাপ আরও বাড়িয়েছে।

হুমায়ুন এদিন বলেন, 'বামফ্রন্টের যেসকল নেতৃবর্গ এসব কথা বলছেন, তাঁরা জানেন না, মহম্মদ সেলিম শুধু একটি পাঁচতারা হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করেননি, আরও অনেক পাঁচতারা হোটেলে দেখা করেছেন। এই নিয়ে অনেক সমালোচনার পরেও আমি ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তৃণমূলকে হারানোর জন্য তিনি পাশে থাকবেন।'

> **অনেক সমালোচনার পরেও আমি ওঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন, তৃণমূলকে হারানোর জন্য তিনি পাশে থাকবেন**
>
> **-হুমায়ুন কবীর**

সেলিম পাশে না থাকলেও নিজস্ব শক্তিতে ১৮২টি আসনে লড়াই করার হুঁশিয়ারিও দিয়ে রেখেছেন তিনি। এমনকি মিমের রাজ্যসভাপতি ইমরান সোলাঙ্কি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'যেভাবে সংবাদমাধ্যম বিষয়টি প্রচার করেছে, আর দলের মধ্যেই প্রশ্ন উঠছে, তাতে সত্যি বললেও কে মেনে নেবে? আর কেউ যোগাযোগ করবে? ভয়ে চুপ করে বসে আছে। কলকাতায় ফিরে আমি কথা বলব। হুমায়ুন কবীর, আইএসএফ, সিপিএম—সকলের সঙ্গে আমরা জোট করতে রাজি।'

হুমায়ুন নিয়ে ছুঁৎমার্গ কাটাচ্ছে আইএসএফও। জানা গিয়েছে, তাদের রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রশংসা করা হয়েছে হুমায়ুনের। পরবর্তী বৈঠকে হুমায়ুন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। কিন্তু এখনও সিপিএমের সঙ্গে আইএসএফের জোটের বিষয়টি নিশ্চিত নয়। নৌশাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, আসন নিয়ে আলিমুদ্দিনের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করা হলেও উত্তর পেতে দেরি হচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতেই মিম বা হুমায়ুন নিয়ে সিপিএম অবস্থান স্পষ্ট করেনি কিন্তু তাদের মন্তব্যে ক্রমশ চাপে রয়েছেন সেলিম। ফলে জোটের বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট। এই প্রসঙ্গে সেলিমের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তাঁকে পাওয়া যায়নি।

বিধায়কের বিরুদ্ধে পড়ুয়াদের মারার অভিযোগ

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : কয়েকজন উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া সাইকেলে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পিছনে ক্রমাগত হর্ন বাজিয়ে যাচ্ছিল বিধায়কের গাড়ি। তারপরেও নাকি ওই পড়ুয়ারা রাস্তা থেকে সরেননি! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে তাঁদের মারধর করেন ওই বিধায়ক। এমন চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠল নদিয়ার করিমপুরের তৃণমূল বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়ের বিরুদ্ধে।

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে বিধায়ক বলেন, 'যে অভিযোগ করা হচ্ছে, তা পুরোটাই মিথ্যা। আমি কারও গায়ে হাত তুলিনি। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেইসময় বিজেপির কয়েকজন নেতা আমাকে হেনস্তা করার চেষ্টা করেন। আমাকে হেয় করার জন্যই বিরোধীরা এই চক্রান্ত করেছে।'

পুরো ঘটনায় বিজেপি যোগের দাবি তুলছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। তবে পালটা বিজেপির দাবি, নিজের দোষ ঢাকতে এখন রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলছেন বিমলেন্দু। কোনও চক্রান্তই হয়নি। রবিবার সন্ধ্যায় মুরুটিয়ার বালিয়াডাঙা এলাকায় টিউশন পড়ে সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময় এই ঘটনা ঘটে দ্বাদশ শ্রেণির ওই পড়ুয়াদের সঙ্গে। সামনেই উচ্চমাধ্যমিক।

অভিভাবকদের দাবি, সরু রাস্তা হওয়ায় সরে যাওয়ার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বিধায়ক মেজাজ হারিয়ে কয়েকজনকে চড়-থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। বিধায়ককে ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। বিমলেন্দুর বাড়ির সামনে এই দাবিতে বিক্ষোভও চলে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে মুরুটিয়া থানার পুলিশ। ঘটনা খতিয়ে দেখছে জেলা প্রশাসন।

ওরা কাজ করে... *রামপুরহাটে সোমবার। ছবি- তথাগত চক্রবর্তী।*

নিবাসী শংসাপত্রের আবেদনে রেকর্ড

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে কলকাতায় নিবাসী শংসাপত্রের চাহিদা রেকর্ড ছুঁয়েছে। এমনটাই দাবি করছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা। হিসাব বলছে, গত ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত পুরসভায় প্রায় সাড়ে ১৪ হাজারের বেশি নিবাসী শংসাপত্রের জন্য আবেদন জমা পড়েছে। সাধারণত মাসে গড়ে ২০০টিরও কম নিবাসী শংসাপত্রের আবেদন জমা পড়ে পুরসভায়। কিন্তু এখন এসআইআর-এর আবহে প্রতিদিন গড়ে অন্তত ৮০টি করে শংসাপত্র পেতে আবেদন জমা পড়ছে, যা রেকর্ড মাত্রা ছাড়িয়েছে বলেই মত পুরসভার।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, এসআইআর-এর ফলে নাগরিকরা যাতে কোনওরকম সমস্যায় না পড়েন, সেই কারণে কলকাতা পুরসভার সদর দপ্তর ও বিভিন্ন বরো অফিসে নিবাসী শংসাপত্রের আবেদন গ্রহণের জন্য আলাদা ডেস্ক খুলতে হবে। সেই নির্দেশ মেনে পুরসভা কলকাতা সেক্টরের কালেক্টর অফিস মারফত নথি যাচাই করে তারপর শংসাপত্র অনুমোদন করা শুরু করে। ডব্লিউবিসিএস পর্যায়ের আধিকারিকরা এই অনুমোদনের দায়িত্বে আছেন। বর্তমানে শুধুমাত্র এসআইআর সংক্রান্ত প্রয়োজনের জন্যই এই আবেদন গ্রহণ করছে পুরসভা। শহরের সমস্ত কাউন্সিলারের কাছে এই সংক্রান্ত বিস্তারিত নির্দেশিকাও পাঠানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, কোনও ওয়ার্ডের বাসিন্দা নিবাসী শংসাপত্র পেতে চাইলে কোথায় আবেদন করবেন এবং কোন কোন নথিপত্র দেখাবেন, সেই বিষয়ে কাউন্সিলারদের স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। আবেদনকারীদের আধার কার্ড দেখানোর পাশাপাশি ভাড়াবাড়িতে থাকলে তার রসিদও আবেদনের সময় দেখানো বাধ্যতামূলক।

তবে নিবাসী শংসাপত্রের আবেদন সংখ্যা হঠাৎ বৃদ্ধির এই পরিসংখ্যান এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে মানতে নারাজ কলকাতা কালেক্টরেট কর্তৃপক্ষ। যদিও দেড়মাসে প্রায় সাড়ে ১৪ হাজারের বেশি আবেদন জমা পড়াকে নজিরবিহীন বলে মনে করছেন কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরা।

ওসিকে তলব ইডি'র

আসানসোল, ৯ ফেব্রুয়ারি : অভিযানের ঠিক ৬ দিনের মাথায় সোমবার কয়লা পাচার মামলায় তলব করা হলো আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের বুদবুদ থানার ওসি মনোরঞ্জন মন্ডলকে। একইভাবে কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে ডেকে পাঠায় অনুপ মাজি ওরফে লালা ঘনিষ্ঠ চিন্ময় মন্ডলকেও। এদিন সকালে দুজন কলকাতায় ইডির অফিসে যান।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সাতসকালেই বাংলার একাধিক জায়গায় অভিযানে চালায় ইডি। কয়লা পাচার মামলায় দুর্গাপুর, আসানসোল, বর্ধমান, দিল্লি সহ ৯টি জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছিলো । সূত্রের খবর, কয়লা পাচারের কালো টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে কোনপথে কার কার কাছে গেছে, তার খোঁজেই এই অভিযান ইডির।

সেদিন সদ্য বুদবুদ থানার ওসির দায়িত্ব পাওয়া মনোরঞ্জন মণ্ডলের দুর্গাপুরের অম্বুজানগরীর বাড়িতে হানা দিয়েছিলেন ইডি আধিকারিকরা। কয়েকদিন আগেই বুদবুদ থানায় পোস্টিং পেয়েছেন মনোরঞ্জন মণ্ডল।

অধরা আখতার, আদালতে গরহাজির

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আরজি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় 'হুইসলব্লোয়ার' আখতার আলিকে ঘিরে ক্রমশ রহস্য জোরালো হচ্ছে। সোমবার সিবিআইয়ের বিশেষ আদালতে তাঁর আত্মসমর্পণের কথা ছিল। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেননি। সকাল থেকেই সিবিআই আধিকারিক ও আইনজীবীরা তাঁর অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনও আবেদন জমা পড়েনি। এদিন একাধিকবার তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তাঁর ফোন বন্ধ রয়েছে।

শুক্রবার আরজি করের আর্থিক দুর্নীতিতে জামিন অযোগ্য ধারায় আখতারের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করার জন্য আসেন। কিন্তু আইনজীবী না থাকায় আত্মসমর্পণের আবেদন জমা দিতে পারেননি। জানিয়ে গিয়েছিলেন, এদিন নির্ধারিত সময়ে আসবেন। কিন্তু তাঁর দেখা পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন সিবিআই আধিকারিকরা। হাওড়ায় তাঁর দু'টি ঠিকানায় গিয়ে খোঁজ করা হয়েছে। তাঁর আত্মীয়রা জানিয়েছেন, তিনি বাড়িতে নেই। আদালতের নির্দেশ মেনেই সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকরা তাঁর বাড়িতে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। হাসপাতাল সহ অন্যান্য জায়গাতেও তাঁর খোঁজ করা হয়। তাঁকে পাওয়া যায়নি। এদিন তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তিনিও ফোন কেটে দেন। মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে ১৭ ফেব্রুয়ারি।

শুনানির সুযোগ দিতে হবে জলপাইগুড়ি পুরসভাকে

নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : জলপাইগুড়ি পুরসভায় প্রভিডেন্ট ফান্ড সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বকেয়া জমা না পড়ায় ফ্রিজ করা হয় চারটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। কিন্তু পুরসভার বক্তব্য শুনে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য আঞ্চলিক প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তাদের বক্তব্য না শুনে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল পুরসভা। সোমবার সেই মামলায় বিচারপতি কৃষ্ণা রাও নির্দেশ দিয়েছেন, আঞ্চলিক পিএফ কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের সঙ্গে সংযোগ সাধন করে ওই অ্যাকাউন্টগুলি ব্যবহার করতে দিতে হবে পুরসভাকে। তাদের অবস্থান জানাতে শুনানির সুযোগ দিতে হবে পুরসভাকে। এই নির্দেশ নৈতিক জয় হিসেবে ব্যাখ্যা করে পুরসভার চেয়ারম্যান সৈকত চট্টোপাধ্যায় বলেন, '২০১১ সাল থেকে যত বকেয়া ছিল আমি চেয়ারম্যান হওয়ার পরে এক দিনে প্রিন্সিপাল বকেয়া মিটিয়ে দিয়েছি। হঠাৎ করে নির্বাচনের আগে এভাবে অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়ায় আমি আদালতের দ্বারস্থ হয়েছি। তাই আদালতের নির্দেশ আমাদের কাছে আইনি ও নৈতিক জয়।'

অভিযোগ, ২০১১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়ি পুরসভার কর্মচারীদের পিএফ সংক্রান্ত বকেয়া মেটায়নি পুরসভা। এদিন পুরসভার তরফে আইনজীবী বিক্রমাদিত্য ঘোষ জানান, পিএফ কমিশনারের তরফে জানানো হয়, ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বকেয়া রয়েছে। কোনওরকম সার্টিফিকেট ইস্যু না করে ২ ফেব্রুয়ারি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হয়। তিনদিনের মধ্যে তাদের অবস্থান জানানোর জন্য শুনানির সুযোগ দেওয়া হোক। কত কিস্তিতে টাকা মেটাতে পারবে তা জানাবে পুরসভা। তার পরেই বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, যতক্ষণ না এই বিষয়ে যথার্থ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে পিএফ কর্তৃপক্ষ, ততদিন ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি চালাতে পারবে পুরসভা।

স্ক্রল না বোতাম টেপা আঙুল, ২৬-এর আসল খেলা কোন পিচে?

ভোট-পাখি

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি: ২০২৬-এর নির্বাচনের কুরুক্ষেত্র এখন আর শুধু ধুলো-মাখা রাজপথ বা ময়দানের জনসভা নয়। যুদ্ধটা এখন স্থানান্তরিত হয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত 'সার্ভার রুম'-এ। আপনার স্মার্টফোনের স্ক্রিনে তাকালে মনে হবে, অমুক দলের জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা, অথবা তমুক নেতার রাজনৈতিক কেরিয়ার ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল। ফেসবুকের ওয়ালে বা এক্স-হ্যান্ডেলের হ্যাশট্যাগে দিনরাত চলছে 'কার্পেট বম্বিং'।

কিন্তু পকেটের স্মার্টফোনটা অফ করে গ্রামের ধুলোমাখা চায়ের বেঞ্চে বা ট্রেনের কামরায় সাধারণ মানুষের পাশে এসে বসবেন, তখন ছবিটা আমূল বদলে যায়। 'ভোটপাখি'র আজকের বিশ্লেষণ—ডিজিটাল দুনিয়ার এই কৃত্রিম বা ম্যানুফ্যাকচার্ড তুফান কি আদতে বাংলার মাটির মানুষের মন বদলাতে পারছে? নাকি 'লাইক', 'শেয়ার' আর 'ভিউ'-এর অঙ্কে আত্মতৃপ্ত রাজনৈতিক দলগুলো দেওয়াল লিখনটাই মিস করে যাচ্ছে?

অ্যালগরিদম বনাম বাস্তব: দুই মেরুর বাসিন্দা

আজকাল রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে 'আইটি সেল' যেন ব্রহ্মাস্ত্র। শোনা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচনে সব দল মিলিয়ে কেবল সোশ্যাল মিডিয়া প্রচারেই কয়েকশো কোটি টাকা ঢালছে। ইউটিউবার, ইনফ্লুয়েন্সার আর কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের ময়দানে নামানো হয়েছে 'ভাড়াটে সৈনিক' হিসেবে। তাঁদের কাজ একটাই—একটা বিশেষ 'বয়ান' বা 'ন্যারেটিভ' তৈরি করা। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত এআই জেনারেটেড মিম আর রিলস দিয়ে বোঝানো হচ্ছে—সব কিছু দারুণ চলছে, অথবা প্রতিপক্ষ ধ্বংস হয়ে গেল।

কিন্তু কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রাম, জঙ্গলমহলের আদিবাসী পাড়া কিংবা সুন্দরবনের বাঁধের ধারের মানুষের কাছে এই ডিজিটাল বয়ানের আয়ু ঠিক কতটুকু? গ্রামের চায়ের দোকানের আড্ডা বা মোড়ের মাথার 'আসল' এক্সিট পোল বলছে অন্য কথা। সেখানে হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড বা টুইটার ঝড় নিয়ে আলোচনা হয় না; আলোচনা হয় একশো দিনের বকেয়া টাকা, রাস্তার গর্ত, আলুর অগ্নিমূল্য আর স্থানীয় নেতার দাদাগিরি নিয়ে। ভার্চুয়াল জগতের 'ঝড়' আর গ্রাউন্ড জিরোর 'বাস্তব'—এই দুইয়ের মধ্যে যে কয়েক যোজন ফারাক, সেটাই সম্ভবত এবারের নির্বাচনের সবথেকে বড় 'ফ্যাক্টর' হতে চলেছে।

পারসেপশন গেম: নাকি মগজধোলাই বিনোদন?

ভোট এখন অনেকটাই 'পারসেপশন' বা ধারণা তৈরির খেলা। দলগুলো ভাবছে, ইউটিউবে লক্ষ সাবস্ক্রাইবার ওয়ালা কোনও ইনফ্লুয়েন্সার যদি তাদের হয়ে দু'টো ভালো কথা বলে, তবেই বুঝি তরুণ প্রজন্মের ভোট পকেটে। কিন্তু বাংলার ভোটার অতটাও বোকা নন। তাঁরা স্মার্টফোনে ভিডিও দেখেন বিনোদনের জন্য, কিন্তু নেতা বাছতে গিয়ে তাঁরা দেখেন নিজের পকেটের অবস্থা আর পাড়ার পরিস্থিতি।

এক প্রবীণ রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে, "সোশ্যাল মিডিয়া হলো একধরনের প্রতিধ্বনি কক্ষ। এখানে আপনি যা শুনতে চান, অ্যালগরিদম আপনাকে সেটাই শোনায়। আপনি যদি তৃণমূলের সমর্থক হন, আপনার ফিডে কেবল তৃণমূলের প্রশংসাই ভাসবে, আর মোদিজি আপনার নেতা হলে, ফেসবুক ফিড দেখে মনে হবে বিজেপি রাজ্যে প্রায় ক্ষমতায় এসেই গেছে । এর ফলে দলের নেতারাও নিজেদের তৈরি করা ডিজিটাল বুদবুদে বাস করেন এবং ভাবেন তাঁরাই জিতছেন। কিন্তু ইভিএম মেশিনে অ্যালগরিদম খাটে না, সেখানে খাটে বিশ্বাস।"

স্পনসর্ড আবেগ বনাম নীরব বিপ্লব

বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে—ভোটার যখন নীরব হয়ে যান, তখনই শাসকের গদি টলে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যারা সবথেকে বেশি চেঁচামেচি করে, বা কমেন্ট বক্সে যারা রোজ বিপ্লব আনে, তারা ভোটের দিন লাইনে দাঁড়ায় কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু যে মানুষটা চুপ করে সব দেখছে, চায়ের দোকানে বসে কেবল মাথা নাড়ছে আর মুচকি হাসছে—তাঁরাই আসল 'গেমচেঞ্জার'।

২০২১ বা ২০২৪-এও দেখা গিয়েছিল, মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়ার হাওয়া এক কথা বলছে, আর রেজাল্ট বেরোনোর পর দেখা গেল সম্পূর্ণ উল্টো ছবি। ২০২৬-এও কি সেই সাইলেন্ট ভোটাররা বা 'নীরব বিপ্লবীরা' প্রস্তুত? ডিজিটাল কোলাহলের আড়ালে যে জনরোষ বা জনসমর্থন তৈরি হচ্ছে, তা মাপার যন্ত্র কোনো আইটি সেলের কাছে নেই।

শেষমেশ প্রশ্নটা বিশ্বাসযোগ্যতার। ফেসবুকে ভেসে আসা একটা ৩০ সেকেন্ডের এডিট করা ভিডিও দেখে কি কেউ নিজের রাজনৈতিক মতাদর্শ বদলে ফেলে? সম্ভবত না। বরং অতিরিক্ত প্রচার অনেক সময় ভোটারের মনে বিরক্তি তৈরি করে। মানুষ এখন বোঝে—কোনটা খবর আর কোনটা টাকার বিনিময়ে করা 'স্পনসর্ড' প্রচার।

২০২৬-এর লড়াইয়ে ডিজিটাল মিডিয়া প্রচারের একটা বড় হাতিয়ার ঠিকই, কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। সোশ্যাল মিডিয়া হাওয়া তৈরি করতে পারে, কিন্তু ঢেউ তুলতে পারে না। মনে রাখবেন, যে আঙুল স্মার্টফোনের স্ক্রিন স্ক্রল করে, আর যে আঙুল ইভিএমের বোতাম টেপে—তাদের ভাষা সবসময় এক হয় না। যারা ডিজিটাল ঝড় দেখে নিশ্চিন্তে এসি রুমে বসে আছেন, ভোটের ফল বেরোনোর দিন তাদের জন্য বড় চমক অপেক্ষা করতেই পারে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৬২ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২৭ মাঘ ১৪৩২

পন্থায় সংকট

বামপন্থা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়। সংবাদে লক্ষ লক্ষ শব্দ খরচ হয়। পান থেকে চুন খসলে বাম মতাদর্শের গেল গেল রব ওঠে। দক্ষিণপন্থার চর্চা তুলনায় অনেক কম। কাকে বলে দক্ষিণপন্থা- সেই ধারণাও কিছুটা অস্পষ্ট। বিভ্রান্তিও কম নয়। বামপন্থীরা অতীতে মহাত্মা গান্ধির দর্শন কিংবা জওহরলাল নেহরুর ভাবনাকে দক্ষিণপন্থা বলে অভিযোগ করতেন। যদিও ভারতে উদার গণতান্ত্রিক ভাবনার খোলা হাওয়া যেটুকু এসেছিল, তাতে নেহরুর অবদান অসীম।

প্রসঙ্গটি আলোচনায় আনার কারণ, সাধারণ অর্থে দক্ষিণপন্থা এখন বিশ্বের প্রধান চালিকা শক্তি হয়ে উঠছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন, পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির বিপর্যয় এবং চিনের ক্রমশ আধিপত্যবাদী চেহারা বামপন্থাকে পৃথিবীতে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। ভারতবর্ষে বামদলগুলি নিয়ে চর্চা কম নয় বটে। কিন্তু প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নে বামপন্থা অত্যন্ত দুর্বল। যেটুকু টিকে আছে, তার অধিকাংশ বিবৃতি সর্বস্ব। বাম ভাবনার জগতে যেমন দৈন্য প্রকট, তেমন সাংগঠনিক বিস্তার অতি সীমাবদ্ধ।

সাধারণ ধারণা হচ্ছে- দক্ষিণপন্থা সার্বিকভাবে গণতন্ত্রবিরোধী। দক্ষিণপন্থা মানেই যেন স্বৈর শাসন। হিটলার, মুসোলিনির কিংবা আয়াতোল্লা খামেইনির মতো কার্যকলাপ। অথচ গণতান্ত্রিক অনেক দেশ অতীতের মতো বর্তমানে দক্ষিণপন্থী শাসকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। শুধু ভারত নয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার বড় উদাহরণ। যেখানে দক্ষিণপন্থী রাজনীতি টিকিয়ে রাখা হচ্ছে গণতন্ত্রের মোড়কে। অন্য অর্থে গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখছে দক্ষিণপন্থী ভাবনার শাসককে।

যদিও গণতন্ত্রের কাঠামো থাকলেও সেক্ষেত্রে দূরে থাকে উদার, বহুত্ববাদী, বৈষম্যবিরোধী, ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা। যা পাশ্চাত্যের অনেক দেশে ও ভারতবর্ষের আজকের প্রবণতা। সেই প্রভাবে দক্ষিণপন্থায় প্রভাবিত সমাজ গড়ে উঠছে। পশ্চিমবঙ্গে যেমন অতীতে বামপন্থায় প্রভাবিত সমাজ তৈরি হয়েছিল। সেই তৈরি হওয়ার পিছনে যে অটুট বিশ্বাসে খামতি ছিল, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কেন না, বাম শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাম প্রভাবিত সমাজও ভেঙে পড়েছে।

বিশ্বে এখন নতুন প্রবণতায় প্রতিযোগিতা চলছে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেই। ভালো বা খারাপ দক্ষিণপন্থা বলার জো নেই। বরং দুই দক্ষিণপন্থী দলের লড়াই বামপন্থার বিকাশকে আটকে দিচ্ছে। দক্ষিণপন্থার এই দ্বিমেরুকরণের মোকাবিলায় দিশাহীন বামপন্থীরা। একসময় কংগ্রেস না বিজেপি- কে প্রধান শত্রু, তা নির্ধারণ করতে দলিলের পর দলিল লেখা হয়েছে। এখন তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কে প্রধান প্রতিপক্ষ, তা নিয়ে বিভ্রান্তি বাম দলগুলিতেই।

এর অন্যতম কারণ বাম ও দক্ষিণপন্থী ভাবনা অনেক ক্ষেত্রে গুলিয়ে যাওয়া। সেই গুলিয়ে যাওয়ার কারণে বামের ভোট রামে দেওয়ার ভাবনা তৈরি হতে পেরেছিল। তাতে বাম পরিচয়ের কিছু মানুষের দ্বিধা হয়নি। আবার দক্ষিণপন্থী দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যে ভেদরেখা কার্যত অদৃশ্য। বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক হোক, প্রতিবেশী দেশকে আক্রমণ হোক কিংবা ধর্মের ক্ষেত্রে দলগুলির পার্থক্য প্রকাশ্যে নেই।

ফলে দক্ষিণপন্থী ভাবনার মানুষের এই দলগুলির মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে সমস্যা হয় না। যে দলকেই সেই মানুষটি ভোট দিন, তাতে তাঁর মূল ভাবনার সঙ্গে সংগতি থাকে। এই যে পার্থক্যহীন দলগুলি পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে, তার পিছনে কোনও মতাদর্শ থাকে না, থাকে শুধু ভোটের তাগিদ, ক্ষমতার লিপ্সা। ফলে এই প্রতিযোগিতা আসলে সুবিধাবাদের প্রতিফলন।

অন্যদিকে, সংকটের দিক থেকে বাম ও ডানপন্থা কার্যত একই পাল্লায় উঠে পড়েছে। নতুন করে বামমনস্কতা তৈরি হওয়া কঠিন। একইভাবে দক্ষিণপন্থার বৌদ্ধিক দিক বলে আজকাল আর কিছু নেই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে রিপাবলিকান দলের অন্দরে প্রথম প্রথম যে ভিন্ন সুর উঠত, তা আর অবশিষ্ট নেই। যে কোনও ভিন্ন সুরে একটা মতের প্রতিফলন থাকে। এখনকার দক্ষিণপন্থা সেই ভিন্ন মতের মূল উৎপাটন করে ফেলেছে। বাম ও দক্ষিণপন্থার ধোঁয়াশাগুলি আজকের বিশ্বের বড় সমস্যা।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা- ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া।

- শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

ঘামের দামে কেনা সস্তা স্বাধীনতা

খাতায়-কলমে আমরা স্বাধীন, কিন্তু দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ আজও মহাজনের 'দাদন'-এর অদৃশ্য শিকলে বাঁধা।

নীহারিকা সরকার

আমরা সস্তায় বিশ্বাসী। সস্তার বাড়ি, সস্তার ইট, সস্তার চাল, আর সবশেষে—সস্তার শ্রম। সকালবেলা চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার সময় বা শহরের বুকে মাথা তোলা বহুতল ফ্ল্যাটের দিকে তাকিয়ে আমরা কি একবারও ভাবি, এই 'সস্তা'র পিছনে আসলে কতটা চড়া দাম চোকাতে হয়েছে কাউকে? সেই দাম টাকার অঙ্কে নয়, চোকানো হয়েছে মানুষের ঘাম, রক্ত আর আজীবনের পরাধীনতা দিয়ে। খাতায়-কলমে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক, সংবিধান আমাদের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু বাস্তবটা হল, ২০২৬ সালের ঝকঝকে ভারতেও লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাজনের 'অ্যাডভান্স' বা 'দাদন'-এর অদৃশ্য শিকলে বাঁধা। তাঁদের স্বাধীনতা মহাজনের খাতায় বন্দি, আর তাঁদের শ্রম বিক্রি হয় জলের দরে।

সম্প্রতি আইনি বিশেষজ্ঞ টিনা কুরিয়াকোস জেকব যা তুলে ধরেছেন, তা আমাদের তথাকথিত 'সভ্য' সমাজের গালে সপাটে এক চড়। তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন, ব্রিটিশ আমল আর আজকের ভারতের মধ্যে তফাতটা কেবল ক্যালেন্ডারের পাতায়। আইন পালটাচ্ছে, আইপিসি বদলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আসছে, কিন্তু শ্রমিকের কপালে লেখা 'ক্রীতদাস' তকমাটা মুছছে না।

দাদনের মরণফাঁদ : উত্তরবঙ্গ থেকে দিল্লি

আমাদের উত্তরবঙ্গের কথাই ধরুন। তরাই-ডুয়ার্সের ধুঁকতে থাকা চা বাগান হোক বা মালদা-দিনাজপুরের প্রত্যন্ত গ্রাম—গল্পটা সব জায়গায় এক। অভাবের সংসার। হঠাৎ কারও অসুখ, মেয়ের বিয়ে বা উৎসবের খরচ। মহাজন বা ফড়ে এসে হাতে গুঁজে দিল দশ-বিশ হাজার টাকা। ব্যাস! ওটাই তার পায়ে পরিয়ে দিল অদৃশ্য শিকল। এরপর সেই টাকা শোধ করতে তাকে পাড়ি দিতে হবে ভিনরাজ্যে—কেরল, তামিলনাডু বা দিল্লির সীমানায় কোনও এক অন্ধকার ইটের ভাটায় বা কারখানায়।

টিনা জেকবের গবেষণা ও মাঠপর্যায়ের তথ্য বলছে, এই দাদন শ্রমিকদের ৯০ শতাংশই আসেন তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায় থেকে। অর্থাৎ, আঘাতটা সরাসরি সমাজের সেই অংশের ওপর, যাঁদের আমরা বরাবরই প্রান্তিক করে রেখেছি। অভাবের সুযোগ নিয়ে দালালরা তাঁদের 'শহরের ভালো চাকরি'র স্বপ্ন দেখায়। কিন্তু গন্তব্যে পৌঁছানোর পর দেখা যায়, স্বপ্নটা আসলে এক ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন। দিনে ১৪-১৫ ঘণ্টা হাড়ভাঙা খাটুনি, জুট মিলের ধুলো বা কেমিকেল কারখানার বিষাক্ত বাতাস—বিনিময়ে মেলে সামান্য খোরাকি আর অকথ্য গালাগাল। পালাবার পথ নেই, কারণ আপনি তো 'ঋণী'। মহাজনের খাতায় সুদের অঙ্ক বাড়তে থাকে চক্রবৃদ্ধি হারে, যা শোধ করতে গিয়ে বাবার ঋণ ছেলের ঘাড়ে, ছেলের ঋণ নাতির ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। একেই বলে বংশানুক্রমিক দাসত্ব।

আইনের গোলকধাঁধায় হারিয়ে যাওয়া বিচার

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে, দেশে তো আইন আছে। নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতা এসেছে। সরকার দাবি করছে, মানব পাচার বা ট্রাফিকিং রুখতে বিএনএস-এর ১৪৩ ধারা অনেক বেশি শক্তিশালী। কিন্তু সমস্যাটা আইনের ধারায় নয়, সমস্যাটা আইনের প্রয়োগে এবং মানসিকতায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পুলিশ বা প্রশাসন অনেক সময়ই 'বন্ডেড লেবার' বা দাদন শ্রমিকদের মামলা নিতে চায় না। কেন জানেন? কারণ 'বন্ডেড লেবার সিস্টেম (অ্যাবলিসন) অ্যাক্ট, ১৯৭৬' অনুযায়ী মামলা হলে জেলা প্রশাসনকে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে হয়, উদ্ধার হওয়া শ্রমিককে তৎক্ষণাৎ আর্থিক সাহায্য দিতে হয় এবং তার পুনর্বাসনের দায়িত্ব নিতে হয়। প্রশাসনের কাছে এটা একটা 'ঝামেলা'। তার চেয়ে সোজা হল, মারামারি বা সাধারণ পাচারের মামলা ঠুকে দেওয়া। এতে খাতায়-কলমে কাজও হল, আবার প্রশাসনের ওপর আর্থিক চাপও পড়ল না। টিনা জেকবের কথায়, আমাদের বিচার ব্যবস্থা এই মানুষগুলোর প্রতি সংবেদনশীলই নয়। একজন গরিব শ্রমিক যখন পুলিশের কাছে যায়, তখন পুলিশ তাঁকে 'ভুক্তভোগী' হিসেবে না দেখে, অনেক সময় আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখে। নতুন আইনে 'শোষণ'-এর সংজ্ঞা বিস্তৃত করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু মাঠপর্যায়ে পুলিশ অফিসারের কাছে সেই ব্যাখ্যা কতটা পরিষ্কার, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

খাতায়-কলমে আমরা স্বাধীন, কিন্তু মহাজনের 'দাদন'-এর অদৃশ্য শিকলে আজও বাঁধা লক্ষ লক্ষ মানুষ। আইন বদলায়, সরকার বদলায়, কিন্তু এঁদের ভাগ্য বদলায় না। উদ্ধার হওয়ার পরেও পুনর্বাসনের অভাবে পেটের খিদে তাঁদের আবার সেই নরকেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। প্রশ্ন একটাই—ঘামের দামে কেনা এই সস্তা স্বাধীনতাই কি আমাদের কাম্য?

পুনর্বাসনের নামে প্রহসন

সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি এবং এই লেখার শিরোনামের সার্থকতা লুকিয়ে আছে 'পুনর্বাসন' বা রিহ্যাবিলিটেশন-এর বাস্তব চিত্রে। ধরা যাক, কোনও এনজিও বা আদালতের নির্দেশে একদল শ্রমিককে ইটের ভাটা থেকে উদ্ধার করা হল। তাঁদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল একটা 'রিলিজ সার্টিফিকেট' বা মুক্তির শংসাপত্র। সরকার নিয়ম করেছে, উদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ৩০ হাজার টাকা তাৎক্ষণিক সাহায্য দেওয়া হবে এবং পরে আরও ১ থেকে ২ লক্ষ টাকা পুনর্বাসনের জন্য দেওয়া হবে।

কিন্তু বাস্তব চিত্রটা শুনলে শিউরে উঠবেন। সরকারি তথ্যই বলছে, গত কয়েক বছরে উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের একটা বড় অংশ এক পয়সাও ক্ষতিপূরণ পাননি। অনেকে ৫-৬ বছর ধরে আদালতের চক্কর কাটছেন সেই প্রতিশ্রুত টাকার জন্য। ভাবুন তো, যে লোকটা আজ নরক থেকে উদ্ধার পেল, কাল তাঁর পেটে ভাত জুটবে কোথা থেকে? হাতে টাকা নেই, কাজ নেই, সমাজ তাঁকে গ্রহণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত। ফল যা হওয়ার তাই হয়—পেটের তাগিদে সেই শ্রমিক আবার পুরোনো মহাজনের কাছেই হাত পাততে বাধ্য হন। আবার সেই দাদনের ফাঁদ। আবার সেই ক্রীতদাস জীবন। উদ্ধার হওয়ার পরেও যদি খিদে মেটানোর জন্য আবার নিজেকেই বিক্রি করতে হয়, তবে সেই স্বাধীনতার দাম কত? বড়ই সস্তা নয় কি?

আমাদের দায় এবং আগামীর পথ

উত্তরবঙ্গের যে তরুণটি কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল, বা যে মেয়েটি পরিচারিকার কাজ করতে গিয়ে আর ফিরল না—তাদের দায় কি আমাদের নয়? ১৯৭৬ সালে আইন তৈরি করে বলা হয়েছিল, বন্ডেড লেবার নিষিদ্ধ। আজ ২০২৬। পঞ্চাশ বছর পার করেও আমরা কেন মাত্র ৩ লক্ষ মানুষকে উদ্ধার করতে পারলাম? যেখানে বেসরকারি হিসেবে সংখ্যাটা কোটির ঘরে? এর উত্তর লুকিয়ে আছে আমাদের মজ্জাগত উদাসীনতায়। আমরা সস্তা শ্রম চাই, তাই আমরা প্রশ্ন করি না।

আইনের নতুন মোড়ক বা বিএনএস-এর নতুন ধারা দিয়ে এই গভীর অসুখ সারানো যাবে না। রিলিজ সার্টিফিকেট নামের কাগজটা হয়তো তাকে আইনি স্বাধীনতা দেয়, কিন্তু পেটের খিদে তাকে আবার সেই পুরোনো মহাজনের কাছেই ফিরিয়ে নিয়ে যায়। যতক্ষণ না এই ঘামের সঠিক দাম আমরা দিতে পারছি, যতক্ষণ না 'পুনর্বাসন' মানে কেবল কাগুজে প্রতিশ্রুতি থেকে বেরিয়ে এসে মাথা গোঁজার ঠাঁই আর নিশ্চিত রোজগার হচ্ছে—ততক্ষণ এই স্বাধীনতা বড়ই ঠুনকো।

মালের চা শ্রমিক মহল্লা থেকে মানিকচকের নদীবাঁধ—মানুষ মুক্তি চায়। কিন্তু সেই মুক্তি যদি হয় কেবলই অনাহারে দিন কাটানোর স্বাধীনতা, তবে সেই স্বাধীনতার কোনও অর্থ নেই। ঘামের দামে কেনা এই সস্তা স্বাধীনতার দিন শেষ হওয়া দরকার। না হলে, আমরা যতই 'বিশ্বগুরু' হওয়ার স্বপ্ন দেখি না কেন, আয়নায় নিজেদের মুখ দেখলে সেখানে এক আদিম, অমানবিক সমাজের ছবিই ফুটে উঠবে—যেখানে মানুষের জীবনের চেয়ে ইটের ভাটার ইটের দাম বেশি।

(লেখক সমাজতত্ত্ববিদ)

আজ

১৯৭৪

অভিনেতা পাহাড়ি সান্যাল প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৪২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

এসআইআর-এ ১৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এটা শুধু সংখ্যা নয়, এ রাষ্ট্রের লাগানো আগুনে মানুষের চিৎকার। রাষ্ট্রের খাতায় ঠাঁই পায় প্রাণের বদলে পরিসংখ্যান। শাসকের বুটের তলায় পিষে যায় বিবেক, সত্য আর সম্মান। আমি অস্বীকার করি – এই হঠকারিতা, এই তালিকার শাসন, এই ভয়ের রাজত্ব। আমি অস্বীকার করি – রাষ্ট্রের নামে রক্তের ঋণ, আমি অস্বীকার করি – রক্তের উপর কালির শাসন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

পুনের শ্রী খণ্ডোবা মন্দিরে অনেক ভক্ত ষাঁড় নিয়ে এসেছিলেন। ষাঁড়গুলিকে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আচমকা একটি ষাঁড় ক্ষিপ্ত হয়ে দৌড়োতে থাকে। ভক্তরা প্রাণভয়ে পালাতে থাকেন। ভাইরাল 'ভোলা'র তাণ্ডব।

ভাইরাল/২

কানপুরের একটি বেসরকারি ব্যাংকের মহিলাকর্মী এক গ্রাহকের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন। রেগে গিয়ে তিনি গ্রাহককে গালিগালাজ করে বলেন, 'আমি ঠাকুর, আমার সঙ্গে লাগতে এসো না'। ল্যাপটপ তুলে গ্রাহকের দিকে ছুড়ে মারতে তিনি উদ্যত হন।

জনমন

জনমত

ব্যাটিংয়ে মুগ্ধ করলেন বৈভব

পৌরাণিক কাহিনীতে দেবাদিদেব শিব ঠাকুরের তাণ্ডবনৃত্য বা প্রলয় নাচনের কথা আমরা জেনেছি। কিন্তু ৬ ফেব্রুয়ারি জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারারের মাঠে ১৫ বছর ছুঁইছুঁই বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটিং তাণ্ডব দেখে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব শিহরিত হয়ে গিয়েছে।

প্রধানত বাঁহাতি ব্যাটার বৈভবের ৮০ বল খেলে ১৭৫ রানের ধুন্ধুমার ব্যাটিং বিক্রমের (১৫টা চার এবং ১৫টা ছয়) জন্যই আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারত ৪১১ রানের বিশাল স্কোর তুলতে পেরেছিল। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডও যথাসাধ্য চেষ্টা করে দলের স্কোরটাকে ৩১১ রান পর্যন্ত নিয়ে যেতে পেরেছিল। তফাত একটাই, ইংল্যান্ড দলে বৈভবের মতো বিধ্বংসী মারকুটে ব্যাটার ছিল না। ফলে ভারত ১০০ রানে বিজয়ী হয়ে ষষ্ঠবারের জন্য আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ট্রফি দখল করে নিল।

এই বিশ্বকাপ বিজয়ী ভারতীয় দলের অধিনায়ক আয়ুষ মাত্রে, উইকেটরক্ষক অভিজ্ঞান কুণ্ডু ও অন্য সদস্যদের জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। এই দলের বেশ কয়েকজন ক্রিকেটার হয়তো আগামীদিনে সিনিয়ার ভারতীয় দলেও সুযোগ পেয়ে যাবে। তবে অসামান্য মারকুটে ব্যাটিং দক্ষতার জোরে, বৈভব সম্ভবত আগামী বছরেই ভারতীয় সিনিয়ার দলে সুযোগ পেয়ে যাবে।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

শুধুই ভাতা নির্ভরতা

কেন্দ্রীয় বাজেট প্রকাশিত হতেই পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'এ বাজেট দিশাহীন। এখানে কর্মসংস্থানের কোনও দিশাই নেই। নির্মলা সীতারামন শুধুই ভাট বকেছেন সংসদে।' কিন্তু রাজ্য বাজেটও কি দিশা দেখাতে পেরেছে?

সদ্য পেশ হওয়া রাজ্য বাজেটে (ভোট অন অ্যাকাউন্ট) অর্থমন্ত্রী সরকারি কর্মচারীদের ৪ শতাংশ ডিএ দিয়ে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছেন। কর্মসংস্থানের বদলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৫০০ টাকা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায় ফিরে এলে আগামী অগাস্ট মাস থেকে বাম আমলের বাতিল হওয়া বেকার ভাতা পুনরায় ফিরিয়ে আনার কথা ঘোষণা করা হয়। সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে গ্রিন পুলিশ এবং সর্বশিক্ষা মিশনের কর্মীদের এই দুর্মূল্যের বাজারে মাত্র হাজার টাকা ভাতা বাড়ানো হয়। মাত্র দু'মাসের জন্য হলেও পুরো বাজেটটাই ভাতাকেন্দ্রিক। এখানে কর্মসংস্থানের উল্লেখ কোথাও নেই।

যদিও মাননীয়ার কথায় রাজ্যে শিল্প ও কর্মসংস্থানের জোয়ার বইছে। রাজ্যের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষকে তিনি দারিদ্র্যসীমার বাইরে বের করে এনেছেন। একমাত্র এই রাজ্যই নাকি অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন দেয়। যদিও বেকার ভাতা থেকে একাধিক বিষয় ক্ষমতায় ফিরে এসে চালু করার কথা তিনি ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ পুনরায় ফিরে এলে তবে! তাহলে পশ্চিমবঙ্গে সরস্বতীর বিসর্জন দিয়ে শুধুই এখন লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। কর্মসংস্থান ও শিল্পের বদলে শুধুই ভাতা নির্ভরতা। তাহলে এ বাজেট কোন দিশা দেখাল সেটাই বড় প্রশ্ন।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

সংসদীয় নির্বাচন ও নারী নেতৃত্ব

ভোটে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ও গুণগত রাষ্ট্র সংস্কারের মধ্য দিয়ে এক নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছেন নাগরিকেরা।

শেখর সাহা

পরিকল্পনামাফিক চললে ১২ ফেব্রুয়ারি হতে চলেছে বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এটি কেবল কোনও রুটিনমাফিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়া নয়, বরং ২০২৪-এর গণ আন্দোলন ও শেখ হাসিনার পতনের পরবর্তী এক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণ। দীর্ঘদিনের কর্পোরেট-আমলাতান্ত্রিক শাসনের অবসানের পর রাষ্ট্র যে সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে, তা মূলত ক্ষমতার চেয়েও বেশি কাঠামোগত। নির্বাচন একসময় কেবল আনুষ্ঠানিকতায় রূপ নিলেও, এবারের ভোটকে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তনের সুযোগ হিসেবে দেখছেন সাধারণ মানুষ। তবে বাম রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, প্রশ্নটি মৌলিক— এই নির্বাচন কি প্রচলিত শোষণের কাঠামো ভাঙবে, নাকি কেবল শাসকের পরিবর্তন ঘটাবে?

প্রতিনিধিত্বের লড়াই ও লিঙ্গবৈষম্য

এই নির্বাচনের গুরুত্ব সুদূরপ্রসারী, কারণ এটিই নির্ধারণ করবে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ধর্মনিরপেক্ষতা, সামাজিক ন্যায় ও নাগরিক অধিকারের গতিপথ। এমন এক ক্রান্তিকালে নারী প্রার্থীদের সংখ্যা ও অংশগ্রহণ বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের তথ্যানুযায়ী, ১,৯৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে নারী মাত্র ৭৮ জন, যা মোট সংখ্যার মাত্র ৩.৯ শতাংশ। এর মধ্যে স্বতন্ত্র হিসেবে লড়ছেন ১৭ জন নারী। দেশের অর্ধেকের বেশি জনসংখ্যা নারী হওয়া সত্ত্বেও নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে তাঁদের এই সামান্য উপস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারীরা এখনও কাঠামোগতভাবে প্রান্তিক পর্যায়ে রয়ে গিয়েছেন।

(বাঁদিক থেকে) ডাঃ মনীষা চক্রবর্তী ও ডাঃ তাসনিম জারা।

শীর্ষ নেতৃত্ব ও তৃণমূলের বাস্তবতা

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নারী নেতৃত্বের এক অদ্ভুত দ্বৈত রূপ দেখা যায়। একদিকে রাষ্ট্রের শীর্ষ পদে দশকের পর দশক নারীরা আসীন ছিলেন, অন্যদিকে তৃণমূল বা সংসদীয় রাজনীতিতে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বা সাংগঠনিক শক্তিতে নারীরা আজও পিছিয়ে। দলীয় কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ এখনও কাঙ্ক্ষিত স্তরে পৌঁছায়নি। এই সীমাবদ্ধতার দেওয়াল ভেঙে এবার আলোচনায় উঠে এসেছেন দুই পেশাজীবী নারী— ডাঃ মনীষা চক্রবর্তী ও ডাঃ তাসনিম জারা। চিকিৎসা পেশার মানবিক দায়বদ্ধতা থেকে তাঁরা সরাসরি জনগণের কাতারে এসে দাঁড়িয়েছেন, যা রাজনীতির চিরাচরিত ধারায় এক নতুন সংকেত দিচ্ছে।

রাজনীতির বিকল্প ও নৈতিক ধারা

আলোচিত এই দুই প্রার্থী রাজনীতিতে এক ধরনের যুক্তিবাদী ও নৈতিক বিকল্প হাজির করছেন। ডাঃ মনীষা চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে জনস্বাস্থ্য ও প্রান্তিক মানুষের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে এক পরিচিত নাম। তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্টত ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়ের পক্ষে। অন্যদিকে ডাঃ তাসনিম জারা নতুন প্রজন্মের কাছে বিজ্ঞানমনস্কতা ও নাগরিক সচেতনতার প্রতীক। কোভিড-পরবর্তী সময়ে সঠিক স্বাস্থ্যবার্তা পৌঁছে দিয়ে তিনি আস্থা অর্জন করেছেন। তাঁদের এই অংশগ্রহণ প্রমাণ করে যে, রাজনীতি কেবল পেশাদার রাজনীতিবিদদের হাতে বন্দি থাকবে না; বরং পেশাজীবী ও সচেতন নাগরিকদেরও এখানে বড় ভূমিকা পালনের সুযোগ রয়েছে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক রাষ্ট্র ও আগামীর পথ

বাংলাদেশের উন্নয়নকে টেকসই করতে হলে নারীর সামাজিক অবদানকে রাজনৈতিক ক্ষমতায় রূপান্তরিত করা অপরিহার্য। নারীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা বা নিরাপত্তার প্রশ্নগুলোকে আলাদা 'নারী ইস্যু' হিসেবে না দেখে রাষ্ট্রের মূল অ্যাজেন্ডাভুক্ত করতে হবে। দলীয় সিদ্ধান্তে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি ছাড়া প্রকৃত মানবিক রাষ্ট্র গঠন অসম্ভব। মনীষা চক্রবর্তী বা তাসনিম জারার মতো প্রার্থীরা হয়তো রাতারাতি সবকিছু বদলে দেবেন না, কিন্তু তাঁরা এমন এক রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দিয়েছেন যেখানে সাধারণের কল্যাণ ও বিজ্ঞানমনস্কতা প্রাধান্য পায়। দীর্ঘমেয়াদে এই সুস্থ ধারাই বাংলাদেশ চাইছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৬৬

পাশাপাশি : ১। অষ্টবসুর একজন অথবা সূর্যের আর এক নাম ৩। বলিউডের একজন সংগীত পরিচালকের ডাকনাম ৫। নখ দিয়ে পরস্পরকে আঘাত করা ৬। পরমাণুবাদের প্রবক্তা প্রথম ভারতীয় ঋষি ৭। আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে বিধস্ত মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশ ৯। রামায়ণের রাম ১২। পদ্মের ডাঁটা ১৩। বিনাশ বা ধ্বংস।

উপর-নীচ : ১। পাশ না হওয়া আইনের খসড়া ২। যেখানে সহজে যাওয়া যায় ৩। প্রাসাদের চারপাশে সুরক্ষার জন্য কাটা খাল ৪। কশ্যপ মুনির বাবা ৫। সোনার সঙ্গে মেশানো অন্য ধাতু ৭। এখানেই শেষ ৮। জলের শব্দ ৯। মিথ্যা প্রচার ১০। একটি ক্রিয়াপদ দিয়ে রচিত ৫টি শ্লোক ১১। ব্যবসায় খ্যাতি।

সমাধান ■ ৪৩৬৫

পাশাপাশি : ১। দুর্বাসা ৪। বেহাগ ৫। বাহ ৭। মশক ৮। দণ্ডবৎ ৯। ঝকমারি ১১। অসম ১৩। তিল ১৪। হংস ১৫। তীবর।

উপর-নীচ : ১। দুর্গম ২। সাবেক ৩। বাগদাদ ৬। হঠাৎ ৯। ঝটিতি ১০। রিক্তহস্ত ১১। অসতী ১২। মকর।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

সচিবদের হাতে এবার ‘প্রোগ্রেস রিপোর্ট’

কেন্দ্রের কাজে কর্পোরেট ছোঁয়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইস্কুলবেলায় পরীক্ষার খাতা হাতে পাওয়ার পর বুক ধকধক করত না? ঠিক সেই ভয়টাই এবার তাড়া করে ফিরছে দিল্লির সাউথ ব্লকের বাঘা বাঘা আমলাদের! এতদিন তাঁরাই ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, অন্যের কাজের বিচার করতেন। কিন্তু দিন বদলেছে। এবার খোদ কেন্দ্রীয় সচিবদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে ‘প্রোগ্রেস রিপোর্ট’। সহজ কথায়, মোদি সরকারের শীর্ষ আমলাদের এখন রীতিমতো নম্বর পেতে হবে— পাশ-ফেলের অঙ্ক কষতে হবে প্রতি মাসে। লাল ফিতের ফাঁস আলগা করতে এ এক নজিরবিহীন দাওয়াই!

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার সচিবালয় থেকে সচিবদের কাছে পাঠানো হয়েছে ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্কোরকার্ড’। তাতে স্পষ্ট লেখা— কে কত নম্বর পেলেন। ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। বিষয়? দপ্তর চালানো, ফাইলের পাহাড় কমানো আর জনসেবা। জানা গিয়েছে, ক্যাবিনেট সচিব ডঃ টিভি সোমানাথান জানুয়ারি মাসের প্রথমেই গত তিন মাসের (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০২৫) রিপোর্ট কার্ড বা মার্কশিট ধরিয়ে দিয়েছেন সচিবদের হাতে।

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল- এখানেও আছে ‘নেগেটিভ মার্কিং’! এতদিন জেইই বা নিট পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং শুনেছেন, এবার সেটা আমলাতন্ত্রেও।

ফাইল নিষ্পত্তি (২০ নম্বর) : টেবিলে ফাইল জমিয়ে রাখলেই নম্বর কাটা। সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে ফাইল ছাড়ার গতিতে।

খরচ ও কাজ (৩০ নম্বর) : বরাদ্দের টাকা ঠিকঠাক খরচ হচ্ছে তো? স্কিমগুলোর অগ্রগতি কেমন? এর ওপর থাকছে ৩০ নম্বর।

নেগেটিভ মার্কিং (১২ নম্বর) : এটাই আসল ‘বোমা’। যদি কোনও সচিব অকারণে বিদেশ ভ্রমণে যান বা এলাহি খরচ করেন, কিংবা ছোট ও মাঝারি শিল্প-র পাওনা মেটাতে দেরি করেন— তবে সটান ১২ নম্বর কাটা যাবে! অর্থাৎ, সরকারি টাকায় ফুর্তি বা গড়িমসি- দুই-ই এখন বিপজ্জনক।

আসলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলেছেন, সরকারি কাজে দেরি বা দীর্ঘসূত্রতা বরদাস্ত করা হবে না। সেই নির্দেশকেই বাস্তবে রূপ দিতে এই স্কোরকার্ড। ক্যাবিনেট সচিব সাফ জানিয়েছেন, ‘জনতা রেজাল্ট চায়, অজুহাত নয়।’ তিনি যুক্তি দিয়েছেন, যদি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ইতিহাসের ছাত্রের সঙ্গে ফিজিক্সের ছাত্রের নম্বরের তুলনা হতে পারে, তবে বিভিন্ন দপ্তরের কাজের তুলনা হবে না কেন? ১০০ শতাংশ নিখুঁত মাপকাঠি নেই বলে কি মাপজোখই হবে না?

দিল্লির অলিন্দে এখন একটাই গুঞ্জন- তবে কি ব্রিটিশ আমল থেকে চলে আসা সেই তথাকথিত ‘বাবু কালচার’-এর দিন শেষ? এতদিন এসিআর বা বার্ষিক রিপোর্টে ওপরওয়ালার মনরক্ষা করলেই চলত। কিন্তু এই নতুন ব্যবস্থায় পুরোটাই হবে অঙ্কের হিসাবে। নিজের দপ্তরের সঙ্গে তো বটেই, অন্য দপ্তরের সঙ্গেও পাল্লা দিতে হবে সচিবদের।

আমজনতার জন্য এটা নিঃসন্দেহে সুখবর। কারণ, ফাইলের গতির সঙ্গে উন্নয়নের গতি সমানুপাতিক। যদি শীর্ষস্তরের আমলারা মার্কশিটের ভয়ে তড়বড় করে কাজ করেন, তবে তার সুফল নীচুতলার অফিসগুলোতেও পৌঁছাবে বলে আশা করা যায়। তবে প্রশ্ন একটাই- এই ইঁদুর দৌড়ে কি কাজের মান বজায় থাকবে, নাকি কেবল নম্বর তোলার নেশায় তাড়াহুড়ো করে দায় সারা হবে? সেটা সময় বলবে। তবে আপাতত দিল্লির মসনদে বসে থাকা বাবুদের ঘাম ছুটছে!

পড়ুয়াদের সঙ্গে একান্ত আলাপের মুহূর্তে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার পিএমও থেকে প্রকাশিত।

পড়ুয়াদের সাফল্যের মন্ত্র দিলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে ছাত্রছাত্রীদের মনোবল বাড়াতে যথারীতি আসরে অবতীর্ণ হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সোমবার কোয়েস্বাতুরে আয়োজিত ‘পরীক্ষা পে চর্চা ২০২৬’ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি হয়ে তিনি তাদের সঙ্গে সাফল্যের নানা টোটকা ভাগ করে নেন। তাঁর প্রধান বার্তা ছিল—পরীক্ষাকে ভয় না পেয়ে একে একটি ইতিবাচক অভিজ্ঞতা হিসাবে গ্রহণ করা।

প্রধানমন্ত্রী এদিন কথা বলেন পরীক্ষার প্রস্তুতি, মানসিক চাপ মোকাবিলা এবং বোর্ড পরীক্ষার্থীদের সামনে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ নিয়ে। এ ব্যাপারে নিজের

পরীক্ষা পে চর্চা

অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ পড়ুয়াদের সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি। ফেব্রুয়ারির ৬ তারিখ ২০২৬ সালের পরীক্ষা পে চর্চার প্রথম পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছিল।

প্রধানমন্ত্রী ‘স্টার্টআপ মন্ত্র’ দেন ভবিষ্যৎ ‘উদ্যোগপতি’দের। তিনি বলেন, লক্ষ্য স্থির রেখে সমমনা বন্ধু ও বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় অল্প বয়স থেকেই উদ্যোগ শুরু করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক শিক্ষার পাশাপাশি তিনি জোর দেন অভিজ্ঞ শিল্পোদ্যোক্তাদের থেকে সরাসরি পরামর্শ ও বাস্তব জ্ঞান অর্জনের ওপর।

একইসঙ্গে মোদি পড়াশোনার পাশাপাশি সৃজনশীল শখ, যেমন— আঁকা বা হাতের কাজ বজায় রাখার পরামর্শ দেন পড়ুয়াদের। তাঁর মতে, শিল্প ও শিক্ষা একে অপরের পরিপূরক। যেমন, বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ছবি এঁকে বোঝার চেষ্টা করলে বিষয়টি যেমন সহজে আয়ত্ত হয়, তেমনই তা মানসিক চাপ ও ক্লান্তি দূর করতে সাহায্য করে।

দেওয়াল লিখন স্পষ্ট

চারদিকে খালেদার ছবি, উধাও হাসিনা

ঋদ্ধিমান চৌধুরী

ঢাকা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ঢাকার রাজপথে হাঁটলে এখন আর সেই পরিচিত ছবিটা চোখে পড়ে না। বছর দুয়েক আগেও যেখানে দেওয়াল জুড়ে মুজিব কোট আর ‘নৌকা’র ভিড় ছিল, আজ সেখানে শুধুই ধানের শিষ। ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন। তার ঠিক আগে ঢাকার আকাশ-বাতাস যেন আগাম ফলাফল ঘোষণা করে দিয়েছে। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি নয়া পল্টনে বিএনপির দপ্তরের সামনে। চারদিকে উৎসবের মেজাজ। এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে গুলিস্তানে আওয়ামী লিগের সেই জাঁদরেল পার্টি অফিসটা এখন যেন এক ভূতুড়ে বাড়ি!

নয়া পল্টনে উৎসবের মেজাজ, বিএনপির সদর দপ্তরের নীচতলায় তিলধারণের জায়গা নেই। দেদার বিক্রি জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া, তারেক রহমানের ছবি দেওয়া ব্যাজ, বই আর টি-শার্টের। বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বললেন, ‘মানুষ গত ১৭ বছর ধরে এই দিনটার অপেক্ষায় ছিল। খোলা মনে ভোট দেওয়ার জন্য তাদের হাত নিশপিশ করছে।’

মোড়ে মোড়ে বিশাল হোর্ডিং। খালেদা জিয়ার ছবির পাশে ‘দেশনায়ক’ তারেকের হাসিমুখের ছবি। তারেক দলের মধ্যমণি। তাঁর ‘৩১ দফা’ স্লোগান মুখে মুখে। কর্মীরা বলছেন, ‘ ভোট ডাকাতি নয়, এবার আসল খেলার দিন।’ গুলিস্তানে আসতেই দৃশ্যপট উলটো। যে আওয়ামী লিগের দপ্তরের সামনে হাঁটলে একসময় বুক দুরুদুরু করত, আজ সেই ২৩ বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের নাম ‘শহিদ আবরার ফাহাদ অ্যাভিনিউ’। ২০১৯ সালে নিহত সেই ছাত্রের নামেই এখন এই রাস্তা।

অফিসটার দিকে তাকালে গা শিউরে ওঠে। স্থানীয়রা জানালেন, চত্বরটা রিক্সা আর টেম্পোর গ্যারাজ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভবনের গায়ে পোস্টার, ‘আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ ও গণহত্যা গবেষণা কেন্দ্র’। একসময়ের প্রতাপশালী দলটির দম্ভ আজ ধুলোয় মিশে গিয়েছে। ফুলবিক্রেতা বললেন, ‘ভাইয়া, নৌকার কথা এখন কেউ মুখেও আনে না। ওটা অতীত।’

১৮ কোটি মানুষের এই দেশে এবার ভোটার প্রায় ১২ কোটি ৭০ লক্ষ। তবে নির্বাচনটা একটু আলাদা। ব্যালটে শুধু সংসদ নির্বাচন নয়, হবে সংবিধান সংস্কারের গণভোটও। প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ দু-বারের বেশি নয়, দ্বিকক্ষ সংসদ এবং নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার, এইসব দাবি নিয়েই ভোটে বিএনপি।

ঘটনা হল, শেখ হাসিনা দেশছাড়া, দলের শীর্ষ নেতারা জেলে, নয়তো পলাতক। মাঠে একা বিএনপি। জামায়াতে ইসলামি গর্জন করলেও ভোটঅঙ্কে তারা ধোপে টিকবে বলে মনে হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক কাজি মহম্মদ মাহবুবুর রহমানের মতে, ‘আওয়ামী লিগ না থাকায় ধর্মনিরপেক্ষ ভোটাররা বাধ্য হয়েই ধানের শিষে ভোট দেবেন। মানুষের ক্ষোভের বারুদ ফুরোয়নি।’

হিন্দুদের নিরাপত্তা নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। তবে গয়েশ্বর রায় আত্মবিশ্বাসী, ‘সংখ্যালঘু বলে কিছু নেই, সবাই বাংলাদেশি। আমাদের পুজো-পার্বণ বেড়েছে। কেউ তো বাধা দিচ্ছে না!’ এক বিএনপি সমর্থক বললেন, ‘ভাই, আমরা শুধু শান্তি চাই। প্রতিশোধের রাজনীতি অনেক দেখেছি, এবার একটু নিঃশ্বাস নিতে চাই।’ ১২ ফেব্রুয়ারি ব্যালট বক্সে সেই নিঃশ্বাসের শব্দটাই হয়তো শোনা যাবে। দেওয়াল লিখন অন্তত সেটাই বলছে। নৌকাডুবি সম্পন্ন, এখন শুধু ধানের শিষের ঘরে ওঠার পালা।

নারাভানের বই নিয়ে তদন্তে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রাক্তন সেনাপ্রধান জেনারেল এমএম নারাভানের অপ্রকাশিত স্মৃতিকথা ‘ফোর স্টারস অফ ডেস্টিনি’-র প্রতিলিপি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় এফআইআর দায়ের করল দিল্লি পুলিশ। অভিযোগ উঠেছে, যথাযথ সরকারি অনুমোদন পাওয়ার আগেই বইটির প্রি-প্রিন্ট কপি বিভিন্ন

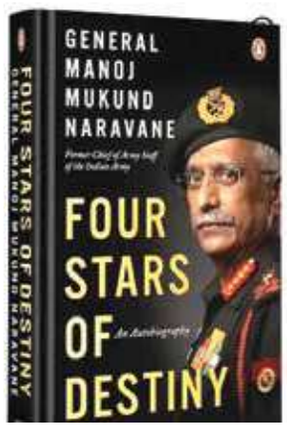

সমাজমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন বিপণন সাইটে শোভা পাচ্ছে। পেঙ্গুইন র‍্যান্ডম হাউস প্রকাশিতব্য এই বইটির পিডিএফ ফাইল ফাঁস হয়ে যাওয়ার বিষয়টি তদন্তের জন্য দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল একটি মামলা দায়ের করেছে।

গত সপ্তাহে লোকসভায় রাহুল গান্ধি এই বইটির একটি প্রতিলিপি প্রদর্শন করার পর বিতর্ক তুঙ্গে ওঠে। বইটিতে ২০২০ সালের ভারত-চিন সীমান্ত সংঘাত নিয়ে বিশেষ তথ্য রয়েছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংসদে ব্যাপক হট্টগোল শুরু হয় এবং আটজন সাংসদকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এই গোপনীয়তা ভঙ্গের নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দিল্লির ৯ স্কুলে বোমাতঙ্ক, সংসদেও

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : রাজধানীর নয়টি স্কুল ও সংসদে ইমেলে পাঠানো বোমা হামলার হুমকিকে কেন্দ্র করে সোমবার হুলস্থুল পড়ে যায় পুলিশ ও প্রশাসনে। স্কুলগুলি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মীদের। চিরুনি তল্লাশি চালায় বম্ব ডিসপোসাল ও ডগ স্কোয়াড। কিছু মেলেনি। প্রশাসনের তরফে বিষয়টিকে ভুয়ো হুমকি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে সংসদে যে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে, তার তারিখ ১৩ ফেব্রুয়ারি। আফজল গুরুর স্মরণে মেলটিতে চরমপন্থী ভাষা ব্যবহার করে বলা হয়েছে, ‘দিল্লি খালিস্তান হবে।’ মেলে স্বাক্ষরের জায়গায় রয়েছে খালিস্তান ন্যাশনাল আর্মির নাম। তাতে পরিষ্কার লেখা রয়েছে, ‘১৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১টা ১১ মিনিটে সংসদে বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। পাঞ্জাব খালিস্তান।’ পাটনা দেওয়ানি আদালতেও এদিন বোমাতঙ্কের হুমকি এসেছে ইমেলে।

দিল্লির স্কুলগুলিতে বোমাতঙ্ক প্রায় লেগেই রয়েছে। ২৯ জানুয়ারি বোমা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে পাঁচটি স্কুলে মেল করা হয়েছিল। তার আগের দিন একই হুঁশিয়ারি আসে দ্বারকা আদালতে।

ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তুতি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির কাঠামো নিয়ে আলোচনার দাবিকে কেন্দ্র করে সোমবারও অচলাবস্থা বজায় থাকল লোকসভায়। দিনের শুরু থেকে হট্টগোল ও স্লোগানে ব্যাহত হয় সভার কাজকর্ম। সকাল ১১টায় অধিবেশন শুরু হলেও দফায় দফায় তা মুলতুবি হয়। দুপুর ২টো নাগাদ অল্প সময়ের জন্য সভা শুরু হলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি না হওয়ায় স্পিকার প্যানেলের সদস্য সন্ধ্যা রায় শেষ পর্যন্ত দিনের জন্য লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা করেন।

এই অচলাবস্থার মধ্যেই লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার ভূমিকা নিয়ে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক দানা বাঁধে। বাজেটের ওপর আলোচনায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নাম না করে স্পিকার কংগ্রেস সংসদ শশী থারুরকে বলার জন্য অনুমতি দেন। এরপরই রাহুল গান্ধি বলেন, ‘স্পিকার ব্যক্তিগতভাবে আমাকে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এখন সেই কথা থেকে সরে আসা হচ্ছে। আমি জানতে চাই, আমাকে কি আমার বক্তব্য রাখার সুযোগ দেওয়া হবে, নাকি নয়?’

তবে রাহুল গান্ধির এই দাবি খারিজ করে দেন সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। তাঁর বক্তব্য, স্পিকার কোনও ব্যক্তিগত আশ্বাস দেননি। সভাপতিত্বকারী সন্ধ্যা রায়ও জানান, লোকসভার বিরোধী দলনেতার তরফে কোনও নির্দিষ্ট নোটিশ তাঁর কাছে জমা পড়েনি। এরপরই সংসদের মধ্যে রাহুল গান্ধি, অখিলেশ যাদব, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্পিকারের ঘরে যান বৈঠকের জন্য। সেখানে প্রায় কুড়ি মিনিট বৈঠক চলে বিরোধী দলের নেতৃত্বের সঙ্গে স্পিকারের। পরে বৈঠক থেকে বেরিয়ে রাহুল গান্ধি বলেন, ‘সরকার আলোচনায় ভয় পাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী আসছেন না সংসদে। কারণ, তিনি ভয় পাচ্ছেন আমরা তাঁকে কী বলব সে বিষয়ে। আমি চারটি বিষয় সংসদে তুলতে চাই। কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না।’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘সরকার চাইছে না সংসদ চলুক, আমরা স্পিকারের কাছে আবেদন জানিয়েছি।’

আরও এক ধাপ এগিয়ে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি শুরু করেছে বিরোধী শিবির। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সংসদীয় কক্ষে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস, বাম দলগুলি সহ বেশ কয়েকটি বিরোধী দলের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এই অনাস্থা প্রস্তাবে এখনও পর্যন্ত শামিল নেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং এনসিপি। দলের সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন, ‘স্পিকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে আমরা এখনও পর্যন্ত স্বাক্ষর করিনি। এ বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব।’

আয় কোদাল চালাই... *শুকনো যমুনা নদীর তীরে ফসল ফলানার চেষ্টা। সোমবার প্রয়াগরাজে।*

মমতার চালে দিল্লিতে শুভেন্দু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম হয়ে উঠেছে বাংলার রাজনীতি। রাজ্য বাজেটে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’-এর ভাতা বৃদ্ধি করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলা ভোটারদের মন জয়ের যে কৌশল নিয়েছেন, তা ইতিমধ্যেই কার্যকর হতে শুরু করেছে। রাজ্যের প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা ভোটারকে লক্ষ্য করে তৃণমূলের এই ‘মাস্টারস্ট্রোক’ কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে বিজেপি শিবিরকে।

এই পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তড়িঘড়ি দিল্লি পাড়ি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বড় কোনও কেন্দ্রীয় অনুদান বা জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের দাবি জানাতে চান। বিজেপির অভ্যন্তরীণ মহলের ধারণা, তৃণমূলের এই সরাসরি আর্থিক সুবিধার কৌশলের

রাজ্য বাজেট

পালটা কোনও বড় কেন্দ্রীয় ঘোষণা না এলে ২০২৬-এর লড়াই কঠিন হয়ে পড়বে।

যদিও রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আত্মবিশ্বাসী যে কেন্দ্র শীঘ্রই বড় ঘোষণা করবে। তিনি তৃণমূলের প্রকল্পের পালটা হিসাবে ৩০০০ টাকার ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ আনার কথা জানিয়েছেন। তবে তৃণমূলের দাবি, কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার কারণে প্রধানমন্ত্রীর রাজ্য সফরে অন্তত এক মাস দেরি হতে পারে, তাই দ্রুত কোনও কেন্দ্রীয় পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছে বঙ্গ বিজেপি। ঠিক সময়ে আর্থিক আশ্বাস না এলে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে পারে বলে মনে করছে দলের একাংশ। অন্যদিকে, রাজ্যে বিধানসভা ভোট আয়োজনের লক্ষ্যে প্রস্তুতি বৈঠক করতে মঙ্গলবার দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। সিইও দপ্তর জানিয়েছে, ভোট-প্রস্তুতি নিয়ে ওই রুটিন বৈঠক হবে।

উসকানি হিমন্তকে তোপ

গুয়াহাটি, ৯ ফেব্রুয়ারি : অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মার বিরুদ্ধে মুসলিম সম্প্রদায়কে নিশানা করে সরাসরি ‘গণহত্যার উসকানি’ দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ তুললেন সংসদ সদস্য তথা কংগ্রেস নেতা গৌরব গগৈ। সোমবার গুয়াহাটিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি এই চাঞ্চল্যকর দাবি করেন এবং পুলিশের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান।

উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে অসম বিজেপির ‘এক্স’ হ্যান্ডেলে শেয়ার করা একটি বিতর্কিত ভিডিও (যা বর্তমানে অপসারিত)। গগৈয়ের অভিযোগ, ওই ভিডিওতে মুখ্যমন্ত্রীকে দাড়ি ও টুপি পরা দুই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রাইফেল থেকে গুলি ছুড়তে দেখা গিয়েছে, যার ক্যাপশনে লেখা ছিল ‘পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক শট’। তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রী সমাজমাধ্যম ব্যবহার করে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের উদ্দেশে ‘বিদ্বেষপূর্ণ ও বিপজ্জনক’ বিষয়বস্তু ছড়িয়ে রাজ্যের শান্তি বিঘ্নিত করছেন।

পাশাপাশি দুই নেতার মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণও তুঙ্গে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রী গগৈ পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তানের যোগসূত্র রয়েছে বলে দাবি করলে পালটা জবাবে গগৈ জানান, ২০১৩ সালে স্ত্রী কাজের সূত্রে ১০ দিন পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। তিনি অভিযোগ করেন, বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) এই বিষয়ে কোনও প্রমাণ না পাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী গত ছয় মাস ধরে সেই রিপোর্ট চেপে রেখেছেন।

নিজের নাবালক সন্তানদের রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনার প্রতিবাদ জানিয়ে আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গগৈ। এই ভিডিও বিতর্ককে কেন্দ্র করে অসমের রাজনীতিতে চরম উত্তেজনা তৈরি হয়েছে।

অশান্ত মণিপুরে ভস্মীভূত ২৫ বাড়ি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি নেতা খেমচাঁদ মুখ্যমন্ত্রী হয়েও রক্ষা পাচ্ছে না মণিপুর। রাজ্যে নতুন সরকার গঠন হতেই ফের অশান্ত মণিপুর। ফের গোষ্ঠী সংঘর্ষ ছড়িয়েছে উখরুলে। শনিবার তাঙ্গখুল নাগা সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তিকে মারধর করায় গোলমালের সূত্রপাত। ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার পালটা হিংসায় পুড়ল ২৫টি বাড়ি ও চারটি সরকারি কোয়ার্টার। উখরুল জেলার লিটন গ্রাম থেকে কয়েকশো বাসিন্দা প্রাণভয়ে পালিয়েছেন। থমথম চেহারা নিয়েছে লিটন গ্রাম।

রবিবার উখরুলের লিটন গ্রামে নাগা ও কুকিদের মধ্যে ব্যাপক গণ্ডগোল হয়। দুই উপজাতি গোষ্ঠী পরস্পরকে লক্ষ করে লাগাতার পাথর ছোড়ে। অভিযোগ, প্রথমে কুকিরা তাঙ্গখুল নাগা সম্প্রদায়ের বাড়িতে আগুন জ্বালিয়ে দেন। পরে কুকি সম্প্রদায়ের কয়েকটি বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি আয়ত্তে আনতে প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। অনির্দিষ্টকালের জন্য কার্ফিউ জারি হয়েছে উখরুলে।

মণিপুরের নবনিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই খেমচাঁদ সিং সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে সব সম্প্রদায়কে সংযম প্রদর্শন করে শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, ‘আহতদের দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। উখরুলের লিটনে যা ঘটেছে, তা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’

১০ বছরে চাঁদে ঘরবাড়ি বানাবেন মাস্ক

ওয়াশিংটন, ৯ ফেব্রুয়ারি : তিনি প্রতিদিনই নতুন নতুন স্বপ্ন দেখেন এবং ফেরি করেন। মহাকাশ অভিযান নিয়ে সম্প্রতি নতুনতর স্বপ্ন দেখতে ও দেখাতে শুরু করেছেন স্বপ্নের ফেরিওয়ালা স্পেসএক্স-এর কর্ণধার এলন মাস্ক। তিনি জানিয়েছেন, তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য এখন আর লাল গ্রহ মঙ্গল নয়। তার জায়গা নিয়েছে চাঁদ।

মাস্কের পরিকল্পনা অনুযায়ী, আগামী ১০ বছরের মধ্যেই চাঁদে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং ক্রমবর্ধমান শহর গড়ে তোলা সম্ভব। যেখানে মঙ্গলে একই ধরনের বসতি গড়তে ২০ বছরেরও বেশি সময় লেগে যেত, সেখানে চাঁদের প্রকল্পটি অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ও দ্রুততর বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

চাঁদকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পিছনে মাস্ক বেশ কিছু জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। তিনি জানান, পৃথিবী থেকে বর্তমানে প্রতি ১০ দিন অন্তর চাঁদে মহাকাশযান পাঠানো সম্ভব শুধু তা-ই নয়, সেখানে পৌঁছোতে সময় লাগে মাত্র দু-দিন। অন্যদিকে, মঙ্গলে যাওয়ার সুযোগ আসে প্রতি ২৬ মাস অন্তর এবং সেই দীর্ঘ যাত্রায় সময় লাগে প্রায় ছয় মাস। মাস্কের মতে, ‘সভ্যতার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে চাঁদে বসতি স্থাপনই এখন সবচেয়ে কার্যকর এবং বাস্তবমুখী পথ।’

কৃত্রিম মেধার কল্পনায় চাঁদে মানব বসতির ছবি।

> **সভ্যতার ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে চাঁদে বসতি স্থাপনই এখন সবচেয়ে কার্যকর এবং বাস্তবমুখী পথ।**
>
> **এলন মাস্ক**

তবে মঙ্গল অভিযান একেবারে বাতিল হয়ে যায়নি বলে জানিয়েছেন মাস্ক। স্পেসএক্স আগামী ৫ থেকে ৭ বছরের মধ্যে সেখানে প্রাথমিক বসতি স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। সাম্প্রতিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২৭ সালের মার্চের মধ্যেই চাঁদে একটি মানুষবিহীন মহাকাশযান নামানোর লক্ষ্য স্থির করেছে স্পেসএক্স।

১৯৭২ সালের পর আর কোনও মানুষ চাঁদে পা রাখেনি। বর্তমানে চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চন্দ্রজয়ের যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে মাস্কের এই নতুন পরিকল্পনা মহাকাশ গবেষণায় নতুন মাত্রা যোগ করল।

উচ্চমাধ্যমিক পদার্থবিদ্যার সাজেশান

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার মডেল প্রশ্নপত্রের ধরন অনুযায়ী ইউনিট ধরে বিভিন্ন অধ্যায় থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দেওয়া হল। পদার্থবিদ্যার সিলেবাসে মোট ৫টি ইউনিট আছে।

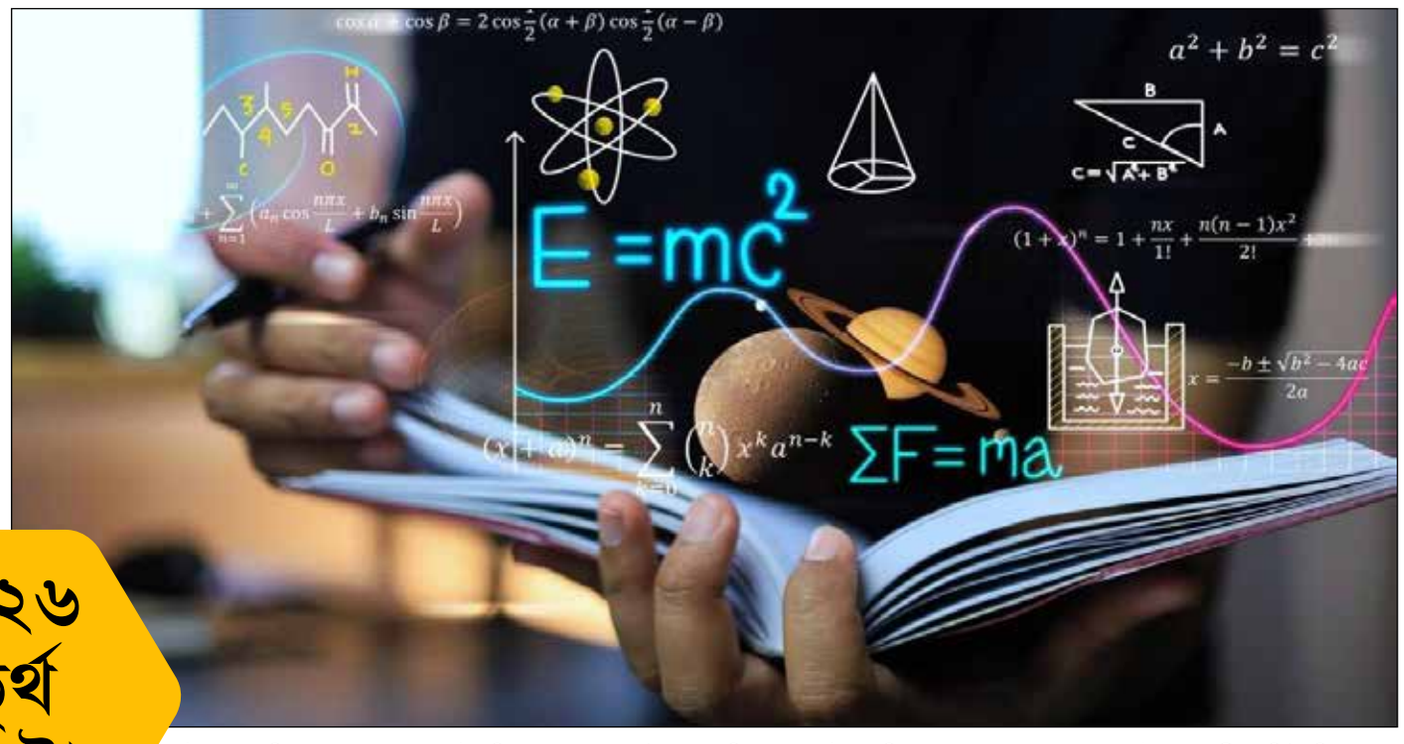

২০২৬ চতুর্থ সিমেস্টার

আলোকবিজ্ঞান

1. একটি লেন্সের (উত্তল অথবা অবতল) ক্ষেত্রে প্রমাণ করো
$1/v-1/u= 1/f$; যেখানে চিহ্নগুলি প্রচলিত অর্থযুক্ত।
অবতল দর্পণের সমীকরণ থেকে নিউটনের সমীকরণ প্রমাণ করো।

2. 20 cm ও 30 cm ফোকাস দৈর্ঘ্যের দুটি উত্তল লেন্সকে সমাক্ষীয়ভাবে পরস্পর স্পর্শ করিয়ে একটি লেন্স সমবায় গঠন করা হল। সমবায়টির তুল্য ফোকাস দৈর্ঘ্য ও তুল্য ক্ষমতা কত?

3. একটি বস্তু ও পর্দার মধ্যে একটি উত্তল লেন্স রাখা আছে। লেন্সের দুটি অবস্থানে পর্দায় বস্তুর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব গঠিত হল। যদি সদবিম্ব দুটির দৈর্ঘ্য L_1 ও L_2 এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য L হয় তাহলে প্রমাণ করো $L=(L_1L_2)^{1/2}$

4. স্থায়ী ব্যতিচারের শর্তগুলি কী? গঠনমূলক ও ধ্বংসাত্মক ব্যতিচারের ক্ষেত্রে দুটি আলোক তরঙ্গের পথ পার্থক্য কত হয়? ব্যতিচারে শক্তির সংরক্ষণ সূত্র পালিত হয় কি না ব্যাখ্যা করো।

5. প্রিজম থেকে রশ্মি নির্গত না হওয়ার জন্য আপতন কোণের সীমাস্থ মান নির্ণয় করো।

6. একক রেখাছিদ্র দ্বারা ফ্রনহফার অপবর্তনের অপবর্তন ঝালরে কেন্দ্রীয় চরম পটির বেধ নির্ণয় করো। পোলারয়েড কী? এর দুটি ব্যবহার লেখো।

7. হাইগেনসের নীতির সাহায্যে আলোর প্রতিসরণের সূত্রগুলি প্রমাণ করো।

8. বায়ুতে কাচ নির্মিত একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দৈর্ঘ্য 20 cm। লেন্সটিকে জলে ডোবানো হলে এর ফোকাস দৈর্ঘ্য কত হবে? (কাচ ও জলের প্রতিসরাঙ্ক যথাক্রমে 3/2 ও 4/3)

9. যৌগিক অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কীভাবে প্রতিবিম্ব গঠিত হয় তা একটি রশ্মিচিত্রের সাহায্যে দেখাও এবং বিবর্ধনের রাশিমালাটি লেখো।

10. লেন্স প্রস্তুতকারকের সমীকরণ প্রতিষ্ঠা করো।

11. চিত্রসহ হ্রস্বদৃষ্টির (অথবা দীর্ঘদৃষ্টির) কারণ ও প্রতিকার উল্লেখ করো।

12. নিকট বিন্দু ফোকাসিং(বা অসীম দূরত্বে ফোকাসিং)-এর ক্ষেত্রে নভোবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা প্রতিবিম্ব গঠিত হওয়ার রশ্মিচিত্র অঙ্কন করো।

13. অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা কাকে বলে? এর রাশিমালাটি লেখো। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের বিশ্লেষণী ক্ষমতা কী কী উপায়ে বাড়ানো যেতে পারে?

14. সমবর্তক কোণের মান 60^0 হলে কাচের প্রতিসরাঙ্ক নির্ণয় করো।

15. ব্রুস্টারের সূত্রটি বিবৃত করো।
প্রমাণ করো, কোনও আলোকরশ্মি যদি সমবর্তন কোণে প্রতিফলকের ওপর আপতিত হয় তবে প্রতিফলিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি পরস্পরের মধ্যে সমকোণ উৎপন্ন করে।

পদার্থের দ্বৈত সত্তা এবং বিকিরণ

1. আলোকতড়িৎ ক্রিয়া সংক্রান্ত নিবৃত্তি বিভব বলতে কী বোঝো? নিবৃত্তি বিভব কি আপতিত আলোর প্রাবল্য ও কম্পাঙ্কের ওপর নির্ভরশীল?

2. আইনস্টাইনের সমীকরণ দ্বারা আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করো।

3. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার কার্য অপেক্ষক কাকে বলে? প্রারম্ভ কম্পাঙ্কের সাথে এর সম্পর্ক কী?

4. ডি-ব্রগলি প্রকল্পটি লেখো। ডেভিসন ও জার্মারের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত উল্লেখ করো।

5. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার দুটি বৈশিষ্ট্য লেখো। আলোক ইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি কোন কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে?

6. 500 eV গতিশক্তিসম্পন্ন একটি ইলেক্ট্রনের ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত?

7. একটি ধাতব পাতকে 2×10^{-7} m তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একবর্ণী আলোক দ্বারা আলোকিত করা হল। নির্গত ফোটোইলেক্ট্রনের সর্বোচ্চ গতিশক্তি eV এককে কত? ধাতুর প্রারম্ভ তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4×10^{-7} m।

8. একটি ধাতুর কার্য অপেক্ষক 4 eV। সর্বোচ্চ কত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ ওই ধাতু থেকে ফোটোইলেক্ট্রনের নিঃসরণ ঘটাতে পারবে?

9. একটি মুক্ত ইলেক্ট্রনের গতিশক্তি দ্বিগুণ হলে তার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্য কত গুণ হবে? আলোকতড়িৎ প্রবাহমাত্রার উপর আপতিত আলোর তীব্রতা ও কম্পাঙ্কের প্রভাব কীরূপ?

10. একই বিভব পার্থক্যের অধীনে একটি প্রোটন ও একটি আলফা কণাকে ত্বরিত করা হল। প্রোটন ও আলফা কণার ডি-ব্রগলি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অনুপাত কত?

11. তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের তরঙ্গতত্ত্ব কেন আলোকতড়িৎ ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারে না?

12. আলোকতড়িৎ ক্রিয়ার ধারণা থেকে সূচনা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংজ্ঞা দাও।

13. প্রমাণ করো যে, m ভরবিশিষ্ট এবং E গতিশক্তি সম্পন্ন একটি কণার সংশ্লিষ্ট বস্তুতরঙ্গের তরঙ্গদৈর্ঘ্য $h/(2mE)^{1/2}$।

পরমাণু ও নিউক্লিয়াস

1. হাইড্রোজেন পরমাণু সংক্রান্ত বোরের স্বীকার্যগুলি লেখো। বোরের তত্ত্বের দুটি ত্রুটি লেখো।

2. বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য প্রয়োগ করে n-তম কক্ষপথের ব্যাসার্ধের রাশিমালা প্রতিষ্ঠা করো।

3. হাইড্রোজেন পরমাণুর কোনও একটি শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের মোট শক্তি -3.4 eV। ওই শক্তিস্তরের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কত?

4. নিউক্লিয়াসের ভরত্রুটি ও বন্ধনশক্তি কাকে বলে? নিউক্লীয় বন্ধনশক্তি ও ভরত্রুটির মধ্যে সম্পর্ক কী?

5. মোজলের সূত্রটি বিবৃত করো। রশ্মি বর্ণালির চূড়ার উৎপত্তির কারণ ব্যাখ্যা করো।

6. বৈশিষ্ট্যপূর্ণ X-রশ্মি ও নিরবচ্ছিন্ন X-রশ্মি বর্ণালির ক্ষেত্রে তীব্রতার সঙ্গে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের লেখচিত্র অঙ্কন করো।

7. বৈশিষ্ট্যমূলক X-রশ্মি বর্ণালি গঠিত হয় কীভাবে?

8. তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু ও বিঘটন ধ্রুবকের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করো।

9. তেজস্ক্রিয় মৌল রেডিয়ামের অর্ধায়ু 1590 বছর। যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 1g হয়, তবে কত বছর পরে মৌলটির ভর 0.01g হ্রাস পাবে?

10. তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের সূত্রটি বিবৃত করো।
একটি তেজস্ক্রিয় মৌলের অর্ধায়ু 2 h। যদি মৌলটির প্রাথমিক ভর 32g হয়, তবে 10 h পরে কতটা মৌল অবশিষ্ট থাকবে?

11. পরমাণুর ভরসংখ্যার সঙ্গে নিউক্লিয়ন প্রতি বন্ধনশক্তির পরিবর্তনের একটি লেখচিত্র অঙ্কন করো। নিউক্লীয় বিভাজন ও নিউক্লীয় সংযোজনের শক্তি মুক্তির কারণ ওই লেখচিত্র থেকে ব্যাখ্যা করো।

12. বোরের পরমাণু মডেলের সাহায্যে হাইড্রোজেন বর্ণালির ব্যাখ্যা দাও।

13. পরমাণুর ক্ষেত্রে আয়নায়ন শক্তি ও আয়নায়ন বিভব কাকে বলে? হাইড্রোজেন পরমাণুর ক্ষেত্রে এর মান কত?

14. প্রমাণ করো n-তম বোর কক্ষে ইলেক্ট্রনের গতিবেগ, $v=c/137n$; c হল আলোর গতিবেগ।

15. হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য শক্তিস্তরের চিত্র অঙ্কন করো। সংক্রমণের জন্য অতিবেগুনি রশ্মি ও দৃশ্যমান রশ্মির অঞ্চল দুটি চিহ্নিত করো।

বৈদ্যুতিন যন্ত্রসমূহ

1. পটিতত্ত্বের ভিত্তিতে পরিবাহী, অন্তরক ও অর্ধপরিবাহীর মধ্যে প্রভেদ নির্ণয় করো।

2. অর্ধপরিবাহী ডায়োডের সম্মুখ বায়াস ও বিপরীত বায়াসের ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যমূলক লেখচিত্র অঙ্কন করো।

3. একটি p-n সংযোগ ডায়োডযুক্ত পূর্ণতরঙ্গ (অথবা অর্ধতরঙ্গ) একমুখীকারকের বর্তনী চিত্র অঙ্কন করো। এর ইনপুট ও আউটপুট তরঙ্গরূপ চিত্র এঁকে দেখাও।

4. সৌরকোষ কী? এটি তৈরিতে Si এবং GaAs -কে বেশি পছন্দ করা হয় কেন? এর V-I বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

5. জেনার ডায়োড কীভাবে রোধের প্রান্তে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণ করে বর্তনী চিত্রসহ তা ব্যাখ্যা করো।

6. সাধারণ নিঃসারক বিন্যাসে একটি ট্রানজিস্টারের ইনপুট ও আউটপুট বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

7. একটি ট্রানজিস্টারকে কীভাবে সুইচ হিসাবে ব্যবহার করবে?

8. NOT গেট কী? এর প্রতীক চিহ্ন ও ট্রুথ টেবিল দেখাও।

9. OR গেটের লজিক চিহ্ন আঁকো। এর ট্রুথ টেবিল লেখো। p-n সংযোগ ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে OR গেট তৈরি করা হয় তার চিত্র দাও।

10. NOR গেট ও NAND গেটকে সর্বজনীন গেট বলা হয় কেন?

11. অর্ধপরিবাহীর ডোপিং বলতে কী বোঝায়? n-type ও p-type অর্ধপরিবাহী তৈরি করতে হলে কী ধরনের অপদ্রব্য মেশাতে হবে?

12. p-n যুগ্মে নিঃশেষিত অঞ্চলটি দেখাও। এটি কীভাবে গঠিত হয়?

13. LED-র বর্তনী প্রতীকটি অঙ্কন করো। এর ক্ষেত্রে I-V বৈশিষ্ট্য লেখচিত্র অঙ্কন করো।

14. একটি p-n-p (বা n-p-n) ট্রানজিস্টারের চিত্রসহ গঠন বর্ণনা করো।

15. ট্রানজিস্টারে সবসময় নিঃসারক-ভূমি সংযোগ সম্মুখ বায়াসে ও সংগ্রাহক-ভূমি সংযোগ বিপরীত বায়াসে থাকে কেন?

সঞ্চার ব্যবস্থা

1. মডিউলেশন গুণাঙ্ক কী? একে মডিউলেটেড তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোল্টেজ দ্বারা প্রকাশ করো।

2. বেশি দূরবর্তী স্থানে TV সম্প্রচারে উপগ্রহ ব্যবহার করা হয় কেন?

3. 100 MHz কম্পাঙ্কে অর্ধতরঙ্গ দ্বিমেরু অ্যান্টেনার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

4. অ্যান্টেনার ন্যূনতম দৈর্ঘ্য কত হলে 10 MHz কম্পাঙ্কের বেতার তরঙ্গের সম্প্রচার সম্ভব?

5. বাহক তরঙ্গের পটিবেধ বলতে কী বোঝো?

6. কোনও বার্তা সরাসরি সম্প্রচার না করে একটি বাহক তরঙ্গের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয় কেন?

7. সঞ্চার ব্যবস্থার ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করো।

8. মোডেম কী? এটি কীভাবে ব্যবহৃত হয়?

9. বিস্তার মডিউলেশনের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখো।

10. ডিমডিউলেশন বলতে কী বোঝায়? ব্লক চিত্রের মাধ্যমে ডিমডিউলেশন পদ্ধতিটি দেখাও।

11. বিস্তার মডিউলেশন ও কম্পাঙ্ক মডিউলেশনের মধ্যে পার্থক্য লেখো।

12. ভূমি তরঙ্গের সাহায্যে দূরসঞ্চার সম্ভব নয় কেন? উপগ্রহ যোগাযোগে কোন তরঙ্গ ব্যবহৃত হয়?

13. মডিউলেশন সূচকের মান 1 অপেক্ষা কম রাখা হয় কেন? ব্যাখ্যা করো।

14. বিস্তার মডিউলেশন যুক্ত তরঙ্গের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বিস্তার হল যথাক্রমে 13 V ও 2 V। মডিউলাঙ্কের মান কত?

15. আকাশ তরঙ্গ সম্প্রচারের ব্যবহারিক ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ করে এর উপযোগিতা লেখো।

বাংলার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নাবলি

শিখিল বিশ্বাস, *শিক্ষক*
তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি

২০২৬ উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি

গল্পঃ

প্রঃ মাতৃত্বের কাছে জাতপাতের সংস্কার কীভাবে অর্থহীন হয়ে যায়, তা 'হারুন সালেমের মাসি' গল্পের অনুসরণে লেখো। / 'হারুন সালেমের মাসি' গল্পের মুখ্য প্রতিপাদ্য গৌরবির মাতৃত্ব -- আলোচনা করো। /সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে মানবতার জয় বা অসাম্প্রদায়িক মনোভাব কীভাবে ধ্বনিত হয়েছে, তা 'হারুন সালেমের মাসি' গল্প অবলম্বনে আলোচনা করো।

প্রঃ 'হারুন সালেমের মাসি' গল্প অবলম্বনে গৌরবির চরিত্র আলোচনা করো।

প্রঃ "তার স্বর্গ আর হারার মা'র স্বর্গ কি এক হতে পারে? নাকি সব গরিবের স্বর্গ আসলে এক?" -- কোন স্বর্গের কথা এখানে বলা হয়েছে ? উদ্ধৃতিটির অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝিয়ে দাও।

প্রঃ "শহরে গৌরবি আর হারার সমাজ অনেক বড়ো। সমুদ্রের মত" -- উক্তিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো। / গৌরবি ও হারার সমাজের পরিচয় দাও। শহরে তাদের সমাজ সমুদ্রের মতো কেন? / "সেখানে একবার মিশে যেতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।"-- কাদের, কোথায় মিশে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে? কেন তাদের এইভাবে মিশে যেতে পারলে ভয় থাকে না বলে লেখক মনে করেন?

প্রঃ "গৌরবির শুকনা বুকে কিসের যেন ঢেউ লাগে।" -- প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। উদ্ধৃতাংশের অর্থ বুঝিয়ে দাও। / গৌরবির শুকনো বুকে ঢেউ লাগার কারণ কী?

প্রঃ "মনে করেছে কাঙালের আস্পর্ধা।"- কারা, কোন কাজকে 'কাঙালের আস্পর্ধা' বলে মনে করেছে? তাদের এমন মনে করার কারণ কী? /
"ওঃ ! ঘর তুলেছিল যেমন কোঠাবাড়ি বলে মাটিতে থুতু ফেলেছিল।" -- কোন ঘটনার কথা বলা হয়েছে? কারা, কেন মাটিতে থুতু ফেলেছিল?

প্রঃ "গৌরবির হঠাৎ ভুল হয়ে গেল।" -- গৌরবির এ ভুল ভাঙল কীভাবে? গৌরবির কোন ভুলের কথা এখানে বলা হয়েছে?

প্রঃ "সে কী হারার মা না নিবারণের মা, কে গৌরবিকে মানা করতে লাগল" -- কোন বিষয়ে মানা করার কথা বলা হয়েছে? গৌরবির এমন পরিস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করো।

প্রঃ "এইসব সময়ে গৌরবির বড়ো কষ্ট হয়। ও রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকে"-গৌরবির বড় কষ্ট হয় কেন? তার রেললাইনের দিকে চেয়ে থাকার কারণ কী?

প্রঃ "কি ভয়ানক প্রতিহিংসা নিবারণের, কিছুই ও ভোলে না।"- কী কারণে নিবারণের প্রতিহিংসা? সে কীভাবে প্রতিহিংসা মিটিয়েছিল? / "বাপ-ছেলেতে খুব বেধেছিল।"- কী নিয়ে বাপ-ছেলেতে বেধেছিল? ভবিষ্যতে তার পরিণাম কী হয়েছিল?

প্রঃ "খুব রাগ হতে লাগল গৌরবির"- গৌরবির রাগ হল কেন? সেই রাগ বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়ার কারণ কী?
/ "এখন জাত বা কেমন করে থাকে, ধর্মের বা কি হয়!"- গৌরবির এমন ভাবনার কারণ ব্যক্ত করো।

প্রঃ 'হলুদ পোড়া' গল্পটি ভূত নির্ভর অলৌকিক রস নয়, ভৌতিক গল্পও নয়। -- আলোচনা করো। / 'হলুদ পোড়া' গল্পটিতে বিজ্ঞানমনস্কতা ও কুসংস্কারের যে দ্বন্দ্ব ফুটে উঠেছে, তা নিজের ভাষায় লেখো। / 'হলুদ পোড়া' গল্পটি কি নিছক কোন ভৌতিক গল্প? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

প্রঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পোড়া' গল্প অবলম্বনে ধীরেন চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

প্রঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পোড়া' গল্প অবলম্বনে কুঞ্জ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

প্রঃ 'হলুদ পোড়া' গল্প অবলম্বনে নবীন চরিত্রটির পরিচয় দাও।

প্রঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হলুদ পোড়া' গল্পটি একটি অতিপ্রাকৃত গল্প না কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি- আলোচনা করো।

প্রঃ 'হলুদ পোড়া' গল্পে গ্রাম বাংলার সমাজচিত্র কীভাবে ফুটে উঠেছে, তা আলোচনা করো। / "একটুখানি বাস্তব সত্যের, খাদের অভাবে নানা জনের কল্পনা ও অনুমানগুলি গুজব হয়ে উঠতে উঠতে মুষড়ে যায়।"- এই বক্তব্য থেকে গ্রাম সমাজের কোন জীবনসত্যের প্রকাশ ঘটেছে, বুঝিয়ে দাও।

প্রঃ "সে বছর কার্তিক মাসের মাঝামাঝি তিনদিন আগে- পরে গাঁয়ে দু'দুটো খুন হয়ে গেলা"- কারা খুন হল? কীভাবে তাদের মৃত্যু ঘটেছিল? / "মানুষের বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা রইল না।"- 'হলুদ পোড়া' গল্পে কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিস্ময় ও কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছিল?

প্রঃ "আমায় মেরো না।"- কে, কখন এমন আর্তি প্রকাশ করেছিল? তার এমন আর্তির কারণ কী?

প্রঃ "আমি বলাই চক্রবর্তী শুভ্রাকে আমি খুন করেছি"-বক্তা ধীরেনের এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে তার জীবনের কোন সত্যটিকে লেখক তুলে ধরেছেন।

প্রঃ 'হলুদ পোড়া' গল্পটির নামকরণের সার্থকতা আলোচনা করো।

কবিতাঃ

প্রঃ 'প্রার্থনা' কবিতায় কবি কীভাবে ভারতবর্ষকে স্বর্গে জাগরিত করার কথা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো। অথবা,
"ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।" -- কার উদ্দেশ্যে কবির এই প্রার্থনা? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

প্রঃ "চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির" -- কোন প্রসঙ্গে কবি একথা বলেছেন? 'উচ্চ যেথা শির' বলতে কী বোঝানো হয়েছে? / আলোচ্য উদ্ধৃতির মাধ্যমে কবি কীসের ইঙ্গিত করেছেন?

প্রঃ "যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে / উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে" -- নির্বারিত স্রোতে বলে কবি কী বুঝিয়েছেন? কোথায় বাক্য 'উচ্ছ্বসিয়া' উঠবে বলে কবি মনে করেন?

প্রঃ "নিত্য যেথা তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা"- এই নেতাকে উদ্দেশ্য করে কবি কী প্রার্থনা করেছেন? এখানে কবির যে ঈশ্বরবোধের প্রকাশ ঘটেছে তা নিজের ভাষায় আলোচনা করো।

প্রঃ "নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি, পিতঃ" -- কবি কাকে 'পিতঃ' বলে সম্বোধন করেছেন ? কাকে, কোথায় আঘাত করার কথা বলা হয়েছে?

প্রঃ "আমরা কি তিমিরবিলাসী? আমরা তো তিমিরবিনাশী / হ'তে চাই।" -- কবি কেন তিমিরবিলাসী না হয়ে, তিমিরবিনাশী হতে চেয়েছেন?/ কবির মধ্যে কেন এই প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে উঠেছে আলোচনা করো।

প্রঃ "এরা সব এই পথে; / ওরা সব ওই পথে" -- 'এরা' এবং 'ওরা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? তারা কোন পথে অগ্রসর হয়েছে?

প্রঃ "মহানগরীর মৃগনাভি ভালোবাসি।" -কারা এ কথা বলেছে? এখানে যে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে আলোচনা করো।

প্রঃ "সূর্যালোক নেই-তবু / সূর্যালোক মনোরম মনে হ'লে হাসি।"-'সূর্যালোক নেই' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? 'সূর্যালোক' মনোরম মনে হলে কবি হাসেন কেন?

প্রঃ 'তিমিরহননের গান' কবিতাটি কোন প্রেক্ষাপটে লেখা? কবি কেন 'তিমিরবিলাসী' নয়, 'তিমিরবিনাশী' হতে চেয়েছেন?

প্রঃ "সেই সব রীতি আজ মৃতের চোখের মতো"-- কোন রীতির কথা কবি বলতে চেয়েছেন? তাকে মৃতের চোখের মতো মনে হয়েছে কেন?

প্রঃ "মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে / বাবা এল।" -- 'মৃত্যুর পাশ কাটিয়ে' বলার তাৎপর্য কী ? বাবা কীভাবে ফিরে এলেন?

প্রঃ "বাবা এল / ছেলে এল না" -- ছেলেটির না ফেরার কারণ উল্লেখ করো? / 'কেন এল না' কবিতায় শেষপর্যন্ত কে, কেন বাড়ি ফিরল না? এর জন্য কাকে দায়ী করা যায়?

প্রঃ "ছেলেটা দেখে আসতে গেল।" -- ছেলেটা কী দেখে আসতে গিয়েছিল? তার পরিণাম কী হয়েছিল? /
"একটু এগিয়ে দেখবে বলে ছেলেটা রাস্তায় পা দিল।"-কোন ছেলেটি কেন রাস্তায় পা দিয়েছিল? রাস্তায় পা দিয়ে তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল?

প্রঃ 'কেন এল না' কবিতায় ছেলেটির সমস্ত দিনের অপেক্ষায় এবং তার করুণ পরিণতির আলোকে কবিতাটির বিষয় ভাবনা আলোচনা করো।

নাটকঃ

প্রঃ "অভিনেতা মানে একটা চাকর-একটা জোকার, একটা ক্লাউন। লোকেরা সারাদিন খেটেখুটে এলে তাদের আনন্দ দেওয়াই হল নাটক-ওয়ালাদের একমাত্র কর্তব্য।"- বক্তার কথার তাৎপর্য আলোচনা করো।

প্রঃ 'নানা রঙের দিন' নাটক অবলম্বনে রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের চরিত্র বিশ্লেষণ করো। / "দেখেছ রজনী চাটুজ্জে ইজ রজনী চাটুজ্জে- মরা হাতি সোয়া লাখা"- উক্তিটির আলোকে রজনী চরিত্রটি বিশ্লেষণ করো।

প্রঃ 'আমাদের দিন ফুরিয়েছে' -- কে, কোন প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন? বক্তার এই উপলব্ধির কারণ ব্যাখ্যা করো। / "প্রাক্তন অভিনেতা রজনী চাটুজ্জের প্রতিভার অপমৃত্যুর করুণ সংবাদ" -- উক্তিটি কে করেছিলেন ? এই অপমৃত্যু কীভাবে ঘটেছিল বলে বক্তা মনে করেন?

প্রঃ "সেই রাত্রেই জীবনে প্রথম মোক্ষম বুঝলাম যে, যারা বলে 'নাট্যাভিনয় একটি পবিত্র শিল্প'- তারা সব গাধা"- বক্তার এই মনোভাবের কারণ কী ? / "তোমার ওই পাবলিক... কাউকে বিশ্বাস করি না"- বক্তার বিশ্বাস না করার কারণ কী?

ইংরেজি কবিতার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সুবর চন্দ্র দেবনাথ, *শিক্ষক*
তপসিখাতা উচ্চবিদ্যালয় আলিপুরদুয়ার

Hawk Roosting by Ted Hughes

কবিতাটির মূলভাব -
টেড হিউজ-এর 'Hawk Roosting' একটি অনন্য কবিতা। এই কবিতাতে শক্তি, কর্তৃত্ব এবং প্রাকৃতিক জগতের নির্মম সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে বাজপাখি নিজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলে এবং নিজেকে সৃষ্টির শীর্ষস্থানে মনে করে। তার চোখে পৃথিবী শুধুই তার নিয়ন্ত্রণে থাকা এক বিশাল ক্ষেত্র। শিকার করা, শাসন করা, হত্যা করা- এসব তার স্বাভাবিক অধিকার। কবিতাটি এটাই দেখিয়ে দেয় যে, শক্তিশালী সত্তা সবসময় নিজের ক্ষমতাকে স্বাভাবিক বলে মনে করে এবং দুর্বলদের প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখায় না। এর মাধ্যমে টেড হিউজ মানব সমাজের ক্ষমতার অপব্যবহার, একনায়কত্ব এবং 'Survival of the fittest' এর কঠোর সত্যকে তুলে ধরেছেন।

QUESTIONS AND ANSWERS
(2 MARKS)

● **Who is the speaker in the poem 'Hawk Roosting'? What does the hawk symbolize in the poem?**

Ans : In the poem 'Hawk Roosting' the hawk itself is the speaker, who is roosting on a tree in the wood.

The hawk symbolizes power, pride, control and ruthless aspects of nature and human society.

● **What is the tone of the poem?**

Ans : The tone of the poem is confident, proud, powerful, dominant and arrogant. The tone is conveyed through the hawk's self-assured first person speech.

● **What is the central idea of the poem?**

Ans : The poem explores power, pride, tyranny and the cruelty of dominance in nature and in human society. The poem reveals nature's ruthless and unthinking force. It also exposes the hawk's absolute control over its surroundings.

● **Explain the significance of the line 'The sun is behind me.'**

Ans : The above quoted line suggests that even nature supports the hawk's absolute and eternal rule. The sun is the source of life. The hawk says that even the sun shines from behind it, symbolizing divine or natural approval of its power and authority.

● **How does the poem reflects the theme of dictatorship?**

Ans : The hawk's self-assured voice reflects a dictator's mindset. Its claim to have total control over life and death symbolizes the misuse of power by the dictators. It also highlights the mindset of the rulers in human world who think themselves to be invincible.

উচ্চমাধ্যমিক চতুর্থ সিমেস্টার

● **Why does Ted Hughes choose a hawk as the speaker of the poem?**

Ans : The poet chooses a hawk as the speaker of the poem because it represents raw strength, instinct, and dominance. Through its dictatorial voice, Hughes explores how natural power mirrors human pride and dictatorship.

● **What does the hawk mean by 'My manners are tearing off heads'?**

Ans : The hawk means that killing is its natural way of life. Its 'manners' manifest its pride in violence. Its manners also reveal nature's cruelty and the hawk's instinctive dominance.

● **What does the line 'I kill where I please' indicate?**

Ans : The above quoted line indicates the hawk's sense of dominance and total freedom. This reflects both man's arrogance, cruelty and nature's abuse of unchecked power.

● **Identify the figure of speech used in the line 'The sun is behind me'.**

Ans : The figure of speech used in the above line is personification because the sun is shown acting like a follower or supporter. It highlights the hawk's imagined importance and authority.

● **What figure of speech is used in the line 'I kill where I please because it is all mine'.**

Ans : In the above mentioned line 'hyperbole' is used. In hyperbole an exaggerated statement is made. Here the hawk exaggerates its control over the entire world, revealing its arrogance and a sense of power.

● **What figure of speech is used in 'The allotment of death'?**

Ans : In the above quoted line the figure of speech 'metaphor' is used. Here death is compared to a resource or gift controlled by the hawk, expressing total command over creation.

অঙ্ক পরীক্ষা দিয়ে সারদামণি স্কুল থেকে হাসিমুখে বেরোচ্ছে পরীক্ষার্থীরা। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

বিপাকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা

বক্স বাজিয়ে দিনভর খেলা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার মাধ্যমিকের অঙ্ক পরীক্ষা ছিল। অথচ, রবিবার মধ্যরাত পর্যন্ত সাউন্ড বক্স বাজিয়ে একদিবসীয় শর্ট ক্রিকেট খেলার আসর জমে উঠল শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডে স্বস্তিকা মাঠে। বিবেকানন্দ ইউথ গ্রুপ নামে এক কমিটি গড়া হয়েছিল এই আয়োজনের জন্য। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতে পুলিশকে ফোন করা হয়েছিল। খালপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি থেকে টহলদারি ভ্যানও এসেছিল সেখানে। সাউন্ড বক্সও বন্ধ হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ফের মাইক্রোফোন হাতে তুলে নেন আয়োজকদের একাংশ। পুরস্কার বিতরণীর নামে সাউন্ড বক্স বেজে যায় দীর্ঘক্ষণ।

রবিবার সকাল থেকে ওই টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। দিনভর মাইক্রোফোন আর সাউন্ড বক্সের ব্যাপক ব্যবহার হয়েছে বলেই অভিযোগ। পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় রাত দশটার পর থেকে। স্থানীয় অভিজিৎ দাস বলছিলেন, 'আমার বোন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। অথচ প্রায় সাড়ে বারোটা পর্যন্ত সাউন্ড বক্স বাজানো হয়েছে। ও শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি করতেই পারেনি।'

ওই কমিটির কয়েকজন আবার লাগোয়া ৭ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী হিসেবে পরিচিত। যা নিয়ে রাজনৈতিক জলঘোলা হতে শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি শাসকদলের কর্মী হওয়ার সুবাদেই পুলিশকে তোয়াক্কা

- পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের স্বস্তিকা মাঠে আয়োজন হয় খেলার
- রবিবার সকাল থেকে মধ্যরাত অবধি একদিবসীয় শর্ট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলেছে
- মাইক্রোফোন, সাউন্ড বক্স বাজিয়ে গান, কমেন্ট্রি, পুরস্কার বিতরণ
- টহলদারি ভ্যান এলে সাময়িক বিরতি, তারপর স্বমেজাজে আয়োজকরা

করলেন না তাঁরা? পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের কটাক্ষ, 'কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। তৃণমূল কর্মী হওয়ার কারণেই কি প্রশাসনের সক্রিয়তা নজরে পড়ল না। শাসকদলের নেতারাই বা কেন মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা ভাবলেন না?'

ফোন সুইচ অফ থাকার কারণে পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তৃণমূলের পিন্টু ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা না গেলেও সংশ্লিষ্ট ৬ নম্বর ওয়ার্ড তৃণমূলের আলম খানের দাবি, 'এলাকায় এত রাত পর্যন্ত খেলা চলেছে, সেব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই। যদি হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই খারাপ।' এরপর তাঁর যুক্তি, 'খেলায় রাজনৈতিক কোনও অঙ্ক থাকে না। রাজনীতির রং ভুলে খেলাপ্রেমীরাই অংশ নেন। তাই সবক্ষেত্রে রাজনীতির রং লাগানো উচিত নয়।' এদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে শহরের বিভিন্ন মহলে নিন্দার ঝড় বইতে শুরু করলে মুখে কুলুপ এঁটেছেন কমিটির সদস্যরা। এদিন সন্ধ্যার পর থেকে একাধিকজনকে ফোন করা হলে সুইচড অফ বলেছে।

ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার অপর বাসিন্দা নীলাঞ্জন দাস। তাঁর কথায়, 'পরীক্ষার্থীদের যন্ত্রণা তো আছেই, আশপাশের অনেকেই অসুস্থ। প্রবীণ মানুষ আছেন। তাঁদের কথা একবার কেউ ভাবল না।' পুলিশ-প্রশাসনের আরও কড়া হওয়া উচিত ছিল বলেই মনে করছেন স্থানীয় শুভ্র দে। বললেন, 'কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়া হলে অন্যরা আশকারা পাবে।'

শালুগাড়ায় চুরিতে ধৃত পরিচারিকা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শালুগাড়া এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে সোমবার মোবাইল ফোন সহ সোনার আংটি চুরির অভিযোগে ওঠে এক পরিচারিকার বিরুদ্ধে। এদিন ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতের নাম শাহেবা খাতুন। তিনি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বিবেকানন্দনগরের বাসিন্দা। এদিন তাঁর বাড়িতে অভিযান চালাতেই চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হয়। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে।

অন্যদিকে, উত্তরায়ণের একটি বাড়িতে চুরির ঘটনায় রবিবার রাতে অভিযোগ দায়ের হয় মাটিগাড়া থানায়। বাড়ির মালিকের অভিযোগ, গত শুক্রবার বাড়ির সদস্যরা সকালে বেরিয়েছিলেন। রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন সমস্তকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। এরপর আলমারি খুলতেই দেখেন, ভেতরে থাকা যাবতীয় সোনার গয়না চুরি গিয়েছে। এরপর রবিবার রাতে পুলিশের দ্বারস্থ হন বাড়ির মালিক। এদিকে একের পর এক চুরির ঘটনায় উত্তরায়ণের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বাইক উলটে জখম চালক

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : সোমবার শহরের ক্ষুদিরামপল্লি এলাকায় এক মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন এক বাইকচালক। ওই এলাকারই বাসিন্দা বাইকচালক প্রবীর সাহা বাইক নিয়ে উলটে জখম হন। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করেন। প্রবীর পায়ে ও হাতে চোট পেয়েছেন। উল্লেখ্য, বিএসএনএল দপ্তরের পাশ দিয়ে যাওয়া শীতলপুর রোড ক্রমশ দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে ওঠায় উদ্বেগে স্থানীয়রা।

সন্তানের জন্য একাই ১০০

ভালোবাসা সপ্তাহের আলোকপাত

প্রচলিত ধারণায় পরিবার বলতে বাবা, মা ও সন্তানকে বোঝালেও আধুনিক সমাজে এই ধারণায় বদল এসেছে। সিঙ্গল প্যারেন্টিং বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সিঙ্গল প্যারেন্টিংয়ের পেছনে এক-একজনের এক-একরকম কারণ থাকে। কারণ যাই থাকুক থেমে না গিয়ে তাঁরা একা হাতে ঘরের ও বাইরের সব দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। এমন কয়েকজনের কথা তমালিকা দে'র কলমে।

মাম্পির পৃথিবী

স্বামীর মৃত্যুর পর সংসার কীভাবে চলবে সেই চিন্তায় সুকান্তনগরের মাম্পি রায়ের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছিল। আট বছর মেয়ের পড়াশোনার খরচ চালাতে একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলে পড়ানো শুরু করেছিলেন তিনি। তবে সিঙ্গল মাদার হিসেবে তাঁর যাত্রাটা খুব একটা সহজ ছিল না। মাম্পির কথায়, 'বিয়ের পরে আমি রোজগার করতাম না। তবে স্বামীর মৃত্যুর পর বুঝতে পারি রোজগার করাটা কতটা জরুরি। তাই স্কুলের চাকরিতে ঢুকি।' চাকরির পাশাপাশি মেয়েকে পড়ানো থেকে শুরু করে রান্না সবটা নিজের হাতে সামলান তিনি। তাঁর মতে, 'জীবনের কোন পর্যায়ে কী ঘটে যায় বলা যায় না, তাই প্রতিটি মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন।'

বাবা-মা দুই

বছর পনেরো আগে বিয়ে হয়েছিল প্রধাননগরের বাসিন্দা অভিষেক দাসের। কিন্তু বছর দুয়েক আগে হঠাৎ সেই সুখের সংসারে চিড় ধরে। ছয় বছরের মেয়েকে ফেলে অভিষেকের স্ত্রী অন্য একজনের সঙ্গে চলে যান। সেই দুঃখ মন থেকে মুছে না গেলেও মেয়েকে মায়ের অভাব বুঝতে দেননি অভিষেক। তিনি বলেন, 'এত বছরের সংসার যে এভাবে ভেঙে যাবে তা ভাবতে পারিনি। তবে আমাদের সম্পর্কের কারণে মেয়ের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য মেয়েকে আমার কাছে রেখেছি। এখন আমার মেয়ের কাছে ওর মা ও বাবা দুটোই আমি।' তিনি আরও জানান, মেয়েকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে ভালো মানুষ করার চেষ্টা করছেন তিনি। এই জার্নিতে অভিষেকের মা তাঁর পাশে রয়েছেন।

উৎস মেয়ে

২০২১ সালে ট্রেন দুর্ঘটনায় স্বামীকে হারিয়েছিলেন তাপসী বসাক। তারপর থেকে শুরু হয় জীবনের কঠিন লড়াই। তিনি জানান, মেয়ের পড়াশোনা ও সংসার কীভাবে চালাবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। তবে হাল ছেড়ে না দিয়ে তিনি নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করেন। বর্তমানে তিনি পর্যটন দপ্তরে কর্মরত। এর জন্য কম্পিউটারের কাজ শেখা থেকে মেল পাঠানো সবকিছুই শিখেছেন তিনি। তাঁর এই সফরে তাঁকে সবচেয়ে বেশি সাহস জুগিয়েছিল তাঁর ১৪ বছরের মেয়ে। তাই মেয়েকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা এখন তাপসীর একমাত্র লক্ষ্য।

ছেলেই লক্ষ্য

ষোলো বছরের সম্পর্ক যে নিমেষে ভেঙে যেতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবেননি মৌমিতা মজুমদার। শিলিগুড়ি জংশনের পাতিকলোনি এলাকার বাসিন্দা মৌমিতা জানান, আজও বাড়িতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে স্বামীর সঙ্গে কাটানো বিভিন্ন মুহূর্তের স্মৃতি। সেই সব ছবির দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'বিয়ের অনেকদিন পর ছেলে হওয়ায় খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কর্মসূত্রে স্বামী বিদেশে থাকতেন। তিনি অন্য একটি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। দুই বছর আগে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে। এখন পাঁচ বছরের সন্তানকে নিয়ে আমার সারাদিন কাটে। একটা দোকানেও কাজ করি।' মৌমিতার এই কঠিন সময়ে তাঁর পাশে তাঁর মা রয়েছেন। মৌমিতা বলেন, 'প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় উঠে রান্না করে ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে তারপর নিজের কাজে যাই। ছেলেকে মানুষ করাই আমার লক্ষ্য।'

উদ্বোধন ই-পরিষেবার

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর আদালতে চালু হল ই-পরিষেবা কেন্দ্র। সোমবার পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডিস্ট্রিক্ট জজ আতাউর রহমান। তাঁর সঙ্গে অন্য বিচারকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এদিন ইসলামপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৌমেন্দু মজুমদার সহ আদালতের আইনজীবী ও ল' ক্লার্কদের সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। আতাউর রহমান বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ আদালতের উদ্দেশ্য মানুষের কাছে বিচার ব্যবস্থা সহজলভ্য করা, সেই ভাবনাই বাস্তবায়ন করছি।' বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জানালেন, ই-পরিষেবা চালু হওয়ায় মানুষ অনেকটাই উপকৃত হবেন।

অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : সাইবার ক্রাইম থানার উদ্যোগে সোমবার মিলনপল্লির ফণীভূষণ সেকেন্ডারি স্কুলে একটি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের সাইবার ক্রাইম সম্পর্কে সচেতন করা হয়। ছিলেন সাইবার ক্রাইম থানার আইসি সম্রাট মিত্র।

থানায় অভিযোগ পুরনিগমের

মিউটেশন ফি'র ভুয়ো রসিদ

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : ফের প্রকাশ্যে এল মিউটেশন ফি'র 'ভুয়ো রসিদ'। বিষয়টি নজরে আসতেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের অন্দরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। এ ক্ষেত্রে বড় কোনও অসাধু চক্র সক্রিয় রয়েছে বলে আশঙ্কা পুরনিগমের আধিকারিকদের একাংশের। মেয়র গৌতম দেবও ওই আশঙ্কা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। ইতিমধ্যে পুর কর্তৃপক্ষ ঘটনার প্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছে। শুক্রবার দায়ের হওয়া ওই লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

- ফের সামনে এল মিউটেশন ফি'র ভুয়ো রসিদ, পুলিশে অভিযোগ পুরনিগমের
- পাঁচ মাস আগে বদলি হওয়া কমিশনারের সই রয়েছে রসিদটিতে, সিরিয়াল নম্বর ভুল
- অসাধুচক্র সক্রিয় পুরনিগমে, মানছেন আধিকারিকদের বড় অংশ, উড়িয়ে দিচ্ছেন না মেয়র

> বিস্তারিতভাবে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না এলে কিছু বলতে পারছি না। তবে, এর পেছনে কেউ না কেউ তো আছে।
>
> -গৌতম দেব

গত সপ্তাহে শহরের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের দার্জিলিং মোড় এলাকার এক বাসিন্দা মিউটেশন ফি'র রসিদ নিয়ে পুরনিগমে হাজির হয়েছিলেন। ওই রসিদের সত্যতা নিয়ে তিনি সংশয় প্রকাশ করতেই আধিকারিকেরাও তৎপর হয়ে ওঠেন। তড়িঘড়ি রসিদের তথ্য যাচাই করার কাজ শুরু হয়। সেসময় একাধিক ভুল-ত্রুটি আধিকারিকদের নজরে পড়ে। এরপরই পুর কমিশনারের দ্বারস্থ হন আধিকারিকেরা। পরবর্তীতে তাঁর নির্দেশক্রমেই পুরনিগমের এক আধিকারিক শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। 'নির্দিষ্ট ওই রসিদ পুরনিগমের তরফে ইস্যু করা হয়নি এবং রসিদটি ভুয়ো', অভিযোগপত্রে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। পুরনিগমের এক আধিকারিক জানান, ভুয়ো রসিদ তৈরির ক্ষেত্রে পুর আধিকারিকদের সই জাল করার ঘটনাও প্রকাশ্যে এসেছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট ওই রসিদে ২০২৫ সালের ২৭ ডিসেম্বরের তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। সেদিন অবশ্য পুরনিগমের তরফে মিউটেশন ফি সংগ্রহে একটি শিবির করা হয়েছিল। আধিকারিকদের দাবি, ওইদিন শিবির আয়োজিত হলেও অনলাইনে রসিদ দেওয়া হয়নি। ফলে, রসিদে উল্লেখ করা তারিখ নজরে আসতেই প্রথম খটকা লাগে সংশ্লিষ্ট বিভাগের আধিকারিকদের। এরপরেই নজরে আসে সিরিয়াল নম্বর এবং সই। আধিকারিকদের কথায়, রসিদে থাকা সিরিয়াল নম্বর '৯০৯২'-র কোনও অস্তিত্ব নেই বর্তমানে। নির্দিষ্ট সিরিয়াল নম্বর আসতে এখনও অনেক দেরি। এছাড়াও বর্তমান পুর কমিশনারের পরিবর্তে পূর্বতন কমিশনারের সই ওই রসিদে রয়েছে। যিনি প্রায় পাঁচ মাস আগেই বদলি হয়ে গিয়েছেন। ফলে ওই রসিদ যে ভুয়ো, তা বুঝতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি। এমন ঘটনা অবশ্য এই প্রথম নয়। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসেও ভুয়ো রসিদ ইস্যুতে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিল। এবিষয়ে শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'বিস্তারিতভাবে তদন্ত করতে বলা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি দেখছে। সম্পূর্ণ রিপোর্ট না এলে কিছু বলতে পারছি না। তবে, এর পেছনে কেউ না কেউ তো আছে।'

হৃদয়পুর থেকে
প্রবীণ সেই বসন্তের খোঁজে

ছবি তোলার জন্য প্রস্তুতি নিতেই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা ফের একবার বোঝা গেল প্রকাশের আচরণে। তিনি হাসিমুখে স্ত্রীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পাশাপাশি ছবি তোলার সময় লাজুক, কিন্তু বলিষ্ঠ আবেশে স্বামীর হাতে হাত রাখলেন মাধুরী। এখন প্রকাশের বয়স ৭৮ আর মাধুরীর ৭২। কিন্তু প্রেমের টানের ঘন আবেগ দুজনকেই আগলে রেখেছে।

৫৬ বসন্ত পেরিয়ে আসা ভালোবাসা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি : 'জনম জনম জনম সাথ চলনা ইউহি...' অরিজিৎ সিংয়ের ব্লকবাস্টার এই গানটিকে ক্যামেরার ছবিতে ধরলে তা হুবহু হবে ইসলামপুর শহরের নেতাজিপল্লির প্রকাশ ঠাকুর ও মাধুরী ঠাকুরের। তাঁদের দাম্পত্যজীবনের ৫৬ বসন্ত অবলীলায় অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু প্রেমের টানের ঘন আবেগ যে দুজনকেই আগলে রেখেছে তা আলাপচারিতায় স্পষ্ট বোঝা গেল।

পেশায় ইসলামপুর হাইস্কুলের অর্থনীতির দাপুটে শিক্ষক ছিলেন প্রকাশ। স্বভাবতই দাম্পত্যজীবনের হৃদয়ের খবর দিতে বেশ খানিকটা মার্জিত মেজাজে ছিলেন। তবে দাম্পত্যজীবনকে বা স্ত্রী-র প্রতি তাঁর ভালোবাসা যে কতটা গভীর তা গোপন করার চেষ্টা করলেন না। ১৯৬৯ সালে ছাপানো নিজেদের বিয়ের কার্ড সযত্নে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছিলেন। দেখতে চাইলে সেই কার্ড বের করে দেখালেন। পাশে ডেকে বসালেন স্ত্রী মাধুরীকে। লাজুক ভাব নিয়ে আবেগের সুরে মাধুরী জানালেন, 'স্পষ্ট মনে আছে দিনটি ছিল ২৮ এপ্রিল, বাংলার ১৫ বৈশাখ, সোমবার।' সোমবার তো শিবের দিন হিসেবে মান্য। প্রায় ছয় দশকের আপনাদের দাম্পত্যজীবনকে শিব-পার্বতীর জুটি বলতেই পারি?

- বিয়ের কার্ড সযত্নে আলমারিতে সাজিয়ে রেখেছেন প্রকাশ

দুইজনেই হাসি দিয়ে একে অপরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলেন তা নজরে পড়ল।

বনেদি পরিবারের ছেলে প্রকাশের পৈতৃক বাড়ি সেই সময় বাংলাদেশ সীমান্তের রাধারগছে (ঠাকুরবাড়ি) ছিল। বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ২২ বছর। পৈতৃক বাড়ি আজও রয়েছে। আছে যাতায়াতও। ইসলামপুর শহর থেকে রাধারগছের দূরত্ব প্রায় ২৫ কিলোমিটার। মাধুরীর বাপের বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জ জেলার বাহাদুরগঞ্জ সংলগ্ন এলাকায়। দাম্পত্যজীবনের পথচলা কি এতটাই মসৃণ ছিল? প্রশ্নটি মাধুরীর জন্য হলেও বেশ আবেগ ভরে বলতে শুরু করলেন প্রকাশ। বললেন, 'ও যখন বিয়ে হয়ে আসে তখন তো আমাদের একান্নবর্তী পরিবার। দিদির বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ ননদ আর তিন দেওরকে মায়ের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে ও-ই তো সামলেছে। তখন আমার ছোট ভাইয়ের বয়স দেড় বছর।'

অর্ধাঙ্গিনীর জীবনযুদ্ধের গল্প বেশ গর্বের সঙ্গে বলে নস্টালজিক ভাবনায় ডুবে নীরব হয়ে গেলেন প্রকাশ। পাঁচ ননদ ও তিন দেওরকে কোলেপিঠে আদরে বড় করে বিয়ে পর্যন্ত দিয়েছেন মাধুরী। প্রকাশের অন্য ভাইদের বাড়িও নেতাজিপল্লি এলাকাতেই। পারিবারিক সম্পর্ক আজও অটুট।

প্রকাশ চাকরি থেকে অবসর পান ২০০৮ সালে। অন্তত দীর্ঘ চার দশক ঠাকুর দম্পতির নেতাজিপল্লিতে বসবাস। প্রতিবেশী থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা আজ পর্যন্ত তাঁদের উঁচু গলায় তর্ক পর্যন্ত করতে দেখেননি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মান অভিমান এসব কখনও হয়নি? দুজনেই হেসে জবাব দিলেন, 'তা আবার হবে না? কিন্তু একবেলা কথা বন্ধ থাকলেই আমাদের দমবন্ধ হয়ে আসে। চায়ের কাপের উষ্ণতায় অভিমানের বরফ আমাদের গলে যেত। এখনও তাই হয়।'

পরের জন্মেও কি ওঁকেই স্বামী হিসেবে পেতে চান প্রশ্নে মাধুরীর 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই' বলার মধ্যে অদ্ভুত মায়াবী সুর ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল। পাশ থেকে স্বামী প্রকাশের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে চোখের কোন চিকচিক করে ওঠা বসন্তের গোধূলিকে রাঙিয়ে যেন নীরবে জানান দিচ্ছিল অরিজিৎয়ের ব্লকবাস্টার গানের শেষ পংক্তি, 'মেরে হোকে হামেশা হি রহনা, কভি না কহনা অলবিদা...'।

এক ফ্রেমে প্রকাশ ঠাকুর ও মাধুরী ঠাকুর।

পৃথিবীর পাঠশালা

সত্যিকারের নোয়ার নৌকা

পৃথিবীতে যদি পারমাণবিক যুদ্ধ হয় বা উল্কাপাত হয়, তবে আমাদের খাবার আসবে কোথা থেকে? এই ভয় থেকেই নরওয়ের তুষারাবৃত দ্বীপ ভালবার্ডে মাটির গভীরে তৈরি হয়েছে 'গ্লোবাল সিড ভল্ট' বা কিয়ামতের সিন্দুক। এখানে বিশ্বের প্রায় সব দেশের সব ধরনের শস্যের বীজ সংরক্ষিত আছে। মাইনাস ১৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় পাহাড়ের গুহার ভেতর রাখা এই বীজগুলো হাজার বছর পরও নষ্ট হবে না। সিরিয়ার যুদ্ধের সময় যখন সেখানকার শস্যভাণ্ডার ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এখান থেকেই বীজ নিয়ে গিয়ে পুনরায় চাষাবাদ শুরু করা হয়েছিল। মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য বরফের নীচে লুকোনো এই 'নোয়ার নৌকা' সত্যিই এক বিস্ময়।

কাল্পনিক দেশের রাজা

মিথ্যে বলে কতদূর যাওয়া যায়? গ্রেগর ম্যাকগ্রেগর নামের এক স্কটিশ ব্যক্তি ১৮২০-এর দশকে মিথ্যে বলে কোটিপতি হয়েছিলেন, শুধু তাই নয়, বানিয়ে ফেলেছিলেন আস্ত এক কাল্পনিক দেশ! তিনি দাবি করেন, মধ্য আমেরিকায় 'পয়েইস' নামে এক দেশ আছে এবং তিনি তার রাজপুত্র। লন্ডনে ফিরে তিনি সেই দেশের কাল্পনিক ম্যাপ, পতাকা এবং মুদ্রাও দেখান। তাঁর কথায় বিশ্বাস করে শত শত মানুষ নিজেদের সর্বস্ব বিক্রি করে সেই 'স্বর্গরাজ্যে' যাওয়ার জন্য জাহাজে চড়ে বসে। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা দেখে, দেশ তো দূর, সেখানে কেবল গভীর জঙ্গল আর মশা। না খেতে পেয়ে এবং রোগে ভুগে অধিকাংশ মানুষ মারা যায়। ম্যাকগ্রেগর অবশ্য ততদিনে টাকা নিয়ে প্যারিসে পালিয়ে গেছেন। ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই ঠগবাজ আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয়— লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

প্রাচীন সিমেন্টের রহস্য

আধুনিক সিমেন্টের তৈরি বাড়ি ৫০-১০০ বছরেই ফাটল ধরে, কিন্তু ২০০০ বছরের পুরোনো রোমান দালানগুলো আজও কীভাবে অটুট? বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এই রহস্যের সমাধান করেছেন। রোমানরা তাদের কংক্রিটে এক বিশেষ ধরনের আগ্নেয় ছাই এবং চুন ব্যবহার করত। এর ফলে যখনই কংক্রিটে ফাটল ধরত বা বৃষ্টির জল ঢুকত, তখন চুনের ছোট ছোট দলাগুলো জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এক ধরনের আঠা তৈরি করত যা ফাটল ভরাট করে দিত। অর্থাৎ, রোমান কংক্রিট ছিল 'সেল্ফ-হিলিং' বা নিজেই নিজের ক্ষত সারিয়ে তোলার ক্ষমতাসম্পন্ন! আধুনিক ইঞ্জিনিয়াররা এখন এই প্রাচীন প্রযুক্তি ব্যবহার করে দীর্ঘস্থায়ী বাড়ি তৈরির চেষ্টা করছেন। পুরোনো চাল যে সত্যিই ভাতে বাড়ে, তা রোমানরা প্রমাণ করে দিয়েছে।

ইতিহাসের বিকট শব্দ

শব্দ কত জোরে হতে পারে? ১৮৮৩ সালে ইন্দোনেশিয়ায় ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের শব্দ ছিল মানুষের ইতিহাসে রেকর্ড করা সবচেয়ে জোরালো শব্দ। প্রায় ৪৮০০ কিলোমিটার দূর থেকেও এই শব্দ শোনা গিয়েছিল! এর আওয়াজ এতটাই তীব্র ছিল যে, ৪০ মাইল দূরের নাবিকদের কানের পর্দা ফেটে গিয়েছিল। বিস্ফোরণের ফলে যে শকওয়েভ বা বাতাসের ঢেউ তৈরি হয়েছিল, তা পৃথিবীকে চারবার প্রদক্ষিণ করেছিল। আকাশ কালো হয়ে গিয়েছিল এবং সেই বছর বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা কমে গিয়েছিল। প্রকৃতির এই রুদ্রমূর্তি মনে করিয়ে দেয়, আমরা যতই প্রযুক্তি বানাই না কেন, প্রকৃতির শক্তির কাছে আমরা কত অসহায়।

ভলান্টিয়ারের

প্রথম পাতার পর

ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের ডিআইজিকে তদন্তভার দেওয়া হয়েছে সেইমতো। ওপরমহলে রিপোর্ট পাঠাবেন তিনি। এ প্রসঙ্গে আইজি (উত্তরবঙ্গ) রাজেশ যাদবের বক্তব্য, 'বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। আমরা মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করিয়েছি। কারও দোষ প্রমাণিত হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।'

নির্বাচনের আগে রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন থানায় কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্যে ডাবগ্রামে পুলিশ ব্যারাকে ডাকা হয়। সোমবারই তাঁরা এখানে আসেন। অভিযোগ, রবিবার রাতে পঙ্কজ অসুস্থ বোধ করেন। মুহূর্তের মধ্যে মৃত্যু হয় ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের। সহকর্মীরা অ্যাম্বুল্যান্স, চিকিৎসকের খোঁজ করেও পাননি বলে দাবি। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বাদে একটি অ্যাম্বুল্যান্স পৌঁছায়। এরপরই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন ভলান্টিয়াররা। তাঁরা দেহ বাইরে বের করতে বাধা দেন। ব্যারাকের গেট আটকে শুরু হয় বিক্ষোভ। রাত পেরিয়ে সকাল হলেও বিক্ষোভ চলতে থাকে।

নজিরবিহীন ঘটনার জেরে চাপে পড়েন পুলিশের পদস্থ কর্তারা। স্থানীয় থানার পুলিশ গিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি। সিভিকদের অভিযোগ, খাবারের জন্য তাঁদের কাছ থেকে ৮১০ টাকা করে নেওয়া হয়েছে। নিজের খরচে প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এসে নিজের খরচেই খাওয়াদাওয়ার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীরা। পাশাপাশি ১০০০ টাকা সাম্মানিক বৃদ্ধির বিরোধিতাও শোনা যায় তাঁদের মুখে। এই ভাতায় তাঁদের সংসার চলে না বলেই অভিযোগ তোলেন। সিভিক ভলান্টিয়ারদের মধ্যে তাপস বর্মনের বক্তব্য, 'আমাদের থেকে খাবারেরও টাকা নেওয়া হয়েছে। এটা কেমন নিয়ম?' মহম্মদ সাহিল বলছিলেন, 'এত কম টাকায় আমাদের সংসার চলে না। মাত্র ১ হাজার টাকা বাড়িয়ে সমস্যার সুরাহা হবে না।'

বেলা যত গড়িয়েছে, আন্দোলনের তীব্রতা তত বেড়েছে। ১০ ঘণ্টারও বেশি সময় মৃতদেহ ভেতরে ছিল। সকাল হতেই ডিআইজি সহ অন্য কর্তারা ঘটনাস্থলে যান। মৃতের পরিজনরাও পৌঁছান সেখানে। এরপর বিক্ষোভকারী ও মৃতের পরিজনদের নিয়ে আলোচনায় বসেন ডিআইজি। তদন্তের আশ্বাস দেন। তারপর আন্দোলন তুলে নিলে দেহ বের করে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ময়নাতদন্তের সময় খোদ ডিআইজি সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে ছিলেন।

বুলেট ট্রেনের

প্রথম পাতার পর

বৈষ্ণোর ঘোষণা অনুযায়ী, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে দিল্লি থেকে বারাণসী পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র ৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট। অন্যদিকে, পাটনা হয়ে বারাণসী থেকে শিলিগুড়ির যাত্রা সম্পন্ন হবে প্রায় ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে। তাঁর কথায়, 'দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশ ও বিহার হয়ে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত একটি নতুন অর্থনৈতিক করিডর তৈরি হবে। যা এই অঞ্চলের জন্য উল্লেখযোগ্য সুফল বয়ে আনবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে।'

স্বাভাবিকভাবেই এই খবরে উচ্ছ্বসিত উত্তরবঙ্গের পর্যটন মহল। পাহাড় ও ডুয়ার্সকেন্দ্রিক পর্যটনে বড়সড়ো বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ইতিমধ্যেই তাজ, আইটিসি, লেমন ট্রি-র মতো নামী হোটেল গোষ্ঠী শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায় বিনিয়োগ করেছে। বুলেট ট্রেনের চাকা গড়ালে আরও বড় লগ্নি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিশিষ্ট হোটেল ব্যবসায়ী অভিজিৎ সেনগুপ্তর কথায়, 'বুলেট ট্রেন চালু হলে স্টেট বর্ডার ট্যুরিজম নতুন দিশা পাবে। পর্যটনকে কেন্দ্র করে অনুসারী শিল্পের বিকাশ ঘটবে এবং কর্মসংস্থান বাড়বে।'

পর্যটন ব্যবসায়ীদের মতে, রেল যোগাযোগ আধুনিক হলে তার প্রভাব পড়বে সড়কপথেও। কেন্দ্র ও রাজ্য- উভয় সরকারই তখন এই অঞ্চলের পরিকাঠামো উন্নয়নে বাড়তি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। সব মিলিয়ে, এক নতুন ভোরের অপেক্ষায় উত্তরবঙ্গ।

আন্তঃরাজ্য ফোরামের সঙ্গে জোট

উত্তরবঙ্গে প্রার্থী দিতে মরিয়া হুমায়ুনের দল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শুধু মুর্শিদাবাদ ও মালদা নয়, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন আসনে প্রার্থী দিতে সমস্ত জনজাতি ও সম্প্রদায়ের আন্তঃরাজ্য ফোরামের সঙ্গে হুমায়ুন কবীরের জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি) জোটবদ্ধ হল। রবিবার সন্ধ্যায় অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ে আদিবাসী, মুসলিম, কামতাপুরি, বোড়ো, মেচ ও গোর্খাদের সম্মিলিত বৈঠকে হুমায়ুন কবীরের প্রতিনিধি সফিজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে কোচ-কামতাপুর স্টেট ফোরাম গঠিত হয়। অসমের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের প্রায় সবক'টি আসনে এই ফোরাম জোটবদ্ধভাবে প্রার্থী দেবে। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভোটব্যাংকে ফোরামের ভোট বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

রবিবার অসমের বঙ্গাইগাঁওতে কোচ-কামতাপুর স্টেট ফোরামের মঞ্চে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্ব। - ফাইল চিত্র

ফোরামের সাধারণ সম্পাদক উত্তমকুমার রায় বলেন, 'কেএলও চিফ জীবন সিংহকে অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা শান্তিচুক্তির আড়ালে বলির পাঁঠা বানিয়েছেন। আমরা কিন্তু পৃথক রাজ্যের দাবিদার। বিভিন্ন সময় আমরা ভাষার অষ্টম তফশিলে অন্তর্ভুক্তিকরণ সহ তপশিলি উপজাতির স্বীকৃতি দাবি করে এসেছি। অসম, পশ্চিমবঙ্গ বা কেন্দ্রীয় সরকার কেউ সেই দাবিকে আমল দেয়নি। একাধিক নির্বাচনে আমাদের ভোট নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল জিতেছে। এখন আমাদের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। তাই সমস্ত জনজাতি ও সম্প্রদায়ের সংগঠনকে একছাতার তলায় নিয়ে ফোরাম গঠন করা হয়েছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে এই ফোরামের সদস্যদের যে আসনে শক্তি বেশি সেখানে তাঁরা প্রার্থী দেবেন। বাকিরা সমর্থন করবেন। একটি ভোটও এবার কোনও রাজনৈতিক দলকে কেউ দেবে না।'

রবিবার কোন সংগঠন উত্তরবঙ্গে ও অসমে কাকে প্রার্থী করতে চাইছে তার খসড়া তালিকাও তৈরি হয়েছে। দার্জিলিং থেকে গোর্খা নেতা বিনয় তামাং এই ফোরামে রয়েছেন। হুমায়ুনের দলের প্রতিনিধি সফিজুল ইসলামের কথায়, 'আমাদের কাছে ফোরামের তরফে আমন্ত্রণ এসেছিল। তাই বৈঠকে যোগ দিই। ফোরামের সিদ্ধান্তকে আমরা পূর্ণ সমর্থন করছি।'

> সমস্ত জনজাতি ও সম্প্রদায়ের সংগঠনকে একছাতার তলায় নিয়ে ফোরাম গঠন করা হয়েছে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে ফোরামের সদস্যদের যে আসনে শক্তি বেশি সেখানে তাঁরা প্রার্থী দেবেন। বাকিরা সমর্থন করবেন।
>
> **উত্তমকুমার রায়,** সম্পাদক
> আন্তঃরাজ্য ফোরাম

জয়ন্তীতে শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের ভিড়। সোমবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

'শিক্ষা প্রতারণা' মালবাজারেও

প্রথম পাতার পর

খামতি রাখা হবে না। ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ আমাদের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার বলে আমরা সকলকে আশ্বস্ত করছি।'

এদিন সকালে মালবাজার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরসভার পাশে অবস্থিত উক্ত প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউটে জনা ত্রিশেক ল্যাব টেকনিসিয়ান বিভাগের ছাত্রী জড়ো হন। তাঁরা গত জুলাই মাসে সেখানে ভর্তি হয়েছিলেন। রবিবার শিলিগুড়িতে পুলিশি অভিযানে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় থেকে তিনজন গ্রেপ্তার হওয়ার খবর ছড়াতেই মালবাজার শাখায় উত্তেজনা ছড়ায়। মালবাজারের প্রতিষ্ঠানটি শিলিগুড়ির প্রতিষ্ঠানটির অংশ বলেই কর্মকর্তাদের দাবি। পুলিশ সেই দাবি খতিয়ে দেখছে। অভিযোগ, প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান মৌমিতা দাস পড়ুয়াদের আধার কার্ড, মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশিট আটকে রেখেছিলেন। এদিন কিছু নথি ফেরত দেওয়া হলেও ২০২৪ ব্যাচের আটজন পড়ুয়ার নথি এখনও মেলেনি। নথিপত্র নিতে এসে পড়ুয়ারা জানতে পারেন, প্রতিষ্ঠানটির নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। লাটাগুড়ির ছাত্রী তানিয়া দেব বলেন, 'আমাদের এক সিনিয়ার দিদি এই সেন্টারের শংসাপত্র নিয়ে কাজের সন্ধানে একটি নার্সিংহোমে গিয়েছিলেন। তবে সেখানে এই শংসাপত্রকে মান্যতা দেওয়া হয়নি।'

মালবাজার শাখার দায়িত্বে থাকা ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিশ্বদীপা দাসের নামে অভিযোগ থাকলেও তিনি বর্তমানে পলাতক। পুলিশ নিকিতা পাল ও অলোক পাল নামে দুই সহযোগীর খোঁজ চালাচ্ছে। তবে ধৃত মৌমিতার দাবি, শিলিগুড়ির প্রধান কার্যালয়ের নিয়ম মেনেই সমস্ত কিছু পরিচালিত হত। স্থানীয় সূত্রে খবর, ২০২৩ সালে 'আশা প্যারামেডিকেল অ্যান্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট' নামে এই কেন্দ্রটি শুরু হয়। জিএনএম বা রেডিওলজিস্ট কোর্সের কথা থাকলেও কেবল ল্যাব টেকনিসিয়ান বিভাগ চালু ছিল। পড়ুয়াদের অভিযোগ, ল্যাবে পর্যাপ্ত সরঞ্জাম ছিল না এবং শিক্ষকরা মোবাইল ফোন দেখে ক্লাস নিতেন। প্রথম ব্যাচের পড়ুয়াদের থেকে ৯০ হাজার ৫০০ টাকা এবং ইউনিফর্ম বাবদ ৪৫০০ টাকা নেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যাচের প্রত্যেকের কাছ থেকে বিশ্বদীপা ৪০-৫০ হাজার টাকা করে নিজের অ্যাকাউন্টে নিয়েছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি 'আশা প্যারামেডিকেল অ্যান্ড নার্সিং ইনস্টিটিউট' নাম বদলে 'আশা ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার' করা হলেও তা পড়ুয়াদের জানানো হয়নি বলে অভিযোগ।

বিক্ষুব্ধ পড়ুয়ারা এদিন মৌমিতাকে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখেন। খবর পেয়ে মালবাজার টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি পুলিন গোলদার সেখানে পৌঁছান। পরে পুলিশ গিয়ে মৌমিতাকে আটক করে। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পড়ুয়া শোভা পণ্ডিত জানান, তাঁদের থেকে জোরপূর্বক ফি নেওয়া হত এবং এই প্রশিক্ষণকেন্দ্রটি সম্পূর্ণ অবৈধ। ময়নাগুড়ির সৃজিতা বণিকের দাবি, 'যে টাকা আমাদের থেকে নেওয়া হয়েছে সমস্তটাই ফেরত দিতে হবে। শুধু সেন্টারের ফি না, যাতায়াতে অনেক খরচ হয়েছে। সেই টাকাও ফেরত চাই।'

এদিকে, শালবাড়ির ঘটনায় দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট প্রশাসনিক উদাসীনতাকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'দিনের পর দিন এভাবে পর্যাপ্ত কাগজপত্র ছাড়াই প্যারামেডিকেল ও নার্সিং ইনস্টিটিউশন চালানো হল, অথচ পুলিশের কাছে আগাম কোনও খবরই থাকল না। এর থেকে দুর্ভাগ্যজনক কিছু হতে পারে না।' পুলিশ বর্তমানে প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল, বিহারের বাসিন্দা সুরেন্দ্রকুমার ভারতীর খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে। এদিকে, ধৃত তিনজনের মধ্যে একজনকে নিয়ে এদিন প্রধাননগর থানার পুলিশ ওই প্রতিষ্ঠানের শালবাড়ি কার্যালয়ে যায়। সেখান থেকে বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের কমিশনার সি সুধাকর জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। এদিন সিকিমের প্রতিনিধিদলে সোনাম ছোপেল শেরপা, শেরিং ওয়াংচুক লেপচা, উজ্জ্বল রাই ও শর্মিষ্ঠা প্রধান ছিলেন।

চা রপ্তানিতে রেকর্ড গড়ল ভারত

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ ফেব্রুয়ারি : রেকর্ড পরিমাণ চা রপ্তানি করল ভারত। টি বোর্ডের খসড়া তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, ২০২৫ সালে এদেশ থেকে ২৮০.৪০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম চা রপ্তানি হয়েছে। যা গতবারের থেকে ২৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম বেশি। ২০২৪ সালে রপ্তানি ছিল ২৫৬.১৭ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। স্মরণাতীত কালের মধ্যে এই পরিমাণ সর্বোচ্চ বলেই চা মহল জানাচ্ছে। চায়ের ক্ষেত্রে ৩০০ মিলিয়ন কিলোগ্রাম রপ্তানির লক্ষ্য কেন্দ্রীয় সরকার আগেই নিয়েছিল। সেটা এবার ছোঁয়া সম্ভব না হলেও ভারত যে ধীরে ধীরে ওই পথে এগোচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় নেই চা বণিকসভাগুলির।

তথ্য বলছে, ২০২৫ সালে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয়েছে রাশিয়া, ইউক্রেন, কাজাখস্তানের মতো সাবেক সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের আওতাধীন দেশগুলিতে। সব মিলিয়ে রপ্তানির পরিমাণ ৪৩.২৫ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। ওই সব দেশে যা গতবার ছিল ২৬.৫১ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। গ্রেট ব্রিটেন, জার্মানি, আমেরিকা, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, ইরান, সৌদি আরব. চিন, ইরাকের মতো দেশগুলিতে রপ্তানির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১১.০৬, ৮.৫৬, ১৫.২১, ৫০.৭১, ১১.২৫, ৭.৯৪, ১৬.১৩, ৫২.৫৯ মিলিয়ন কিলোগ্রাম।

চা বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলির অর্থনৈতিক মন্দা, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে প্রায় ৪ বছর ধরে চলা যুদ্ধ পরিস্থিতি, ইরানের ওপর আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মতো হাজারো প্রতিবন্ধকতা না থাকলে রপ্তানির পরিমাণ হয়তো এবছরই কেন্দ্র ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে

যেত। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল গত শনিবার ভারত-আমেরিকার মধ্যে যে নয়া বাণিজ্য সমঝোতার কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে আমেরিকায় চা রপ্তানিতে এবছর জোয়ার আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। চায়ের ওপর ট্রাম্প সরকার আমদানি শুল্ক শূন্য করে দিয়েছে। এটা আগেও ছিল। তবে কয়েকমাস আগে তা ৫০ শতাংশ পর্যন্ত করে দেওয়া হয়। এর ফলে আমেরিকায় রপ্তানি বাণিজ্য কিছুটা হলেও ধাক্কা খায়। ২০২৪ সালে সে দেশে দেশীয় চায়ের মোট রপ্তানি ছিল ১৭.১৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম। ২০২৫-এ কিছুটা কমে যায় (১১.১৪ মিলিয়ন কিলোগ্রাম)। দেশের অন্যতম চা রপ্তানিকারক সংস্থা এশিয়ান টি এক্সপোর্টার্স কোম্পানির কর্ণধার মোহিত আগরওয়াল বলছেন, 'এটা একটা অসাধারণ উপলব্ধি। টি বোর্ডের দূরদর্শী ভূমিকা, চায়ের গুণগতমান বজায় রাখার ওপর সবেচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করার কারণেই সাফল্য এসেছে বলে মনে করি। তবে আমাদের আরও পথ চলা বাকি আছে। এজন্য তৈরি চায়ে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ যাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের মধ্যেই থাকে, সেটা নিশ্চিত করা অত্যন্ত প্রয়োজন।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)-এর সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'ক্ষুদ্র চা চাষিদের উচ্চ গুণগতমানের চা-ও যদি রপ্তানি বাণিজ্যে চলে আসতে পারে, তবে ৩০০ মিলিয়ন কিলোগ্রামের লক্ষ্যমাত্রা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এজন্য আমরা টি বোর্ডকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।'

টাকা কই, জনতার জানার অধিকার নেই

প্রথম পাতার পর

বা পিএসইউ-গুলো যে লভ্যাংশ দিল, সেটা কি পরোক্ষভাবে সরকারি টাকা নয়?' তবে উত্তর মিলবে না। কারণ, দিল্লি হাইকোর্টে আগেই কেন্দ্র হলফনামা দিয়ে জানিয়েছে, পিএম কেয়ারস সংবিধান বা সংসদের আইনে তৈরি হয়নি। এটি একটি 'পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। তাই এটি তথ্যের অধিকার আইন (আরটিআই)-এর আওতায় পড়ে না, এমনকি সিএজি (ক্যাগ)-এর অডিট করার এক্তিয়ারও এর নেই।

বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ঠিক এখানেই। একদিকে বলা হচ্ছে, এটি সরকারি সংস্থা নয়, অন্যদিকে এর মাথায় বসে আছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, সঙ্গে স্বরাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থমন্ত্রী। ব্যবহার করা হচ্ছে অশোকস্তম্ভ। অথচ, যখনই হিসাব চাওয়ার প্রসঙ্গ আসছে, তখনই দেখানো হচ্ছে 'প্রাইভেট ট্রাস্ট'-এর রুলবুক। সুপ্রিম কোর্টও এর আগে রায় দিয়েছে যে, এনডিআরএফ আর পিএম কেয়ারস সম্পূর্ণ আলাদা, তাই একটার টাকা অন্যটায় সরানোর প্রশ্নই নেই।

যারা দেশের বিপদে পাশে দাঁড়াতে এই তহবিলে মুক্তহস্তে দান করেছিলেন, তাঁরা কি জানতেন যে তাঁদের দানের টাকার হিসাব চাওয়ার অধিকারটুকুও তাঁদের নেই? সংসদে বিরোধীরা যদি প্রশ্নই না তুলতে পারেন যে, এই ৬০০০ কোটি টাকা কোথায় খরচ হল বা কাদের পকেটে গেল, তবে গণতন্ত্রের স্বচ্ছতা শব্দটা কি কেবল অভিধানেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

সংসদের আসন্ন অধিবেশনে এই নিয়ে ঝড় ওঠার প্রবল সম্ভাবনা। কারণ, যুক্তি যাই হোক, জনতার দরবারে এই 'প্রশ্নরহিত' থাকার ফরমান খুব একটা হজম হবে বলে মনে হয় না। স্বচ্ছ ভারত গড়ার ডাক দিয়ে যদি হাজার হাজার কোটি টাকার হিসাবের খাতাটিই 'সিন্দুকবন্দি' করে ফেলা হয়, তবে প্রশ্ন তো উঠবেই 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়?'

অরণ্যের ধন্বন্তরি

প্রথম পাতার পর

আবার গরুমারার পিলখানায় কুনকি হাতির প্রসবের সময় রাতভর জেগে থেকে চিকিৎসা ও পর্যবেক্ষণে ছিলেন। জঙ্গলে বন্যপ্রাণীর চিকিৎসার জন্য প্রায়ই টানা ১৬ থেকে ১৮ ঘণ্টা তাঁকে জঙ্গলে কাটাতে হয়। মাঝেমধ্যেই পর্যাপ্ত খাবার ছাড়া ও বিশ্রামহীন অবস্থায়। তবুও কোনও প্রাণী সুস্থ হয়ে জঙ্গলে ফিরে গেলে সেটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় তৃপ্তি।

কর্মজীবনে বহুবার প্রাণসংকটের মুখোমুখি হয়েছেন। সেসব প্রতিবেদনের গোড়াতেই কিছুটা বলা হয়েছে। গভীর জঙ্গলের পথে মেদলা নজরমিনারে চিকিৎসা করতে যাওয়ার সময় বাইসনের ধাক্কায় দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিলেন। মোরাঘাটের জঙ্গলে বুনো হাতির তাড়া খেয়েছেন, ময়নাগুড়ির পানবাড়িতে লোকালয়ে ঢুকে পড়া চিতাবাঘকে ঘুমপাড়ানি গুলি করতে গিয়ে বড়সড়ো বিপদে পড়েছিলেন। বছরের পর বছর এমন বহু অভিজ্ঞতাই তাঁর ঝুলিতে জমা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের গরুমারা জাতীয় উদ্যান, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান, বক্সা টাইগার রিজার্ভ ও মহানন্দা বন্যপ্রাণ অভয়ারণ্য- একাধিক অরণ্যে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছেন। শুধু চিকিৎসাই নয়, নিজের অভিজ্ঞতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পশু চিকিৎসকদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই কঠিন পথচলায় শ্বেতা পরিবারকে পাশে পেয়েছেন। এক মেয়ে ও স্বামীকে নিয়ে ছোট সংসার হলেও পরিবারের নিরন্তর সমর্থনই তাঁকে বারবার সাহস জুগিয়েছে। স্বামী ডাঃ রাজেশ্বর সিংহের সহযোগিতা ও বোঝাপড়া ছাড়া এতদূর এগোনো সম্ভব হত না বলেই শ্বেতা স্বীকার করেন, 'ওরা আছে বলেই আমার কাজকে কখনোই কাজ বলে মনে হয় না।' বন দপ্তরের আধিকারিক ও কর্মীদের সহযোগিতাকেও তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

মায়ের কোল থেকে ছিটকে মৃত্যু শিশুর

প্রথম পাতার পর

পথে লালুগছ এলাকায় তিনি একটি টোটোতে উঠতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই একটি মোটরবাইক দ্রুতগতিতে এসে তাঁকে সজোরে ধাক্কা মারে। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায়, বাইকের সামনের অংশে মহিলার ওড়না জড়িয়ে যাওয়ায় তিনি রাস্তায় পড়ে যান। শিশুটি তাঁর কোল থেকে ছিটকে পড়ে বাইকের তলায় চাপা পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে উদ্ধারকাজে হাত লাগান। স্থানীয়দের তৎপরতায় বাইকচালক নিজেই আহত মা ও শিশুকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তবে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছানোর পর শিশুটির অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চালক সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যান বলে অভিযোগ। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করার পর ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই খবর পৌঁছাতেই পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

স্থানীয় বাসিন্দা আবিদ হুসেন ও প্রাণগোপাল দাস এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ব্যস্ততম এই রাস্তায় নিয়মিতভাবে দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচল করায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁরা অবিলম্বে দোষীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মৃত শিশুটির মামা ওয়াহিদুর রহমান জানান, সন্তানকে হারিয়ে সালমা খাতুন বর্তমানে সম্পূর্ণ বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। শিশুর বাবাকে খবর দেওয়া হয়।

রাতেই উত্তেজিত জনতা ও আত্মীয়রা চোপড়া থানায় গিয়ে অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হন। পুলিশের পক্ষ থেকে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হলে পরিস্থিতি শান্ত হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত মোটরবাইকটিকে বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি পলাতক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে।

শুনানিতে আরও সাতদিন

প্রথম পাতার পর

অফিসার চেয়েছিল, তাঁরা এসডিও পদমর্যাদার। রাজ্য সেরকম তালিকা না দিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মাইক্রো অবজার্ভারদের বিষয়টি গুলিয়ে দিয়েছে। শীর্ষ আদালত মাইক্রো অবজার্ভারদের বহাল রেখেই রাজ্যকে বিকল্প অফিসারের তালিকা দেওয়ার প্রস্তাব দেয়। রাজ্যের ওই অফিসাররা যোগ দিলে এসআইআর শুনানির গোটা প্রক্রিয়াটাই বিঘ্নিত হওয়ার সম্ভাবনা।

তবে সোমবার ভিনরাজ্য থেকে আসা মাইক্রো অবজার্ভারদের সব ধরনের সিদ্ধান্তগ্র হণের ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। সোমবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত কমিশনের হিসেবে শুনানি শেষ হয়েছে প্রায় ১ কোটি ৩৯ লক্ষ ভোটারের। নথি আপলোড হয়েছে ১ কোটি ৬ লক্ষের কাছাকাছি। প্রশ্ন উঠেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ইতিমধ্যে শেষ হওয়া ১ কোটি ৩৯ লক্ষের শুনানির ভবিষ্যৎ কী? ওই শুনানিতে তো মাইক্রো অবজার্ভাররা নথি যাচাই করেছেন।

মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক গত শুক্রবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ সাতদিন পিছিয়ে দিতে কমিশনকে চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে সাড়া দেয়নি কমিশন। এখন সুপ্রিম কোর্টই শুনানির মেয়াদ সাতদিন বাড়িয়ে দিল। ফলে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত শুনানিই চলবে। মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক বলেন, 'ইআরও-রা তালিকা পাঠালেই তো হবে না, সুপার চেকিংয়ের জন্য আরও কিছুদিন সময় লাগবে। ফলে চূড়ান্ত তালিকা কবে বেরোবে, তা নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।'

এসআইআর শুনানির সময় হামলা, অশান্তি ও ভয় দেখানোর অভিযোগ নিয়ে অবশ্য অসন্তোষ প্রকাশ করেছে আদালত। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডিজি-কে এজন্য শোকজ-ও করেছে। কেননা, নির্বাচন কমিশনের অভিযোগ ছিল, এসআইআর প্রক্রিয়ার সময় ব্যাপক হিংসা ও ফর্ম ৭ গণহারে পুড়িয়ে দেওয়ার একাধিক অভিযোগ দায়ের হলেও কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। আগামী শুনানির আগে ডিজি-কে ব্যক্তিগত হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সোমবার আদালতে ছিলেন না। তাঁর আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান একাধিক নথি ও হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের স্ক্রিনশট পেশ করে অভিযোগ করেন, বাস্তবে মাইক্রো অবজার্ভাররাই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, নির্বাচন কমিশনের ম্যানুয়াল অনুযায়ী মাইক্রো অবজার্ভারদের ভূমিকা শুধুমাত্র ভোটের দিন সীমাবদ্ধ, ভোটার তালিকা সংশোধনের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক থাকার কথা নয়।

দিওয়ান অভিযোগ করেন, কমিশনের ব্যবহৃত সফটওয়্যারের 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র কারণে সামান্য নামের অমিল, বিশেষ করে বাংলায় প্রচলিত মধ্যনাম 'কুমার' বাদ পড়লেও নোটিশ পাঠানো হচ্ছে। বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর কমিশনের এই সফটওয়্যার ব্যবস্থা সম্পর্কে পর্যবেক্ষণ, বাংলার সামাজিক বাস্তবতা না বুঝে অত্যন্ত কঠোর সফটওয়্যার টুল ব্যবহার করা হয়েছে, যা ন্যায়সংগত নয়।

মুখ্যমন্ত্রী না থাকলেও সোমবারের শুনানিতে রাজ্য সরকারের তরফে উপস্থিত ছিলেন তাঁর মুখ্য উপদেষ্টা তথা প্রাক্তন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। প্রধান বিচারপতির প্রশ্নে তিনি জানান, ২৯৪ জন ইআরও গ্রুপ-এ অফিসার এবং ৮,৫২৪ জন এইআরও-র অধিকাংশই গ্রুপ-বি অফিসার, যাঁদের নির্বাচন কমিশনই নোটিফাই করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদালতে ব্যক্তিগতভাবে সওয়াল করে আইন ভেঙেছেন অভিযোগে দায়ের হওয়া আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'এতে অস্বাভাবিক কী আছে? এটা সংবিধানের ওপর আস্থা ও বিশ্বাসের প্রকাশ। বিষয়টিতে রাজনৈতিক রং দেওয়া উচিত নয়।'

লিস্কের দাপটে সহজ জয় স্কটিশদের

ইডেনে মুখ থুবড়ে পড়ল মালদিনির দেশ

ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে স্কটল্যান্ডের জয় এনে ক্রিস গ্রিভসের সঙ্গে মাইকেল লিস্ক (বাঁয়ে)।

স্কটল্যান্ড-২০৭/৪
ইতালি- ১৩৪
(১৬.৪ ওভারে)

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রথমবার ক্রিকেট বিশ্বকাপে দেশ। অভিষেক একেবারে ইডেন গার্ডেন্সে। সোনালি মুহূর্তটাকে ক্যামেরাবন্দি করে রাখতে কয়েক হাজার মাইল পেরিয়ে তথ্যচিত্র তৈরির নেশায় কলকাতায় এসেছেন মাঝবয়সি ইতালীয় পরিচালক মারিও সালভিনি।

ক্যামেরা নিয়ে ব্যস্ততার মাঝে মুখোমুখি ভারতীয় সাংবাদিকদের সঙ্গেও। ভাগ করে নিলেন ইতালির ক্রিকেট, ইডেনে আসার কারণ। ক্লাবহাউসের আপার টাওয়ারে বসে গলাও ফাটালেন প্রিয় দলের হয়ে। যদিও ফুটবলের দেশ আজুরিদের বিশ্বকাপের প্রথম দিনটা নেহাতই সাদামাঠা।

স্কটল্যান্ডের অলরাউন্ড ক্রিকেটের সামনে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়ল পাওলো মালদিনি, ফ্যাবিও কান্নাভারো, জিয়ানলুইগি বুঁফোর দেশ। নীল জার্সির আজুরিদের ক্রিকেটের সাক্ষী হতে ভিড় জমিয়েছিলেন অত্যুৎসাহী হাজার পাঁচেক ক্রিকেটপ্রেমী। গতকাল অধিনায়ক ইতালির ওয়েন ম্যাডসেন দাবি করেছিলেন, তাঁরা শুধুমাত্র সংখ্যা বাড়াতে বিশ্বকাপ খেলতে আসেননি। জয়ের স্বাদ নিয়ে ফিরতে চান।

যদিও টসে জয়টুকু বাদ দিলে কোনও কিছুই পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়নি ইতালির। ফিল্ডিং করতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়ে শুরুতেই হাসপাতালে ছুটতে হল ম্যাডসেনকে। আর মাঠে ফিরতে পারেননি। কাঁধের চোট। শুধু আজকের ম্যাচ নয়, বাকি বিশ্বকাপে ম্যাডসেনের খেলা নিয়ে ঘোর সংশয়। অভিষেক ম্যাচেই শুরুতে দশজনে হয়ে যাওয়ার ধাক্কা বাকি ম্যাচ আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি ইতালি।

নির্বিষ বোলিং, স্কটল্যান্ডের দাপুটে ব্যাটিংয়ে ইতালির অভিষেক মঞ্চ কার্যত ঘেঁটে ঘ। পাওয়ার প্লে-তে প্রতিপক্ষকে বেলাইন করার কাজ সারেন স্কটিশ ওপেনার জর্জ মুনসে (৮৪)। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেলে বেড়ান। কাউন্টি ক্রিকেটও বাদ নেই। অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ব্যাটিংয়ে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে রান পাননি মুনসে। এদিন হতাশা মেটালেন ১৪তম হাফ সেঞ্চুরিতে। ফিরলেন ১৬ রানের জন্য সেঞ্চুরির আক্ষেপ নিয়েও। ডেথ ওভারে ইতালি বোলারদের ওপর বুলডোজার চালিয়ে ব্র্যান্ডন ম্যাকমুলেন (১৮ বলে ৪১), মাইকেল লিস্কের (৫ হবলে ২২) ঝোড়ো ফিনিশ।

২০৮ রানের জয়লক্ষ্যে খেলতে নেমে আগাগোড়া হোঁচট খেল দশজনের ইতালি। প্রথম বলেই আউট ওপেনার জাস্টিন মোস্কা (০)। মানেন্তি ভাইয়ের (হ্যারি ও বেন) ৭৩ রানের যুগলবন্দি কিন্তু দলকে লড়াইয়ে রেখেছিলেন।

একসময় ইতালির স্কোর ছিল ১২ ওভারে ১১৩/৩। কিন্তু হ্যারি মানেন্তি (৩৯) ফিরতেই ধস। শেষ আশা বেন মানেন্তিও (৫২) এরপরও বেশিক্ষণ স্থায়ী হননি। এরপর স্কটল্যান্ডের জয় ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। শেষপর্যন্ত ইতালির দৌড় থামে ১৩৪-এ। ৭৩ রানের বড় জয়ের নায়ক লিস্ক (২২ রান ও ১৭/৪)।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে লড়াই করে হেরেছিল বাংলাদেশের পরিবর্ত হিসেবে রাতারাতি সুযোগ পাওয়া স্কটল্যান্ড। দ্বিতীয় ম্যাচে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন। খুশিটা নিয়ে ম্যাচ শেষে অধিনায়ক রিচি বেরিংটনের দাবি, পরবর্তী রাউন্ডে যাওয়া নিয়ে তাঁরা আশাবাদী। লক্ষ্য পূরণে অন্যতম শর্ত ১৪ ফেব্রুয়ারি ইডেনে ইংল্যান্ডের হার্ডল পেরোতে হবে। উত্তর আপাতত সময়ের হাতে।

সুদীপ মহাকাব্যে সেমির পথে বাংলা

অন্ধ্রপ্রদেশ-২৯৫ ও ৬৪/৩
বাংলা-৬২৯
(চতুর্থ দিনের শেষে)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রস্তুতি চলছিল উৎসবের। মঞ্চ তৈরি ছিল নায়ককে বরণ করে নেওয়ার।

শাইক রশিদের ডেলিভারি গুড লেংথ স্পটে পড়ে আচমকা নীচু হয়ে গেল। ছিটকে গেল সুদীপ ঘরামির (২৯৯) স্টাম্প। কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে মুহূর্তে নেমে এল শ্মশানের নীরবতা। উৎসবের মেজাজ বদলে গেল বিষাদের আবহে। দুপুর আড়াইটের সময়ই কল্যাণীর মাঠে নেমে এল আঁধার।

সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় দ্বিশতরানের শুভেচ্ছা জানিয়ে আবদার করেছিলেন ৩০০ করার। আজ কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে গতকালের ৪১৮/৬ থেকে শুরু করে সতর্কভাবে, অনায়াসে কেরিয়ারের প্রথম ত্রিশতরানের পথে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সুদীপ। আচমকাই তাল কাটল চা পানের বিরতির সামান্য আগে। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে তিন নম্বর ব্যাটার হিসেবে ২৯৯-এর ঘরে আউট হয়ে একরাশ হতাশা নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরতে হল সুদীপকে। তিনি ফেরার পর বাইশ গজে ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছিলেন মহম্মদ সামি (৩৩ বলে ৫৩)। তার আগে শাকির হাবিব গান্ধিও (৯৫) নিশ্চিত শতরান হাতছাড়া করে

কল্যাণীর মাঠে জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য আরপি সিংয়ের সঙ্গে মহম্মদ সামি।

ফিরেছিলেন। সুদীপ সহ বাংলার ব্যাটারদের দাপটে শেষপর্যন্ত ৬২৯ রানে শেষ হয় বাংলার প্রথম ইনিংস। ৩৩৪ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে অন্ধ্রপ্রদেশের সংগ্রহ ৬৪/৩। এখনও ২৭০ রানে এগিয়ে থাকা টিম বাংলা রনজি ট্রফি সেমিফাইনালের টিকিট প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। সম্ভবত জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠ কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে সেমিফাইনাল খেলবেন সুদীপরা।

চলতি মরশুমের শুরু থেকে ব্যাটে রান পাচ্ছিলেন না সুদীপ। রানের লক্ষ্যে পরিশ্রম যেমন করছিলেন, তেমনই বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা, প্রাক্তন ক্রিকেটার জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, অরুণ লালদের সঙ্গেও নিজের ব্যাটিং নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সেই আলোচনা অবশেষে সাফল্য এনে দিল সুদীপকে। জাতীয় নির্বাচক আরপি সিংয়ের উপস্থিতিতে আজ সুদীপ যে ইনিংস খেললেন, নিশ্চিতভাবেই সর্বভারতীয় ক্রিকেটে তা প্রভাব ফেলবে। শুধু সুদীপ কেন? আজ বাংলা বনাম অন্ধ্রপ্রদেশ রনজি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের চতুর্থ দিনের শেষে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি সিংকে দেখা গেল সামির সঙ্গে আলাদাভাবে দীর্ঘসময় কথা বললেন।

এমন দৃশ্য দেখার পর আলোচনা শুরু হয়েছে, সামি কি তাহলে জাতীয় নির্বাচকদের প্রভাবিত করতে পারলেন? জবাব সময়ের গর্ভে। কিন্তু সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের বিচারে সামি-সুদীপকে নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবতেই হবে। চতুর্থ দিনের খেলার শেষে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনও সেই কথাই বলছিলেন। তাঁর কথায়, 'সুদীপ অসাধারণ ব্যাটিং করল। দুর্ভাগ্য ৩০০ করতে পারেনি। কিন্তু তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। সুদীপের পাশে আমি সামির কথাও বলব। বাংলার ছেলেরাও যে পারে, সামি-সুদীপ জাতীয় নির্বাচকের সামনেই দেখিয়ে দিয়েছে।' মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশ ম্যাচের শেষ দিন। ম্যাচ হয়তো ড্র হয়ে যাবে। প্রথম ইনিংসের তিন পয়েন্টের সুবাদে বাংলার রনজি সেমিফাইনালে পৌঁছানো এখন সময়ের অপেক্ষা। আগামীকাল কত দ্রুত সেই অপেক্ষার শেষ হয়, সেটাই এখন দেখার।

> **আমরা চেয়েছিলাম ইনিংসটা আরও লম্বা করতে। আকাশভাইয়ের শরীর ভালো নেই। জ্বর রয়েছে। তাই ওর সঙ্গে আমাদের বাকি বোলারদেরও বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল।**
> **-সুদীপকুমার ঘরামি**

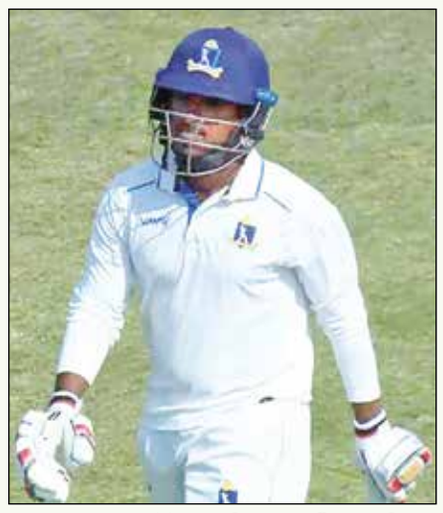

২৯৯ রানে আউট হয়ে ফিরছেন সুদীপ ঘরামি।

'পারফর্ম করলে ৩০০ রানের সুযোগ আসবে'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ৯ ফেব্রুয়ারি : তিনি তৃপ্ত। একইসঙ্গে হতাশও।

তৃপ্তি কেরিয়ারের সেরা ইনিংস খেলার। হতাশ নিশ্চিত ত্রিশতরান মাঠে ফেলে আসার। ২৯৯ রানে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত তিনজন আউট হয়েছেন। মার্টিন ক্রো, মাইক পাওয়েল ও সুদীপ।

ক্রিকেট ইতিহাসে নাম তুলে ফেলার পাশে বাংলার রনজি ট্রফি সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করেছেন সুদীপ। অন্ধ্রপ্রদেশের বিদায় ঘণ্টা বাজিয়ে দেওয়া। বাস্তবে এমন পরিকল্পনা কাজে আসেনি। সুদীপ বলছিলেন, 'আমরা চেয়েছিলাম ইনিংসটা আরও লম্বা করতে। আকাশভাইয়ের শরীর ভালো নেই। জ্বর রয়েছে। তাই ওর সঙ্গে আমাদের বাকি বোলারদেরও বিশ্রাম দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেটা করে দেখাতে পারিনি আমরা। বোলারদের আজই বল হাতে নামতে হল। তাই একটু বেশি খারাপ লাগা রয়েছে ওদের জন্য।'

বছর কয়েক আগে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক মরশুমেই চমকে দিয়েছিলেন সুদীপ। দুর্দান্ত পারফর্ম করে প্রায় ৯০০ রান করেছিলেন তিনি। বাংলা সেই মরশুমে রনজি ফাইনালও খেলেছিল। এবারও দল সেমিফাইনালের পথে। সাফল্যের কারিগর সুদীপ। মাঝের সময়ের ধারাবাহিক ব্যর্থতা কাটিয়ে সুদীপের ব্যাটে সাফল্যের নয়া স্বপ্ন। কীভাবে সম্ভব হল? প্রশ্ন শেষ হওয়া মাত্র সুদীপ বলে দিলেন, 'মাঝের সময়টা ভালো যায়নি আমার। ব্যাটে রান ছিল না। কিন্তু নিয়মিত পরিশ্রম করে গিয়েছি আমি। লক্ষ্মীরতন স্যর, জয়দীপ স্যর, অরুণ লাল স্যরদের থেকে মাঝের সময়ে প্রচুর পরামর্শ পেয়েছি। ভালো লাগছে ওঁদের পরামর্শ কাজে লাগাতে পেরে।'

প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ২৯৯ রানে আউট যাঁরা

নাম	বিপক্ষ	মাঠ	বছর
মার্টিন ক্রো	শ্রীলঙ্কা	বেসিন রিজার্ভ	১৯৯০-'৯১
মাইক পাওয়েল	গ্লস্টারশায়ার	চেলটেনহ্যাম	২০০৬
সুদীপ ঘরামি	অন্ধ্রপ্রদেশ	কল্যাণী	২০২৬

***১৯৩২ সালে স্যর ডন ব্র্যাডম্যান দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যাডিলেডে ও ১৯৮৯ সালে মহারাষ্ট্রের শান্তনু সুগবেকার রনজি ট্রফিতে মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে ২৯৯ রানে অপরাজিত ছিলেন।**

হলদোয়ানির মাঠ ইন্টার কাশীর ভাবনায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের সূচি সরকারিভাবে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন প্রকাশ করলেও যা পরিস্থিতি তাতে ফের অদল-বদল হওয়ার সম্ভাবনা কিছু ক্লাবের খেলার দিন ও সময়ে।

নানা টালবাহানার পর ওডিশা এফসি খেলার ব্যাপারে সম্মতি দেয় এবং পরবর্তীতে কোচ হিসাবে নিয়োগ করে টিজি পুরুষোত্তমনকে। কিন্তু এখনও নতুন ফুটবলার নেওয়া তো দূরের কথা, প্রস্তুতিই শুরু করতে পারেনি ওডিশা। এদিন থেকে তাদের এই মরশুমে প্রথমবার অনুশীলনে নামার কথা ছিল। কিন্তু প্রস্তুতির মাঠ না পাওয়ায় শেষপর্যন্ত তা স্থগিত হয়ে যায়। কলিঙ্গ স্টেডিয়ামে খেলার কথা ওডিশার। কিন্তু সেই নিয়েও নাকি ওডিশা সরকারের সঙ্গে এখনও কোনও পাকা কথা হয়নি। বিশেষ করে স্টেডিয়াম ভাড়া বা অন্যান্য বিষয়ে সমঝোতা হয়নি দুই পক্ষের। তেমনি অনুশীলনের মাঠও নাকি এখনও পায়নি ওডিশা এফসি। ফলে দল নিয়ে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেননি পুরুষোত্তমন। এই সব কারণেই ওডিশার প্রথম ম্যাচ পিছিয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ ১৬ ফেব্রুয়ারি

মাঠ না পাওয়ায় স্থগিত ওডিশার প্রস্তুতি

পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে হোম ম্যাচ খেলার কথা ওডিশার। একই পরিস্থিতি ইস্টার কাশীরও। কারণ তারাও সম্ভাব্য স্টেডিয়াম হিসাবে দেখায় এই কলিঙ্গ স্টেডিয়ামকেই। কিন্তু সেখানেও আর্থিক কারণে সমঝোতার সমস্যা স্থানীয় সরকারের সঙ্গে। হলদোয়ানির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে খেলার কথাও ভাবতে শুরু করেছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ক্লাব। একান্তই হলদোয়ানি বা কলিঙ্গ না হলে গোয়ার মাঠেও চলে যেতে পারে ইস্টার কাশী। তবে এরইমধ্যে সুখবর, মুম্বই সিটি এফসি নিজেদের মুম্বই ফুটবল এরিনাতেই খেলতে চলেছে। এদিনই ক্লাবের তরফে সামাজিক মাধ্যমে এই খবর দেওয়া হয়।

সবমিলিয়ে এখনও তৈরি নয় বেশ কিছু ক্লাব। এমনকি তৈরি নয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও। বিভিন্ন পদে কর্মী নিয়োগ থেকে সংবাদমাধ্যমের কার্ড তৈরি, কোনওটারই দিশা নেই। অথচ মাঝে সময় আর মাত্র চারদিন। আশা করা যায়, এই মাঝের চারদিনকে সঠিক অর্থে কাজে লাগিয়ে শেষপর্যন্ত আগামী শনিবার থেকে বল গড়াবে সবুজ মাঠে। শুরু হবে দেশের সর্বোচ্চ লিগ।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পথে ম্যাডসেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : স্বপ্নপূরণ হয়েছে। সেই স্বপ্নপূরণের সাক্ষী হিসেবে তিনি দলকে নেতৃত্ব দিতে মাঠে নেমেছিলেন।

ইতিহাস গড়ার মঞ্চে সাফল্যের আবেশ দীর্ঘস্থায়ী হল না ইতালি অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেনের। খেলার চতুর্থ ওভারেই স্কটল্যান্ডের জর্জ মুনসের শট ঝাঁপিয়ে ধরে আটকাতে গিয়ে কাঁধে চোট পেলেন ইতালি অধিনায়ক ম্যাডসেন। মাটিতে পড়ার পরই তিনি বুঝে গিয়েছিলেন চোট গুরুতর। দ্রুত তাঁকে ইতালি দলের ফিজিও সাজঘরে নিয়ে যান। পরের দশ মিনিটের মধ্যেই ইতালি অধিনায়ককে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এক্স রে, স্ক্যান করা হয়েছে ইতালি অধিনায়কের। প্রাথমিক রিপোর্টে জানা গিয়েছে, ম্যাডসেনের কাঁধের হাড় সরেছে। অন্তত তিন সপ্তাহ ক্রিকেট থেকে বাইরে থাকতে হবে তাঁকে।

সরকারিভাবে ইতালি দলের তরফে তাদের অধিনায়কের চোট নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। স্কটল্যান্ডের কাছে প্রথম ম্যাচে হারের পর ইতালির কোচ জন ডেভিসন বলেছেন, 'দুর্ভাগ্যজনক চোট ম্যাডসেনের। জানি না ওকে বিশ্বকাপের বাকি ম্যাচে পাওয়া যাবে কিনা। আমরা এখনও আশাবাদী।' এদিকে, সোমবার সকালের ইতালি বনাম স্কটল্যান্ড ম্যাচের গ্যালারিতে হাজিরা ছিল প্রায় পাঁচ হাজার দর্শকের। তার মধ্যেই ক্লাব হাউসে আচমকা দেখা হয়ে গেল ফ্রান্সিস আলফোনাস জয়ারাজের সঙ্গে।

বয়স প্রায় ৬০। নাগরিক ইতালির। জন্ম শ্রীলঙ্কার জাফনায়। পেশার তাগিদে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ইতালি। পরবর্তী সময়ে সেখানে ক্রিকেট খেলা শুরু করেন। এমনকি ইতালি দলের অধিনায়কও হয়ে গিয়েছিলেন ফ্রান্সিস। আজ সকালের ইডেনে ইতালিকে প্রথমবার বিশ্বকাপ খেলতে দেখার আবেগে ভেসে ফ্রান্সিস বলছিলেন, 'আমরা যে স্বপ্ন দেখেছিলাম বহু বছর আগে। আজ সেই স্বপ্নপূরণ হল।'

বাউন্ডারি বাঁচাতে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ইতালির অধিনায়ক ওয়েন ম্যাডসেন। তারপরই হাত চেপে কাতরাতে থাকেন তিনি। ছবি : ডি মণ্ডল

স্যান্টনারদের কাঁটা 'ফল বিক্রেতা'!

চেন্নাই, ৯ ফেব্রুয়ারি : আফগানিস্তানকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপের শুভসূচনা।

রেশটা বজায় রেখে গ্রুপ লিগে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মঙ্গলবার মাঠে নামছে নিউজিল্যান্ড। প্রতিপক্ষ সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। বিশ্বকাপের নিজেদের সর্বোচ্চ রান তাড়া করে জয়ের পর আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ মিচেল স্যান্টনারের দল।

তুলনামূলক সহজ প্রতিপক্ষ আমিরশাহিকে হারিয়ে সুপার এইটের

নিউজিল্যান্ড বনাম আরব আমিরশাহি

দৌড়ে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করে নিতে বদ্ধপরিকর। নিউজিল্যান্ডের যে লক্ষ্যের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন এক 'ফল বিক্রেতা' হায়দার আলি!

লাহোরের রাস্তায় একসময় ফল বিক্রি করে বেড়াতেন। হাল ফেরাতে ২০২২ সালে আমিরশাহিতে চলে যান। তিন বছরের মধ্যে সেদেশের স্পিন বিভাগের এক নম্বর ভরসা! ২০২৫-এ বাংলাদেশ সিরিজে অভিষেকেই চমক। আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। আগামীকাল শক্তিশালী কিউয়ি ব্যাটিং লাইনআপের পরীক্ষা নিতে চিপকের স্পিন সহায়ক উইকেটে হায়দরের বাঁহাতি অর্থডক্স স্পিন বড় ভরসা আমিরশাহির।

দুই দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে তিনবার মুখোমুখি হয়েছে। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে স্কোরলাইন ২-১। তবে বিশ্বকাপ আলাদা লড়াই। আগামীকাল শূন্য থেকে শুরুর চ্যালেঞ্জ। সীমিত রসদকে কাজে লাগিয়ে চিপক স্টেডিয়ামে স্কোরলাইন ২-২ করতে মরিয়া একঝাঁক ভারত, পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের নিয়ে তৈরি আমিরশাহি। লক্ষ্যপূরণে অধিনায়ক মহম্মদ ওয়াসিমের পাশাপাশি হর্ষিত কৌশিক, মায়াঙ্ক কুমার, ধ্রুব পরাশর, জুনেইদ সিদ্দিকীর দিকে তাকিয়ে দল।

ধারেভারে, দক্ষতা, অভিজ্ঞতায় অবশ্য ফেভারিট নিউজিল্যান্ড। আরব আমিরশাহি সেখানে বিশ্ব ক্রিকেটে উদীয়মান অ্যাসোসিয়েট দেশগুলির অন্যতম মুখ। ২০২২-এর পর ফের বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তন। খালি হাতে ফিরতে রাজি নয় তারা।

কিউয়িদের স্পিন ব্রিগেডও যথেষ্ট অভিজ্ঞ। অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার, ইশ সোধিরা আছেন। বোলিংয়ের লকি ফার্গুসনের এক্সপ্রেস গতি সামলানো সহজ হবে না প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের। দুবাইয়ের টি২০ লিগে খেলার সুবাদে আমিরশাহির ক্রিকেটারদের সম্পর্কে ধারণাও রয়েছে ফার্গুসনদের।

সম্প্রতি ভারত সফরের অভিজ্ঞতাও নিউজিল্যান্ডের জন্য অ্যাডভান্টেজ। গ্লেন ফিলিপসের কথায়, দ্রুত মানিয়ে নিতে হবে। সাফল্য পেতে যা জরুরি। গত কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় কন্ডিশনে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।

একটা সময় লাহোরের রাস্তায় ফল বিক্রি করতেন হায়দার আলি। এখন সংযুক্ত আরব আমিরশাহির এক নম্বর স্পিনার।

ষষ্ঠ বিদেশি চূড়ান্ত ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : আইএসএল শুরুর আগে ষষ্ঠ বিদেশি চূড়ান্ত করে ফেলল ইস্টবেঙ্গল। শোনা যাচ্ছে, আপফ্রন্ট শক্তিশালী করতে এক ইউরোপীয়ান স্ট্রাইকারকে দলে নিচ্ছে তারা। এই স্ট্রাইকারের সঙ্গে ইতিমধ্যে চুক্তিও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে বলেই খবর। ভিসাও পেয়ে গিয়েছেন এই বিদেশি স্ট্রাইকার। টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, আইএসএলের প্রথম ম্যাচের আগেই বিদেশি স্ট্রাইকার কলকাতায় চলে আসবেন।

এদিকে, মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের রিজার্ভ দলে খেলা স্ট্রাইকার ভিয়ান বিনয় মুরগদ অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া প্রিমিয়ার লিগ ওয়ানের দল ম্যানিংহাম ইউনাইটেড ব্লুজ দলে যোগ দিয়েছেন। এদিন অবশ্য বাগান অনুশীলনে যোগ দিলেন ডিফেন্ডার অময় রানাওয়াডে। দলের সঙ্গে পুরোদমে অনুশীলন করেছেন তিনি।

সহজ জয় দক্ষিণ আফ্রিকার

আহমেদাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ 'ডি'-র ম্যাচে সোমবার কানাডাকে ৫৭ রানে হারিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিনায়ক আইডেন মার্করামের (৩২ বলে ৫৯) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল কানাডার অনভিজ্ঞ বোলাররা। যা কাজে লাগিয়ে ডেথ ওভারে ঝড় তোলেন ডেভিড মিলার (২৩ বলে অপরাজিত ৩৯) ও ট্রিস্টান স্টাবস (১৯ বলে অপরাজিত ৩৪)। দক্ষিণ আফ্রিকা ২১৩/৪ স্কোরে শেষ করে। জবাবে শুরুতে নবনীত ঢালিওয়াল (৪৯ বলে ৬৪) ও হর্ষ ঠাকের (৩৩) চেষ্টা করলেও কানাডা কখনোই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে পারেনি প্রোটিয়া বোলিংকে। লুঙ্গি এনগিডি ৩১ রানে ৪ উইকেট তুলে নিয়ে কানাডার কাজ আরও কঠিন করে দিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত তারা ৮ উইকেটে ১৫৬ রানে আটকে যায়।

সহজেই ওমান বধ জিম্বাবোয়ের

শেষ পাঁচে তৃতীয়বার রিটায়ার্ড হার্ট টেলর!

ওমান-১০৩ (১৯.৫ ওভারে)
জিম্বাবোয়ে-১০৬/২ (১৩.৩ ওভারে)

কলম্বো ৯ ফেব্রুয়ারি : কার্যত ঘাম না ঝরিয়েই ওমান-বধ সেরে নিল জিম্বাবোয়ে। গ্রুপ 'বি'-র দিনরাতের ম্যাচে ৮ উইকেটে জিতল তারা। প্রথমে ব্যাটিং করে কোনক্রমে একশোর গণ্ডি পেরোয় ওমান (১০৩)। টপ-ফাইভের কোনও ব্যাটারই দুই অঙ্কের রানে পৌঁছোতে পারেননি ব্লেসিং মুজারাবানি (১৬/৩), রিচার্ড গাভারা (১৭/৩), ব্র্যাড ইভান্সের (১৮/৩) বোলিংয়ের সামনে।

ওমানের পক্ষে সর্বাধিক ২৮ রান করেন উইকেটকিপার ব্যাটার বিনায়ক শুক্লা। সুফিয়ান মেহমুদ ২৫ ও নাদিম খান ২০ রান করেন। জবাবে ১৩.৩ ওভারে মাত্র ২ উইকেট খুইয়ে জয়লক্ষ্যে পৌঁছে যায় সিকান্দার রাজার নেতৃত্বাধীন জিম্বাবোয়ে। ৪৮ রান করেন ওপেনার ব্রায়ান বেনেট। অভিজ্ঞ ব্রেন্ডন টেলর ৩১ রান করার রিটায়ার্ড হার্ট হয়ে মাঠ ছাড়েন।

সহজ জয়ের মাঝেও টেলরের গত পাঁচ ম্যাচে তৃতীয়বার রিটায়ার্ড হার্ট হওয়া নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। ম্যাচ শেষে অধিনায়ক রাজা যে প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অতীতে শারীরিক সমস্যার মধ্যেও খেলা চালিয়ে চোট বাড়িয়েছে ব্রেন্ডন। আমি তা চাইনি। তাই পরিস্থিতি বুঝে ওকে উঠে যেতে বলি। ও দলের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ব্রেন্ডন কিছুটা হতাশ হলেও ঝুঁকি নিতে চাইনি দলের স্বার্থে। স্ক্যান করা হয়েছে। পরের ম্যাচের আগে হাতে কয়েকটা দিন রয়েছে। রিপোর্টের দিকে আপাতত তাকিয়ে আছি আমরা।'

৩ উইকেট নিয়ে জিম্বাবোয়ের জয়ের নায়ক রিচার্ড গারাভা।

লিগ জয়ের আশা ছাড়ছেন না গুয়ার্দিওলা

লন্ডন, ৯ ফেব্রুয়ারি : প্রিমিয়ার লিগে আর্সেনালকে তাড়া করছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি।

রবিবার লিভারপুলকে ২-১ গোলে হারিয়ে মিকেল আর্তেতার দলের সঙ্গে পয়েন্টের ব্যবধান কমিয়ে এনেছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডরা। আপাতত ২৫ ম্যাচে ৫০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন তাঁরা। শীর্ষে থাকা আর্সেনাল সমসংখ্যক ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট পেয়েছে।

লিগে এখনও ১৩টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লিগে অনেক ওলটপালট হয়ে যেতে পারে, এমনটাই মনে করছেন ম্যান সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। লিভারপুলকে হারানোর পর তিনি বলেছেন, 'আমরা আর্সেনালের থেকে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে রয়েছি। ব্যবধানটা বড় হলেও এখনও অনেক কিছু ঘটতে পারে। লিগে দুটি দলের ১৩টি ম্যাচ বাকি রয়েছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'আমাদের সঙ্গে এখনও ঘরের মাঠে আর্সেনালের খেলা বাকি রয়েছে। সেখানে ওদেরকে হারানোর চেষ্টা করব।'

চলতি মরশুমে ইপিএল ছাড়া কারাবাও কাপের লড়াইয়েও ম্যান সিটির প্রতিপক্ষ সেই আর্সেনাল। এবার দেখার দুটি প্রতিযোগিতাতে পেপ গুয়ার্দিওলার দল শিরোপা জিততে পারে কি না।

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

নেদারল্যান্ডস বনাম নামিবিয়া
সকাল ১১টা, নয়াদিল্লি

নিউজিল্যান্ড বনাম সংযুক্ত আরব আমিরশাহি
বিকাল ৩টা, চেন্নাই

পাকিস্তান বনাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ পূজনীয় ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা- তোমাদের বিবাহবার্ষিকীর সুবর্ণ জয়ন্তীতে জানাই অন্তর থেকে সশ্রদ্ধ প্রণাম ও অফুরন্ত ভালোবাসা। তোমরা ভালো থেকো ও ভালো রেখো।
প্রণামান্তে - শ্যাম, তোতাই, গুড্ডু (নাতি)। নিউ টাউন, কোচবিহার।

হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হর্ষিতের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন হর্ষিত রানা। তারপরই তিনি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যান। করতে হয়েছে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার।

হাসপাতালের বিছানায় হর্ষিত রানা।

হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থাকার ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন হর্ষিত। হাসিমুখে নিজের ছবি দিয়ে তিনি লিখেছেন, 'ভালোভাবে অস্ত্রোপচার হয়েছে। এবার সুস্থ হয়ে যা ভালোবাসি সেখানে ফেরার পালা।' হর্ষিতের আরোগ্য কামনা করে বার্তা পাঠিয়েছে তাঁর আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। লিখেছে, 'সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠো হর্ষিত। আমরা তোমার অপেক্ষায়।'

বাংলা দলের কোচ সৌম্যদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় যুব ভলিবলের জন্য অনূর্ধ্ব-২১ বাংলা দলের কোচ হয়েছেন শিলিগুড়ির সৌম্যদীপ ব্রহ্মচারী। প্রতিযোগিতাটি ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৫ থেকে ২০ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। সৌম্যদীপ আন্তঃ জেলা প্রতিযোগিতায় শিলিগুড়ির হয়ে খেলা ছাড়াও কোচিং করেছেন। তাঁর এই দায়িত্বপ্রাপ্তিতে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, ভলিবল সচিব রাজেশ দেবনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ঘোষিত বার্ষিক চুক্তির তালিকা

'বি' গ্রেডে নামানো হল রোকো-কে

মুম্বই, ৯ ফেব্রুয়ারি : ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের অন্দরমহলে কান পাতলেই খবরটা শোনা যাচ্ছিল। শেষপর্যন্ত সেটাই সত্যি। বোর্ডের বার্ষিক চুক্তিতে গতবারের সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' থেকে 'বি' গ্রেডে নামানো হল বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাকে। টেস্ট ও টি২০ ফরম্যাটকে দুইজনেই বিদায় জানিয়েছেন। রোকোর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার টিকে শুধু ওডিআইয়ে। যার প্রতিফলন বার্ষিক চুক্তিতে। বোর্ডের তরফে আগেই জানানো হয়, নতুন চুক্তিতে 'এ প্লাস' গ্রেড রাখা হচ্ছে না। চারের বদলে তিনটি গ্রেড থাকছে (এ, বি, সি)।

ঘোষিত বার্ষিক চুক্তিতে রাখা হয়েছে ৩০ জন ক্রিকেটারকে। 'এ' গ্রেডে মাত্র তিনজন শুভমান গিল, জসপ্রীত বুমরাহ ও রবীন্দ্র জাদেজা। 'বি'-তে দশজন। বিরাট, রোহিত ছাড়াও আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পান্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব ও শ্রেয়স আইয়ার। অক্ষর প্যাটেল, তিলক ভার্মা সহ বাকি ১৫ জন জায়গা পেয়েছেন 'সি' গ্রেডে। চুক্তির ৩০ জনের তালিকাতেও স্থান হয়নি মহম্মদ সামির। যার অর্থ, জাতীয় নির্বাচকদের আগামীর ভাবনায় তিনি নেই।

বার্ষিক চুক্তি (পুরুষদের)

'এ' গ্রেড
শুভমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, জসপ্রীত বুমরাহ

'বি' গ্রেড
বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, ওয়াশিংটন সুন্দর, লোকেশ রাহুল, মহম্মদ সিরাজ, হার্দিক পান্ডিয়া, ঋষভ পন্থ, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়ার।

'সি' গ্রেড
অক্ষর প্যাটেল, তিলক ভার্মা, রিঙ্কু সিং, শিবম দুবে, সঞ্জু স্যামসন, অর্শদীপ সিং, প্রসিধ কৃষ্ণা, আকাশ দীপ, ধ্রুব জুরেল, হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, নীতীশ কুমার রেড্ডি, অভিষেক শর্মা, বি সাই সুদর্শন, রবি বিষ্ণোই, রুতুরাজ গায়কোয়াড়।

একইসঙ্গে মহিলা ক্রিকেটারদের বার্ষিক চুক্তির তালিকায় ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তিন গ্রেডে মোট ২১ জন ক্রিকেটার। সর্বোচ্চ 'এ' গ্রেডে হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মান্ধানা, জেমাইমা রডরিগেজ, দীপ্তি শর্মা। রিচা ঘোষ 'বি'-তে রয়েছেন রেণুকা সিং ঠাকুর, শেফালি ভার্মা, স্নেহ রানাদের সঙ্গে।

রবিবার মার্সেইকে ৫-০ গোলে হারায় প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের পর ওসমানে ডেম্বেলের সঙ্গে শুভমান গিল।

বিসিসিআইয়ের সঙ্গে চুক্তি ইতালি ক্রিকেটের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্নপূরণ হয়েছে। এবার এগিয়ে চলার পালা। সেই এগিয়ে চলার লক্ষ্যে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে ইতালি ক্রিকেটের এক মউ স্বাক্ষর হয়েছে আজ। জানা গিয়েছে, ইতালির আগামীদিনের তরুণ প্রতিভাবান ক্রিকেটাররা ভারতে হাজির হয়ে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ক্রিকেট সাধনা করবেন।

ফুটবলের দেশ। চারবারের ফুটবল বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইতালি। স্বাভাবিকভাবেই সেদেশে ক্রিকেট পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই। নেই মাঠও। বিশ্বকাপ খেলার পর ছবিটা বদলাতে চাইছে ইতালি ক্রিকেট সংস্থা। তাই বিসিসিআইয়ের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। ইতালি ক্রিকেট সংস্থার সিইও লুকা ব্রুনো সোমবার বিকেলে ইডেন গার্ডেন্সে দাঁড়িয়ে বলছিলেন, 'মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সঙ্গে সম্প্রতি বৈঠক হয়েছে আমাদের। সেই বৈঠকে একটি মউ স্বাক্ষরও হয়েছে। ইতালির আগামীদিনের ক্রিকেটাররা ভারতে এসে ক্রিকেট শিখবে। বিসিসিআই তার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করে দেবে।'

শান্তি মুকুব বাংলাদেশের

বিশ্বকাপে ভারত ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান

লাহোর ও দুবাই, ৯ ফেব্রুয়ারি : পরতে পরতে নাটক। শেষ পর্যন্ত অবস্থান ও সিদ্ধান্ত বদল!

আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় টি২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বের ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে। প্রথমে বন্ধু বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতির অনুরোধ। পরে আইসিসি-র তরফে আগামীর সাহায্যের আশ্বাস। শেষ পর্যন্ত নিজেদের স্টান্স বদলে আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারি কলম্বোয় টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত পাকিস্তানের।

রাত প্রায় বারোটার সময় পাকিস্তানের শাহবাজ শরিফ সরকার তাদের অবস্থান বদলের কথা ঘোষণা করেছে। জানানো হয়েছে, ক্রিকেটের স্বার্থে পাকিস্তানের এমন সিদ্ধান্ত। তাই পাক সরকার তাদের জাতীয় ক্রিকেট দলকে টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার অনুমতি দিচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের এমন সিদ্ধান্ত গভীর রাতে সামনে আসার আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল ১৫ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হচ্ছে। গতকালের বৈঠকের পর থেকেই যে বরফ গলা শুরু হয়েছিল, আজ রাতের দিকে বিতর্কের সেই বরফ গলে জল হয়ে যায়।

শুরুটা করেছিল বাংলাদেশ। ভারত ম্যাচ খেলার জন্য আজ রাতের দিকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি আমিনুল ইসলাম পাকিস্তানকে সরকারিভাবে অনুরোধ করেছিলেন। রাত দশটা নাগাদ নাটকের প্রথম পর্ব শেষ হওয়ার আগেই ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার তরফে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বোর্ড প্রধানদের সঙ্গে হওয়া গতকালের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে নাটকীয়ভাবে পুরো পরিস্থিতি বদলে দিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ না খেলার কারণে বাংলাদেশের যাবতীয় শাস্তি মকুব করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে আইসিসি। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৮ থেকে ২০৩১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একাধিক আইসিসি প্রতিযোগিতা আয়োজনের সুযোগ দেওয়া হবে। যার মধ্যে ২০৩১ সালে একদিনের বিশ্বকাপও থাকবে।

বাংলাদেশ ও আইসিসি-র বক্তব্য সামনে আসার পর শুধু অপেক্ষা ছিল পাকিস্তান সরকারের সবুজ সংকেতের। মধ্যরাতে সেই কাজটা করে দেখালেন পাক প্রধানমন্ত্রী। জানা গিয়েছে, আজ শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি অনুরা কুমারা দিশানায়েকের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন পাক প্রধানমন্ত্রী। শরিফকে মনে করিয়ে দেন শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি, তাঁদের মধ্যে সুসম্পর্কের কথা। অনুরোধ করেন কলম্বোয় ভারতের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলার জন্য। তার আগে আজ সন্ধ্যার দিকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও পাকিস্তানকে ভারত ম্যাচ খেলার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল। এত অনুরোধ ফেরাতে না পেরে ভারত ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত বদলের পথে হাঁটতেই হল পাক প্রধানমন্ত্রীকে।

গতকাল ত্রিপাক্ষিক শুরু হয়েছিল সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ। পরে সেই বৈঠক চলে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা। গতকাল রাতে লাহোরের সেই ম্যারাথন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আসরেই বরফ গলার ইঙ্গিত মিলেছিল। নিজেদের জন্য তো বটেই, 'বন্ধু' বাংলাদেশের জন্য রীতিমতো সওয়াল করেছিল পাকিস্তান। সঙ্গে আইসিসি-র থেকে নিজেদের বাড়তি রাজস্ব আদায় ও বিশ্বকাপে না থাকা বাংলাদেশের জন্য পার্টিসিপেশন ফি-র দাবিও জানিয়েছিলেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। ভারত-পাক মহারণের স্বার্থেই তারপর থেকেই বদলাতে থাকে ছবিটা। যদিও পাকিস্তানের ভারত ম্যাচ খেলার সিদ্ধান্ত সেদেশের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফই নেবেন বলে জানিয়েছিলেন পিসিবি প্রধান নকভি। সেই আলোচনার পরই ছবিটা পাকাপাকিভাবে বদলে গেল। সবুজ সংকেত পেয়ে গেল ভারত-পাক মহারণ।

শুরু হয়ে গেল দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় মহারণের কাউন্ট ডাউন।

লাহোরে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নকভি, বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের আমিনুল ইসলামের সঙ্গে আইসিসি-র বৈঠকের পরই ১৫ ফেব্রুয়ারির ভারত-পাক ম্যাচ নিয়ে বরফ গলা শুরু হয়েছিল।

বার্সেলোনার ওপর চাপ বাড়াল রিয়াল

মাদ্রিদ, ৯ ফেব্রুয়ারি : লা লিগায় বার্সেলোনার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে রিয়াল মাদ্রিদ।

রবিবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে ভ্যালেন্সিয়াকে ২-০ গোলে হারিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। ম্যাচে গোল করেছেন আলভারো কারেয়াস ও কিলিয়ান এমবাপে। এই জয়ের সুবাদে ২৩ ম্যাচে ৫৭ পয়েন্টে আলভারো আরবেলোয়ার দল। শীর্ষে থাকা বার্সার চেয়ে ১ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা।

ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও জুডে বেলিংহামকে পায়নি রিয়াল। ম্যাচের শুরু থেকে বেশ ছন্নছাড়া ফুটবল খেলতে দেখা যায় এমবাপেদের। প্রথমার্ধে কোনও পক্ষই গোল করতে পারেনি। ৬৪ মিনিটে রিয়ালকে প্রথম গোল এনে দেন আলভারো কারেয়াস। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে দ্বিতীয় গোলটি করে যান ফরাসি তারকা এমবাপে।

ভ্যালেন্সিয়ার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত সময়ের গোলে রিয়াল মাদ্রিদের জয় নিশ্চিত করলেন কিলিয়ান এমবাপে।

এদিকে, বার্সেলোনার আসন্ন নির্বাচনে সভাপতি পদপ্রার্থীদের বড় অস্ত্র হয়ে উঠেছেন হুলিয়ান আলভারেজ। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে এক সভাপতি পদপ্রার্থী আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তাঁকে আগামী মরশুমে বার্সাতে আনার বিষয়ে। আপাতত আলভারেজকে বার্সায় আনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসন্ন নির্বাচনে বাজিমাত করতে চান ওই সভাপতি পদপ্রার্থী।

স্যান্টনারদের কাঁটা 'ফল বিক্রেতা'!
সুদীপ মহাকাব্যে সেমির পথে বাংলা
-খবর এগারোর পাতায়

পুরনিগমের টিটি অ্যাকাডেমির উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়াম সোমবার পুরনিগমের টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির উদ্বোধন হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ শুরু হয়ে যাবে বলে মেয়র গৌতম দেব জানিয়েছেন। আপাতত ৫০ জন শিক্ষার্থী থাকলেও খুব শীঘ্রই তা বাড়বে। মেয়র বলেছেন, আপাতত ছয়টি টেবিল নিয়ে প্রশিক্ষণ হচ্ছে। সেটা পরবর্তীতে বাড়িয়ে ১২ করা হবে। শিক্ষার্থীদের করা হবে মাল্টি জিমের ব্যবস্থা। নিয়োগ করা হবে ফিজিক্যাল ট্রেনার। প্রোজেক্টর মেশিন এনে শিক্ষার্থীদের খেলা বিশ্লেষণের ব্যবস্থাও করা হবে।' সবমিলিয়ে বড় শহরে আধুনিক যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তার অনেকটাই দেওয়ার চেষ্টা করবেন গৌতম। যার সবেমাত্র খেলা শুরু করছে তাদের জন্য কোচিংয়ের দায়িত্বে রাখা হয়েছে কস্তুরী চক্রবর্তী, অসিতাভ দত্ত ও অমলেন্দু রাহাকে। শিলিগুড়ির জাতীয় ও রাজ্য র‍্যাংকিং খেলোয়াড়দের জন্য অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছে বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশন (চ্যাপ্টার ২)। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে সুব্রত রায় বলেছেন, 'মেয়রের কথা মতো র‍্যাংকিং খেলোয়াড়দের প্রশিক্ষণের জন্য ১২ জনের (মান্তু ঘোষ, সুব্রত, অমরনাথ দাস, দেবাশিস ঘোষ, বীরুপাক্ষ সাহা, অভিজিৎ কুণ্ডু, সৌম্যজিৎ কার্জি, আকাশ নাথ, দুলাল গোস্বামী, মৃন্ময় চৌধুরী, স্বস্তিক সাহা ও অরিজিৎ দে) একটা প্যানেল তৈরি হয়েছে। যার সোম, বুধ ও শনিবার তিন ঘণ্টা করে প্রশিক্ষণ দেবেন। এই প্যানেল থেকে প্রতিদিন চারজন করে কোচকে নিয়ে একটি গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। জাতীয় ও রাজ্য র‍্যাংকিংয়ের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদেরও একটি তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে কেউ প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী না হলে পরবর্তী র‍্যাংকিংয়ের খেলোয়াড়দের ডাকা হবে। এই পদক্ষেপ করা হবে সাতদিন অপেক্ষার পরই।' অসিতাভ জানিয়েছেন, যারা সবেমাত্র খেলা শুরু করছে তাদের মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিবার আড়াই ঘণ্টা করা প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। তাদের তিন কোচকে পুরনিগম থেকে মাসিক ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে টেবিল টেনিস ব্যাট হাতে মেয়র গৌতম দেব।

তুরস্কের বিরুদ্ধে খেলবে ভারত

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি : তুরস্কের বিরুদ্ধে দুইটি ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলবে অনূর্ধ্ব-১৭ ভারতীয় দল। ম্যাচগুলি হবে তুরস্কের আন্তালিয়াতে। এই ম্যাচের জন্য ইতিমধ্যে ২৪ জনের দল ঘোষণা করেছেন ভারতীয় দলের কোচ বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজ। দলে রয়েছে বাংলার রাজরূপ সরকার, অভিষেককুমার মণ্ডলের মতো খেলোয়াড়। ম্যাচ দুইটি হবে ১০ ও ১২ ফেব্রুয়ারি।

৩টি বিভাগে প্রথম দিলীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পানু দত্ত মজুমদার ও হিনা দত্ত মজুমদার ট্রফি উত্তরবঙ্গ ক্রীড়ায় মাস্টার অ্যাথলেটিক ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার দিলীপ হোড় ৬০ ঊর্ধ্ব বয়স বিভাগে লং জাম্প, ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন। তপন সেনগুপ্ত প্রথম হয়েছেন ৭০ ঊর্ধ্বদের ১০০ মিটার দৌড় ও লং জাম্পে। ৫৫ ঊর্ধ্বদের ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছেন তুহিনকুমার বিশ্বাস। বিনয়কুমার বিশ্বাস ৮০ ঊর্ধ্বদের ডিসকাসে দ্বিতীয় ও শট পাটে তৃতীয় হয়েছেন। শতদল দে ৬০ ঊর্ধ্বদের ডিসকাস ও শট পাটে প্রথম হয়েছেন। রূপা সাহা শট পাটে প্রথম হয়েছেন ৪৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে।

জর্জ টেলিগ্রাফকে হারাল সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের তাপসকুমার চক্রবর্তী ও নীতীশ তরফদার ট্রফি কিরণচন্দ্র নৈশ ফুটবলে সোমবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ২-০ গোলে হারিয়েছে কলকাতার জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবকে। তারা সেমিফাইনালে উঠেছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ৩০ মিনিটে হেমরাজ ভুজেলের গোলে সরোজিনী এগিয়ে যায়। ৫৪ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান করণ রাই। ম্যাচের সেরা করণ। মঙ্গলবার ওয়াইএমএ মুখোমুখি হবে কলকাতার পুলিশ এসি-র।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন আঠারোখাই সরোজিনী সংঘের করণ রাই।